ইউনিট- ৭:

শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে সমন্বিত মূল্যযাচাই

অধিবেশন- ১৩	:	শিক্ষণ-শিখনে মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকা: আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক
অধিবেশন- ১৪	:	শিক্ষণ-শিখনে মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকা: গঠনকালীন ও প্রান্তিক
অধিবেশন- ১৫	:	মূল্যযাচাই কাজের উন্নয়ন
অধিবেশন- ১৬	:	প্রশ্নের মাধ্যমে বৌদ্ধিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা
অধিবেশন- ১৭	:	লেখা যা ব্যক্তিগত ও বৌদ্ধিক দক্ষতা, মনোভাব ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করে
অধিবেশন- ১৮	:	সতীর্থ পর্যালোচনা ও অণুশিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজের পরীক্ষাকরণ- ১
অধিবেশন- ১৯	:	ছদ্মশিক্ষণ ও ফলাবর্তনের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজের পরীক্ষাকরণ- ২
অধিবেশন- ২০	:	শ্রেণি ও অগ্রগতি অভীক্ষা প্রণয়ন
অধিবেশন- ২১	:	শ্রেণি ও অগ্রগতি অভীক্ষার নম্বর প্রদান: নম্বর প্রদানের মানদন্ড
অধিবেশন- ২২	:	বিদ্যালয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন
অধিবেশন- ২৩	:	বিদ্যালয় পরীক্ষার নম্বর প্রদান: নম্বর প্রদান সূচি, নম্বর যাচাই ও সংশোধন
অধিবেশন- ২৪	:	শিক্ষার্থীর ফলাফল সংরক্ষণ ও তাদের অর্জন পরিবীক্ষণ
অধিবেশন- ২৫	:	এসএসসি পরীক্ষার সামাজিক বিজ্ঞানের (সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল) প্রশ্নপত্র, পরীক্ষা করে দেখা
অধিবেশন- ২৬	:	এসএসসি পরীক্ষার সামাজিক বিজ্ঞানের (পৌরনীতি, অর্থনীতি, জনসংখ্যা শিক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা) প্রশ্নপত্র, অতীত ও নমুনা পরীক্ষা এবং স্বতন্ত্র প্রশ্ন পরীক্ষা করে দেখা

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ১৩**

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকাঃ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক

ভূমিকাঃ

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে মূল্যযাচাইয়ের প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষণ-শিখনে মূল্য যাচাইয়ের ভূমিকা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন শিক্ষার্থীদের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। মূল্যযাচাইয়ের বিভিন্ন পথ বা প্রক্রিয়া রয়েছে। কিছু আনুষ্ঠানিক, কিছু অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া। এ সব প্রক্রিয়ায় কীভাবে মূল্যযাচাই করা যেতে পারে এবং মুল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব বা প্রয়োজন কতখানি ইত্যাদি বিষয়গুলো একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ শিখনে গুরুত্বের সাথে বিষয়গুলো আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে শিক্ষার্থীরা-

- মূল্যযাচাইয়ের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- মূল্যযাচাইয়ের ১০টি পরিমাপকের নাম বলতে পারবেন।
- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মূল্য যাচাইয়ের ভূমিকার গুরুত্ব নির্ণয় করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ মূল্য যাচাইয়ের সংজ্ঞা

শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বা অর্জন পরিমাপের জন্য মূল্য যাচাইয়ের ধারণা সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। মূল্য যাচাই হলো শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব পরিমাপক। শিখন ও শিক্ষণের গুণগত ও পরিমাণগত পরিমাপের জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয় সেটা হলো মূল্য যাচাই। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, শ্রেণি ভিত্তিক মূল্যযাচাই কাজটি শ্রেণিকক্ষে সম্পন্ন করাই যথার্থ। এ মূল্য যাচাইকরণের সাথে পরীক্ষা ও অভীক্ষা শব্দ দুটি ওতোপ্রোতো ভাবে জড়িত। তাই এ দুটি বিষয়ে ধারণা থাকা দরকার।

যে কোনো বিষয়ে একজন শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা যাচাইয়ের পদ্ধতিকে বলা হয় পরীক্ষা। আর অভীক্ষা হলো শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, কৃতিত্ব পরিমাপের হাতিয়ার বা কৌশল।

একজন শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বা মূল্য শ্রেণিকক্ষে কী কী ভাবে যাচাই করা যেতে পারে বলে মনে করেন। নিচের বক্সটিতে উল্লেখ করুন।

১।

২।

৩।

৪।

পর্ব- খঃ আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ন

মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখনফল কতটুকু অর্জিত হয়েছে তার মান নিরূপণ করা যায়; শিশুর অর্জিত সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি; সামাজিক দক্ষতাসমূহ যাচাই করা যায়। মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক প্রয়োজনীয় শিখন-শেখানো কার্যাবলি গ্রহণের নির্দেশনা লাভ করেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করা যায়; শিক্ষার্থীদের মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়; পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান পরিমাপের জন্য সারা বছরে লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়। শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তা, ভাষার দখল,উচ্চারণ ক্ষমতা, উপস্থিত বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, আত্মপ্রত্যয়, কর্মদক্ষতা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে হয়। সামাজিক বিজ্ঞানের

শিক্ষার্থীদের বিষয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কর্মদক্ষতা, বাস্তবজ্ঞান, সামাজিকতাবোধ ও প্রয়োগ কৌশল পরিমাপ করার জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষা নিতে হয়।

মূল্যযাচাই হলো শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব পরিমাপক। শিখন ও শিক্ষণের গুণগত ও পরিমাণগত পরিমাপের জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয় সেটা হলো মূল্যযাচাই। শ্রেণিভিত্তিক মূল্যযাচাই কাজটি শ্রেণিকক্ষেই সম্পন্ন হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ২০০৫ শিক্ষাবর্ষ হতে দেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ন (SBA) পদ্ধতি কার্যকর করা হবে। এ পদ্ধতিতে ১০টি পরিমাপক এর ভিত্তিতে একজন শিক্ষার্থীর পঠিত বিষয়ে সারা বছর মূল্যায়ন করা হবে।

প্রিয় শিক্ষার্থী নিচের বক্সে ৫টি পমিাপের নাম লিখুন ও পাশে উদাহরণ দিন।

পরিমাপকের নাম	**উদাহরণ**
১।	১।
২।	২।
৩।	৩।
৪।	৪।
৫।	৫।

পর্ব- গঃ অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাই

পর্যবেক্ষণ (Observation)ঃ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা অধিকাংশ সময় শিক্ষকদের পর্যবেক্ষণে থাকে। তারা শিক্ষকগণের সামনে পড়াশুনা, কাজকর্ম, খেলাধুলা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকে। তাই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ের নৈপুণ্য ও দক্ষতা পরিমাপ করা সম্ভব।এ পরিমাপকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ পর্যবেক্ষণ হবে সকল শিক্ষকের। তা না হলে পক্ষপাত দুষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করে রেকর্ড রাখতে হবে। এ সমস্ত তথ্যকে বার্ষিক পরীক্ষার সময় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

গৃহ পরিদর্শন (Home visits)ঃ গৃহপরিদর্শনের মাধ্যমে সম্পর্ক, স্বাভাবিক প্রবণতা, কর্মদক্ষতা, আচার-আচরণ, প্রবণতা প্রভৃতি পরিমাপ করা যায়।

সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (Co-curricular activities)ঃ সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটে। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এগুলোর প্রভাব অনেক। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করে তাদের পারদর্শিতা কতখানি দেখাতে পেরেছে তা রেকর্ড রাখতে হবে।

বিভিন্ন কর্মকান্ড (Different activities)ঃ শিক্ষামূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্যে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রতিফলন ঘটে। কাজেই মূল্যায়নে এগুলোর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। Scrap book তৈরি, সামাজিক বিজ্ঞান কক্ষ সাজানো, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, শিক্ষা ভ্রমণ, সমাজ সেবা, বিভিন্ন প্রজেক্ট, প্রভৃতির মধ্যে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা, কর্মদক্ষতা, মানসিক প্রবণতা, আগ্রহ, চিন্তাশক্তি, অভিরুচি প্রভৃতির প্রতিফলন ঘটে। আবৃত্তি, অভিনয়, সংগীত, খেলাধুলা, ছবি আঁকা প্রভৃতিকেও মূল্যায়নের সময় গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে হবে।

শিক্ষার্থী আসুন এবার নিচের বক্সে বর্ণিত ঘটনাগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে মূল্যায়ন করি ও আলাদা কাগজে লিখি:

আজ ২১ ফেব্রুয়ারি রোকেয়া খুব ভোরে উঠে বিদ্যালয়ে যাবার জন্য তৈরি হয়ে নিল। আজ তাদের দেয়াল পত্রিকার উদ্বোধন করবেন প্রধান শিক্ষক। রোকেয়া সময় মতোই বিদ্যালয়ে পৌঁছে গেল। রোকেয়া ও সাবিনার খুব ভাব। সাবিনার ভোরে উঠার অভ্যাস না থাকায় তার দেরি হয়ে গেল। রোকেয়ার একটি ছোট গল্প আজকের এ দেয়াল পত্রিকাতে প্রকাশিত হবে। সাবিনা ভালো ছবি আঁকে। তাই দেয়াল পত্রিকার অঙ্গসজ্জার দায়িত্ব ছিল সাবিনার উপর। সাবিনার দেরি দেখে অনন্য উপায়ে অন্য কাউকে খুঁজতে হলো।

আজ রাতে ঝড়ে পাশের গ্রামটি তছনছ হয়ে গেছে। তার কিছু ছিটেফোটা তার উপরও এই গ্রামেও পড়েছে। রহিম, তমাল, বশির বিদ্যালয়ে এসে ঠিক করল তারা ঐ দুর্গত মানুষের জন্য ত্রান নিয়ে যাবে। নিজেদের টিফিনের টাকা দিয়ে প্রথম সংগ্রহ শুরু করল। আশে পাশের বাড়ি থেকে এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তারা খাবার, কাপড়, ঔষধ ইত্যাদি সংগ্রহ করল।

পাশের গ্রামের বিদ্যালয়ের সাথে পলাশদের বিদ্যালয়ের আজ ফুটবল ম্যাচ। এই নিয়ে দু'গ্রামে উৎসাহের রব পড়ে গেছে। মেয়েরাও কিন্তু এই উৎসাহে পিছিয়ে নেই। তারা খুশি মনে দাওয়াত পত্র তৈরি করে রেখেছে। হাতে লেখা এসব দাওয়াত পত্রগুলো বন্টনের জন্য তারা বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করে। এছাড়া তারা বিভিন্ন রঙিন কাগজে নিজেদের বিদ্যালয়ের নাম লিখে খেলা দেখতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়।

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ১৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকাঃ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক

প্রশিক্ষক মূল্যায়নে গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাঃ

মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখনফল কতটুকু অর্জিত হয়েছে তার মান নিরূপণ করা যায়;শিশুর অর্জিত সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি; সামাজিক দক্ষতাসমূহ যাচাই করা যায়। মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক প্রয়োজনীয় শিখন-শেখানো কার্যাবলি গ্রহণের নির্দেশনা লাভ করে শিক্ষক নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করা যায়; শিক্ষার্থীদের মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়; পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান পরিমাপের জন্য সারা বছরে লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়। শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তা, ভাষার দখল,উচ্চারণ ক্ষমতা, উপস্থিত বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, আত্মপ্রত্যয়, কর্মদক্ষতা, ব্যক্তিত্ব, ইত্যাদি মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে হয়। সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের বিষয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কর্মদক্ষতা, বাস্তবজ্ঞান, সামাজিকতাবোধ ও প্রয়োগ কৌশল পরিমাপ করার জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষা নিতে হয়।

মূল্য যাচাই হলো শিথার্ক্ষীর কৃতিত্ব পরিমাপক। শিখন ও শিক্ষণের গুণগত ও পরিমাণগত পরিমাপের জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয় সেটা হলো মূল্য যাচাই। শ্রেণি ভিত্তিক মূল্যযাচাই কাজটি শ্রেণিকক্ষেই সম্পন্ন হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ২০০৫ শিক্ষা বর্ষ হতে দেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ন (SBA) পদ্ধতি কার্যকর করা হবে। এ পদ্ধতিতে ১০টি পরিমাপক এর ভিত্তিতে একজন শিক্ষার্থীর পঠিত বিষয়ে সারা বছর মূল্যায়ন করা হবে।

বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্য যাচাইয়ের ১০টি পরিমাপকের নাম:

ক) ক্লাস উপস্থিতি ও শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ।

খ) মূল্যায়ন (শ্রেণি ভিত্তিক)।

গ) এ্যাসাইনমেন্ট (একক/দল ভিত্তিক)।

ঘ) আচরণ, মূল্যবোধ ও সততা।

ঙ) বক্তব্য উপস্থাপন/একক ও দল ভিত্তিক আলোচনা।

চ) নেতৃত্বের গুণাবলি।

ছ) নিয়মানুবর্তিতা।

জ) সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ।

ঝ) খেলাধুলায় কৃতিত্ব।

ঞ) বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যবহারিক ক্লাস।

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে মূল্য যাচাই: আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক

লিখিত পরীক্ষা **(Written Examination):** সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান পরিমাপের জন্য সারা বছরে শ্রেণিতে সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষা দিতে হবে। এ সব পরীক্ষা হবে রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার সংমিশ্রণ। এতে রচনামূলক প্রশ্ন ও সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্ন, টীকা-টিপ্পনী, ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন হবে।

মৌখিক পরীক্ষা (Oral Test): শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তা, ভাষার দখল, উচ্চারণ ক্ষমতা, উপস্থিত বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, আত্মপ্রত্যয়, কর্মদক্ষতা, ব্যক্তিত্ব, ইত্যাদি মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে হবে।

ব্যবহারিক পরীক্ষা (Practical Examination): সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের বিষয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কর্মদক্ষতা, বাস্তবজ্ঞান, সামাজিকতাবোধ ও প্রয়োগ কৌশল পরিমাপ করার জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষা নিতে হবে।

পর্যবেক্ষণ (Observation): বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা অধিকাংশ সময় শিক্ষকদের পর্যবেক্ষণে থাকে। তাঁরা শিক্ষকগণের সামনে পড়াশুনা, কাজকর্ম, খেলাধুলা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকে। তাই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ের নৈপুণ্য ও দক্ষতা পরিমাপ করা সম্ভব। এ পরিমাপকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ পর্যবেক্ষণ হবে সকল শিক্ষকের। তা না হলে পক্ষপাত দুষ্টতায় দুষ্ট হবে। পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করে রেকর্ড রাখতে হবে। এ সমস্ত তথ্যকে বার্ষিক পরীক্ষার সময় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

গৃহ পরিদর্শন (Home Visits): গৃহপরিদর্শনের মাধ্যমে সম্পর্ক, স্বাভাবিক প্রবণতা, কর্মদক্ষতা, আচার-আচরণ, প্রবণতা প্রভৃতি পরিমাপ করা যায়।

অর্পিত দায়িত্বের পরিমাপ (Assignment Tests): বিভিন্ন সময় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বাড়ির কাজ দিয়ে তার থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নমালা (Interview and Questionnaires): শিক্ষার্থীদের বিশেষজ্ঞ বোর্ডের সামনে উপস্থিত করে বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তরদানের মাধ্যমে তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, মানসিক ও ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করা যেতে পারে।

সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (Co-curricular Activities): সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটে। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এগুলোর প্রভাব অনেক। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করে তাদের পারদর্শিতা কতখানি দেখাতে পেরেছে তা রেকর্ড রাখতে হবে।

বিভিন্ন কর্মকান্ড (Different Activities): শিক্ষামূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্যে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রতিফলন ঘটে। কাজেই মূল্যায়নে এগুলোর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। Scrap book তৈরি, সামাজিক বিজ্ঞান কক্ষ সাজানো, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, শিক্ষা ভ্রমণ, সমাজ সেবা, বিভিন্ন প্রজেক্ট, প্রভৃতির মধ্যে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা, কর্মদক্ষতা, মানসিক প্রবণতা, আগ্রহ, চিন্তাশক্তি, অভিরুচি প্রভৃতির প্রতিফলন ঘটে। আবৃত্তি, অভিনয়, সংগীত, খেলাধুলা, ছবি আঁকা প্রভৃতিকেও মূল্যায়নের সময় গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে হবে।

বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা (Different Psychological Tests): সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তির আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির পরিমাপ করা যায়। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিকতার বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন করা যায়। এ ব্যাপারে Intelligence Test, Interest Test, personality Test, Aptitude Test, Attitude Test ইত্যাদির মাধ্যমে এ জাতীয় মূল্যায়ন করতে হবে।

মূল্যায়ন

১। মূল্য যাচাইয়ের সংজ্ঞা দিন। আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ন কীভাবে করা যেতে পারে ব্যাখ্যা করুন।

২। অনানুষ্ঠানিক মূল্য যাচাই কাকে বলে? উদাহরণসহ অনানুষ্ঠানিক মুল্য যাচাই প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

৩। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মূল্য যাচাইয়ের জন্য পার্থক্য করুন।

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ১৪**

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকাঃ গঠনকালীন ও প্রান্তিক

ভূমিকাঃ

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে মূল্য যাচাই সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করাই এ সেশনের লক্ষ্য। শিক্ষণ-শিখনে মূল্য যাচাই এর প্রসঙ্গটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একজন শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতি নির্ণয় বা পরিমাপ করা সম্ভব হয় মূল্যযাচাই তথা মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। মূল্য যাচাইয়ের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দিকগুলো নিয়ে আমরা পূর্বের সেশনে আলোচনা করেছি। শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি কীভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে সে দিকগুলো নিয়ে আমরা এবার জানার চেষ্টা করব।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- গঠনকালীন ও প্রান্তিক মূল্যায়নের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- গঠনকালীন ও প্রান্তিক মূল্যায়নের শ্রেণি বিভাগ করতে পারবেন।
- গঠনকালীন ও প্রান্তিক মূল্যায়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির এসবিএ এর জন্য গঠনকালীন মূল্য যাচাইয়ের ৬টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ গঠনকালীন ও প্রান্তিক মূল্যায়নের সংজ্ঞা

শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতির অবস্থা যাচাই করাকেই বলা হয় শিক্ষা মূল্যায়ন। মূল্যায়ন দুই ধরনের হতে পারে। যেমন- গঠনকালীন মূল্যায়ন ও প্রান্তিক মূল্যায়ন।

গঠনকালীন মূল্যায়নঃ

শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন কালে কার্যক্রমে নিয়োজিত সকল উপাদান, পদ্ধতি, কৌশল ও কার্যকারিতা যাচাই করে কার্যক্রমের লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছার জন্য যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে গঠনমূলক মূল্যায়ন বলে।

প্রান্তিক মূল্যায়নঃ

শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শেষে কার্যক্রমের সামগ্রিক ফলাফল, প্রভাব ও অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা নিরূপণের জন্য যে মূল্যায়ন করা হয়, তাকে প্রান্তিক মূল্যায়ন বলে।

শিক্ষার্থী বন্ধু আসুন এবার নিচের ছকটি নিয়ে চিন্তা করুন এবং বলুন- পদ্ধতিগুলো পাশে লেখা কোন শ্রেণিভুক্ত হবে? রেখা দ্বারা যুক্ত করুন।

	মূল্য যাচাই পদ্ধতি/কৌশল	
গঠনকালীন মূল্য যাচাই	শ্রেণির কাজ শ্রেণির পরীক্ষা শ্রেণির মৌখিক পরীক্ষা লিখিত পরীক্ষা শ্রেণির পরীক্ষা মৌখিক পরীক্ষা রচনামূলক পরীক্ষা শ্রেণিকক্ষে মৌখিক প্রশ্ন সাপ্তাহিক পরীক্ষা মাসিক পরীক্ষা ত্রৈমাসিক পরীক্ষা ষান্মাষিক পরীক্ষা নৈর্ব্যাক্তিক পরীক্ষা এ্যাসাইনমেণ্ট টার্ম পেপার ব্যবহারিক পরীক্ষা	**প্রান্তিক মূল্য যাচাই**

পর্ব- খঃ গঠনমূলক মূল্যায়ন ও প্রান্তিক মূল্যায়নের গুরুত্ব

গঠনমূলক মূল্যায়নের গুরুত্বঃ

১। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর্কিত অগ্রগতি বা পারদর্শিতা সম্পর্কে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গঠনমূলক মূল্যায়ন সাহায্য করে।

২। এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের সাহায্যে শিক্ষক তার শিক্ষণ পদ্ধতি, উপকরণ নির্বাচন ও তার ব্যবহারের ধরন প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করতে পারেন।

৩। এটি শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করে তোলে। গঠনমূলক মূল্যায়ন ব্যতীত শিক্ষক কার্যকরভাবে তার শিক্ষণ কর্ম পরিচালনা করতে পারেন না।

শিক্ষার্থীবৃন্দ আসুন এবার ''সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ শিখনে গঠনকালীন মূল্যায়নের চেয়ে প্রান্তিক মূল্যায়নের গুরুত্ব বেশি''-শীর্ষক বিতর্কের জন্য আলাদাভাবে সাদা কাগজে আপনার যুক্তিগুলো লিখুন।

প্রান্তিক মূল্যায়নের গুরুত্বঃ

১) কোনো বিষয়বস্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিমাপ করার জন্য প্রান্তিক মূল্যায়ন একান্ত আবশ্যক।

২) এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী কর্তৃক কোনো বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের চূড়ান্ত অবস্থা নির্ণয় করা যায়।

৩) ফলাবর্তন-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তি কার্যক্রম কী হবে তার নির্দেশনা পাওয়া যায়।

৪) ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনায় কার্যকরী পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে এটি সহায়ক।

পর্ব- গঃ ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেনির এসবিএ-এর জন্য গঠনকালীন মূল্য যাচাইয়ের ক্ষেত্র

এসবিএ-এর জন্য বিবেচিত ৬টি ক্ষেত্র	
ক্ষেত্র	**নম্বর**
১. শ্রেণি অভীক্ষা	৫
২. শ্রেণির কাজ ও ব্যবহারিক কাজ	৫

এসবিএ-এর জন্য বিবেচিত ৬টি ক্ষেত্র	
ক্ষেত্র	**নম্বর**
৩. বাড়ির কাজ	৫
৪. নির্ধারিত কাজ	৫
৫. মৌখিক উপস্থাপনা	৫
৬. দলগত কাজ	৫
সর্বমোট নম্বর	৩০

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ১৪**

মূল শিখনীয় বিষয় সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকা: গঠনকালীন ও প্রান্তিক

শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতি অবস্থা যাচাই হচ্ছে শিক্ষা মূল্যায়ন। মূল্যায়ন প্রধানত দুই প্রকার যথা:

১। গঠনকালীন মূল্যায়ন (Formative Evaluation)
কোনো পাঠ বা কোর্স চলাকালে শিক্ষার্থীদের যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে গঠনকালীন মূল্যায়ন বলে।
যেমন: ধারাবাহিক মূল্যায়ন, সাপ্তাহিক পরীক্ষা, মাসিক পরীক্ষা ইত্যাদি।

২। চূড়ান্ত মূল্যায়ন (Summative Evaluation)
কোনো কোর্স সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীদের যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে চূড়ান্ত মূল্যায়ন বলে।
যেমন: বার্ষিক পরীক্ষা।

গঠনকালীন মূল্যায়নের গুরুত্ব

১। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর্কিত অগ্রগতি বা পারদর্শিতা সম্পর্কে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গঠনমূলক মূল্যায়ন সাহায্য করে।

২। এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের সাহায্যে শিক্ষক তার শিক্ষণ পদ্ধতি, উপকরণ নির্বাচন ও তার ব্যবহারের ধরন প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করতে পারেন।

৩। এটি শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করে তোলে। গঠনমূলক মূল্যায়ন ব্যতীত শিক্ষক কার্যকরভাবে তার শিক্ষণ কর্ম পরিচালনা করতে পারেন না।

প্রান্তিক মূল্যায়নের গুরুত্ব

১। কোনো বিষয়বস্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিমাপ করার জন্য প্রান্তিক মূল্যায়ন একান্ত আবশ্যক।

২। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী কর্তৃক কোনো বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের চুড়ান্ত অবস্থা নির্ণয় করা যায়।

৩। ফলাবর্তন-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী কার্যক্রম কী হবে তার নির্দেশনা পাওয়া যায়।

ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনায় কার্যকর পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে এটি সহায়ক।

মূল্যায়ন

১। শিক্ষা মূল্যায়ন কাকে বলে?
২। মূল্যায়ন কত প্রকার কী কী?
৩। গঠনকালীন মূল্যায়ন কত প্রকার কী কী?
৪। গঠনকালীন মূল্যায়ন ও প্রান্তিক মূল্যায়নের পার্থক্য তুলে ধরুন।
৫। গঠনকালীন মূল্যায়নের গরুত্ব কতখানি?

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ১৫**

মূল্যযাচাই কাজের উন্নয়ন

ভূমিকাঃ

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে মূল্যযাচাই-এর উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করাই এ অধিবেশনের লক্ষ্য। গতানুগতিকতা ছেড়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যশীল উপায় উপকরণ খুঁজে বের করা এবং তাকে কাজে লাগানোতেই যে কোনো ধরনের উন্নয়ন সম্ভব। শিক্ষাঙ্গনে বিশেষ করে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণে ও মূল্য যাচাইয়ের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে গতানুগতিক পদ্ধতির উন্নয়নকল্পে গৃহীত হয়েছে নানা পদক্ষেপ। এ অধিবেশনে সেদিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সফলতা যাচাই করার জন্য যে সকল প্রধান দক্ষতার মূল্যযাচাই করা প্রয়োজন তা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- সামাজিক বিজ্ঞানে মূল্যযাচাই এর মান উন্নয়ন করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ মূল্যযাচাই সংক্রান্ত প্রধান দক্ষতাসমূহ চিহ্নিতকরণ

সামাজিক বিজ্ঞান শিখন-শিক্ষণের পর শিক্ষার্থীর মাঝে কিছু দক্ষতা পরিলক্ষিত হবে। যা তার অর্জিত। তা মূল্য যাচাইয়ের জন্য চিহ্নিত করা প্রয়োজন। সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীর নিম্নলিখিত দক্ষতাসমূহ যাচাই করা প্রয়োজন:

জ্ঞানগত দক্ষতা, কথা বলার দক্ষতা, আঁকার দক্ষতা, চিন্তন দক্ষতা, ব্যক্তিক দক্ষতা, লেখার দক্ষতা,সমস্যা সমাধান দক্ষতা, লিখিত যোগাযোগ দক্ষতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা, নেতৃত্ব দানের দক্ষতা,অন্যকে সহযোগিতা করার দক্ষতা ইত্যাদি। মূল্য যাচাই করতে যে সকল ইন্সট্রুমেন্টস ব্যবহার করা হয় তাতে বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি থাকে। যেমন: জ্ঞান-আবেগিক-মনোপেশীজ ক্ষেত্র যাচাইয়ের ব্যবস্থা থাকে না। শিক্ষার্থী বিশ্লেষণ, অভিযোজন, প্রয়োগ, মূল্যায়ন

দক্ষতা অনেক সময় যাচাই না করে শুধুমাত্র জ্ঞান বা মুখস্থবিদ্যা যাচাই করা হয়। অনেক সময় প্রশ্নের সাথে নম্বর বন্টনের অসংগতি থাকে।

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর কী কী দক্ষতা যাচাই করা হবে তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

১। ২। ৩। ৪। ৫।	

পর্ব- খঃ মূল্যযাচাই কাজের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন

মূল্যযাচাই কাজের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়ে থাকে। যেমন-

দলগত অনুসন্ধানমূলক কাজ বা প্রজেক্ট; শ্রেণির কাজ; বাড়ির কাজের মাধ্যমে চিন্তন/বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা যাচাই করা যায়। দলগত অনুসন্ধানমূলক কাজ বা প্রজেক্ট; সহযোগিতামূলক দলগত কাজ; শ্রেণির কাজ; বাড়ির কাজের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান দক্ষতা যাচাই করা যায়।

দলগত অনুসন্ধানমূলক কাজ বা প্রজেক্ট; সহযোগিতামূলক দলগত কাজ; শ্রেণির কাজ

বাড়ির কাজের মাধ্যমে যোগাযোগ দক্ষতা যাচাই করা যায়।

শিক্ষার্থীবৃন্দ আসুন নিচের ছকটি পড়ে নেই। এবার চিন্তা করুন এবং পাশের খালি ঘরে উদাহরণ লিখুন।

দক্ষতার নাম	মূল্যযাচাই কাজের ধরন	উদাহরণ
চিন্তন/ বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা	১। অগ্রগতির অভীক্ষা ২। দলগত অনুসন্ধানমূলক কাজ বা প্রজেক্ট ৩। সহযোগিতামূলক দলগত কাজ ৪। শ্রেণির কাজ ৫। বাড়ির কাজ	
সমস্যা সমাধান দক্ষতা	১। দলগত অনুসন্ধানমূলক কাজ বা প্রজেক্ট ২। সহযোগিতামূলক দলগত কাজ ৩। শ্রেণির কাজ ৪। বাড়ির কাজ	
বলার দক্ষতা	১। অগ্রগতির অভীক্ষা ২। দলগত অনুসন্ধানমূলক কাজ বা প্রজেক্ট	

লেখার দক্ষতা	৩। সহযোগিতামূলক দলগত কাজ ৪। শ্রেণির কাজ ৫। বাড়ির কাজ	
যোগাযোগ দক্ষতা	১। অগ্রগতির অভীক্ষা ২। দলগত অনুসন্ধানমূলক কাজ বা প্রজেক্ট ৩। সহযোগিতামূলক দলগত কাজ ৪। শ্রেণির কাজ ৫। বাড়ির কাজ	
সহযোগিতামূলক শিখন	১। দলগত অনুসন্ধানমূলক কাজ বা প্রজেক্ট ২। সহযোগিতামূলক দলগত কাজ	
	১। দলগত অনুসন্ধানমূলক কাজ বা প্রজেক্ট ২। সহযোগিতামূলক দলগত কাজ	

পর্ব- গঃ মূল্যযাচাই কাজের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এ পর্বে মূল্যযাচাই কাজের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন পরীক্ষা ব্যবস্থার যে আয়োজন করা হয় সেগুলোর উন্নয়ন কীভাবে করা যেতে পারে সে বিষয়ে আমরা এবার আলোচনায় যাবো। যেমন, লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, ব্যবহারিক পরীক্ষাসহ আরো অনেক কর্মকান্ডের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীর শিখন মুল্য যাচাই করি। এ সব পরীক্ষা ব্যবস্থার্থে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে। সেকারণে তা ভালোভাবে দেখে প্রয়োগ করা দরকার। বিভিন্ন পরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা করুন এবং একটি সাদা কাগজে তা নোট করুন।

- প্রশ্নের ভাষা সহজ ও সরল হবে।
- প্রশ্নসমূহ পঠিত বিষয়ের সকল অধ্যায় থেকে হতে হবে।
- রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর (সংক্ষিপ্ত ও রচনাধর্মী) প্রশ্নের পরিসর মান (নম্বর) অনুযায়ী হবে।
- প্রতিটি প্রশ্নের নির্ধারিত মান (নম্বর) উল্লেখ করতে হবে। উত্তর ও মানের সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখনফলের কোন দিকটি (জ্ঞান, অনুভূতি, প্রয়োগ ও দক্ষতা) যাচাই করতে চান তা পূর্বেই নির্দিষ্ট করতে হবে।

এবার এস.এস.সি পরীক্ষার যে কোনো একটি বিষয়ের প্রশ্ন হাতে নিয়ে তা যাচাই করুন। এ যাচাই কাজের জন্য নিচের ছকাটি ব্যবহার করুন।

পরীক্ষার নাম:

বিষয়:

সাল:

পরীক্ষার প্রশ্ন নং	**কোন দক্ষতা যাচাই করা হয়েছে?**	**এর দ্বারা কোন ক্ষেত্রের মূল্যায়ন করা হয়েছে?**			**মন্তব্য**
		জ্ঞান মূলক ক্ষেত্র	আবেগিক ক্ষেত্র	মনোপেশীজ ক্ষেত্র	

পরীক্ষার প্রশ্ন নং	**কোন দক্ষতা যাচাই করা হয়েছে?**	**এর দ্বারা কোন ক্ষেত্রের মূল্যায়ন করা হয়েছে?**			**মন্তব্য**
		জ্ঞান মূলক ক্ষেত্র	আবেগিক ক্ষেত্র	মনোপেশীজ ক্ষেত্র	

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ১৫**

মূল শিখনীয় বিষয়
মূল্যযাচাই কাজের উন্নয়ন

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর আচরণের কিছু কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনয়ন করা। আর এই আচরণের পরিবর্তন বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। অর্থাৎ কোনো একটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থী কী জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিবৃতি বা বাক্য হলো আচরণিক উদ্দেশ্য। আচরণিক উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য আচরণ প্রকাশ করে থাকে। তাই এই উদ্দেশ্য অর্জিত হলো কিনা সহজেই পরিমাপ করা যায়। শিখনফল যথাযথ মূল্যায়নের জন্য শিক্ষককে শিখনের বিভিন্ন ক্ষেত্র পরিমাপের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন:

জ্ঞানমূলক বা বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্র (Cognitive Domain)

আবেগিক বা অনুভূতিমূলক ক্ষেত্র (Affective Domain)

মনোপেশীজ ক্ষেত্র (Psychomotor Domain)

জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের আবার ৬টি উপক্ষেত্র আছে। এগুলো হচ্ছে-

জ্ঞান, অনুধাবন/উপলব্ধি, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন

আবেগিক ক্ষেত্র (Affective Domain)

শিখনের সাথে শিক্ষার্থীরা দৃষ্টিভঙ্গি বা উপলব্ধি, মূল্যবোধ, আবেগ, আগ্রহ, অনুভূতি, প্রশংসা, অভিযোজন বা খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতার বিকাশ সম্পর্কিত উদ্দেশ্যগুলো এ ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।

মনোপেশীজ ক্ষেত্র (Psychomotor Domain)

এক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত উদ্দেশ্যগুলো শিক্ষার্থীরা দৈহিক ও মোটর (Motor) সঞ্চালনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব শিখন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মন ও পেশী এক সাথে কাজ করে। এ উদ্দেশ্য সাধারণভাবে দক্ষতা (Skill) নামে পরিচিত। হাতে কলমে কাজ তথা অনুশীলনের মাধ্যমে এ জাতীয় উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

শিক্ষার্থীরা পারদর্শিতা যাচাই করার জন্য জ্ঞানের সকল স্তরের উদ্দেশ্য বিবেচনা করতে হবে।

দৃষ্টিভঙ্গি অনুভূতিমূলক স্তরের উদ্দেশ্য পরিমাপের জন্য মনোভাব বা আগ্রহ পরিমাপক স্কেল ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এটি সাথে সাথে যাচাই করা যায় না। মনোপেশীজ স্তরের উদ্দেশ্য যাচাইয়ের জন্য পর্যবেক্ষণ অথবা হাতে কলমে কাজের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

রচনাধর্মী অভীক্ষা প্রণয়ন কৌশলসমূহ:

- প্রশ্নের ভাষা সহজ ও সরল হবে।
- প্রশ্নসমূহ পঠিত বিষয়ের সকল অধ্যায় থেকে হতে হবে।
- রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর (সংক্ষিপ্ত ও রচনাধর্মী) প্রশ্নের পরিসর মান (নম্বর) অনুযায়ী হবে।
- প্রতিটি প্রশ্নের নির্ধারিত মান (নম্বর) উল্লেখ করতে হবে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখনফলের কোন দিকটি (জ্ঞান, অনুভূতি, প্রয়োগ ও দক্ষতা) যাচাই করতে চান তা পূর্বে নির্দিষ্ট করতে হবে।

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ১৬**

প্রশ্নের মাধ্যমে বৌদ্ধিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা

ভূমিকা:

কোনো বিষয়কে জানার জন্য যে বিষয়ে ধারণা নেয়া বা বই পড়ে জানা সম্ভব। প্রশ্নের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব হয়। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে প্রশ্ন করার বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কেননা প্রশ্নের মাধ্যমে যেমন শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই করা যায় তেমনি পাশাপাশি এ বিষয়ে মূল্যবোধও গঠন ও প্রতিষ্ঠা করা যায়। প্রশ্ন করার এই যে ইতিবাচক দিক রয়েছে সে দিকটির ব্যাখ্যা দেয়াই এ অধিবেশনের লক্ষ্য। ইতিবাচক দিক সম্পর্কে অবগত করাই এ অধিবেশনের লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নের ব্যবহার চিহ্নিত করতে পারবেন;
- প্রশ্ন করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বৌদ্ধিক দক্ষতা দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় প্রশ্ন করতে পারবেন এবং
- প্রশ্ন করার কৌশল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- ক: প্রদর্শনী পাঠদান

প্রিয় শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও পাঠকে সহজ-সাবলীল ও সুন্দর করতে কী কী ভাবে প্রশ্ন করবেন তা জানাই এ পর্বের উদ্দেশ্য।

একজন শিক্ষক হিসেবে আপনি পাঠদান শুরুতে কুশল বিনিময়ে প্রশ্ন করবেন। যেমন: তোমরা কেমন আছ? আজকের সকালটা কেমন লাগছে? এরপরে প্রেষণা সৃষ্টিমূলক ও পূর্বজ্ঞান যাচাই করতে প্রশ্ন করবেন। যেমন: প্রতিষ্ঠানটি যে অঞ্চলে অবস্থিত তার পাশ দিয়ে কোন নদী বয়ে গেছে তা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। যেমন: রাজশাহী, ঢাকা কোন নদীর তীরে অবস্থিত? সে সাথে শিক্ষক আরো বলবেন বাংলাদেশের কয়েকটি বড় নদীর নাম বলতে পার? আজকে আমরা একটি বড় নদী 'পদ্মা' নিয়ে আলোচনা করব। পাঠের গতি ধরে রাখার জন্য প্রশ্ন করবেন। যেমন: চাঁদপুরের কাছে এসে পদ্মা নদী কোন নদীর সাথে মিশেছে? অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের পাঠে ধরে রাখার জন্য তার নাম ধরে ডেকে বুঝতে পারছে কিনা তা সরাসরি প্রশ্ন করা যায়। শিখনফল বা আচরণিক উদ্দেশ্য যাচাই করতে প্রশ্ন করা হয়।

শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার নিচের ছকটি পূরণ করুন।

কী কী প্রশ্ন করা হয়েছে	**মন্তব্য**
প্রেষণামূলক প্রশ্ন	
চিন্তামূলক প্রশ্ন	
মনোযোগ আকর্ষণ	
বিশেষ উদ্দেশ্যের মূল্যায়ন	
আচরণিক উদ্দেশ্য যাচাই	
পাঠ বুঝতে পারা না পারা প্রশ্ন	
পাঠে গতি রক্ষা	

পর্ব- খঃ প্রশ্ন করার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন করার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে জেনে নিয়ে বোর্ডে লিখুন এবং বিশেষ বিশেষ দিকগুলো নির্দেশ করুন। সেগুলোর সাথে সমন্বয় করে নতুন করে আরেকটি তালিকা করুন। এভাবে মুল্য যাচাই কাজে প্রশ্ন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিচের দিকগুলো উল্লেখ করুন।

মূল্যায়নগত কাজে

- আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জ্ঞান পরিমাপ এবং জ্ঞানমূলক অগ্রগতির মূল্যায়নের জন্য প্রশ্ন করার প্রয়োজনীয়তা বেশি।
- প্রেষণামূলক প্রশ্ন করার মাধ্যমে শিখন কার্যক্রমে প্রেষণা সৃষ্টি হয়।
- চিন্তামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে চিন্তা প্রক্রিয়াকে সহায়তা এবং আত্মসক্রিয়তার নতুন সমস্যা সমাধানে অনুপ্রাণিত করা যায়।
- বিন্যাসমূলক প্রশ্ন করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজস্ব ভঙ্গিতে বিষয়বস্তু বিন্যাস করতে সক্ষম হয়।
- উদ্দেশ্যমূলক
- শিক্ষার্থীদের অনুশীলনে সহায়তা করার জন্য বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণে সহায়তা করতে প্রশ্ন করা হয়।
- পরিচালনামূলক কাজে মনোযোগ আকর্ষণ এবং শৃংখলা স্থাপনে সহায়ক হয়।
- আত্মসংযম, আত্মবিশ্বাস, সু-অভ্যাস গঠনে, প্রকাশভঙ্গির বিকাশে প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা সহায়ক ভূমিকা রাখে।

পর্ব- গঃ বৌদ্ধিক দক্ষতা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে প্রশ্ন করা

শিক্ষার্থীদের লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে নিচে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন। এর দ্বারা শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক দক্ষতা ও মূল্যবোধ যাচাই করা যায়। যেমন-

- **জ্ঞানঃ** জ্ঞান বলতে পূর্বে শেখা কোনো বিশেষ তথ্য বা অভিজ্ঞতা স্মরণ করে পুনরায় বলতে পারার মানসিক ক্ষমতাকে বোঝায়। স্মৃতিনির্ভর এ প্রশ্ন শিক্ষার্থীরা স্মরণ করে জবাব দিতে পারে।
- **উপলব্ধিঃ** উপলব্ধি বিষয়ক প্রশ্ন দ্বারা বিষয়বস্তুর অর্থ কতখানি বুঝতে বা উপলব্ধি করতে পেরেছে তা বোঝায়। এক্ষেত্রে ধারণা স্পষ্ট হওয়ার পর বিবেকবোধকে জাগ্রত করে বিষয়বস্তু

নিজের মতো করে বর্ণনা করার সামর্থ অর্জিত হয়।

- **প্রয়োগঃ** পূর্বে শেখা কোনো ধারণা, পদ্ধতি বা সূত্রকে বাস্তবে নতুন ক্ষেত্রে ব্যবহার করার ক্ষমতাকে প্রয়োগ বলা হয়।
- **বিশ্লেষণঃ** সমগ্র সমস্যাকে বিভিন্ন অংশে বিশ্লেষণ করে অংশগুলোকে শনাক্ত করতে পারা অথবা বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করতে পারার জন্য প্রশ্ন করা হয় ।
- **সংশ্লেষণঃ** কোনো সামাজিক সত্ত্বা বা ঘটনার পৃথক পৃথক উপাদানকে একত্রিত করে একটি সমগ্রে রূপদান করাই হলো সংশ্লেষণ। এই স্তরের আচরণিক পরিবর্তন হবে সৃষ্টিধর্মী কাজ বা পরিকল্পনা করার ক্ষমতা অর্জন।
- **মূল্যায়নঃ** বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে কোনো কিছুর মূল্য বিচার করা। এক্ষেত্রে যুক্তি প্রদর্শন করা, পরিমাপ করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, পার্থক্য নিরূপণ নির্বাচন করা, উপযোগিতা যাচাই করা, বিবেচনা করা ইত্যাদির সামর্থ বিচার করা হয়।

		প্রশ্ন তৈরি করুন
জ্ঞান ক্ষেত্র	জ্ঞান	
	উপলব্ধি	
	প্রয়োগ	
	বিশ্লেষণ	
	সংশ্লেষণ	
	মূল্যায়ন	
আবেগিক ক্ষেত্র		
মনোপেশীজ ক্ষেত্র		

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ১৬**

মূল শিখনীয় বিষয়

প্রশ্নের মাধ্যমে বৌদ্ধিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা

শিক্ষণে প্রশ্ন করার কৌশলটি অনেক পুরাতন। সক্রেটিস এ পদ্ধতিতে তাঁর শিষ্যদের জটিল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করতেন। বর্তমান কালে শিখন-শিক্ষণে এটি সর্বজনগ্রাহ্য কৌশল হিসেবে পরিচিত। শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানোর কার্যাবলির অন্যতম পদক্ষেপ হলো শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা পরীক্ষা। শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠের জন্য নির্ধারিত অংশগুলো ঠিক মতো অনুধাবন করতে পারছে কিনা তা যাচাই করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট অংশ পাঠদান শেষে কিংবা পাঠের মধ্যে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করে থাকেন। এ প্রশ্নগুলোর প্রদত্ত উত্তরের সাহায্যে শিক্ষক পরিমাপ করতে সক্ষম হন যে, আলোচ্য অংশটুকু শিক্ষার্থীরা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে।

বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব যাচাইয়ের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া হলো কৃতিত্ব মূল্যায়ন বা অর্জন নির্ণয়। এক্ষেত্রে 'পরীক্ষা', 'অভীক্ষা', 'পরিমাপ' প্রভৃতি অবলম্বন করা হয়। পরীক্ষা মূল্যায়নের একটি কৌশল মাত্র। প্রশ্নের ধরনের উপর ভিত্তি করে পরীক্ষা হয় রচনামূলক, নৈর্ব্যক্তিক ও মৌখিক।

প্রশ্ন করার সময় শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের ক্ষেত্র, আবেগিক ক্ষেত্র, দক্ষতার ক্ষেত্র যাচাই করতে প্রশ্ন করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় এসব বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা জরুরি। নিচে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

জ্ঞানের ক্ষেত্র

- **জ্ঞান (Knowledge):** জ্ঞান বলতে পূর্বে শেখা কোনো বিশেষ তথ্য বা অভিজ্ঞতা স্মরণ করে পুনরায় বলতে পারার মানসিক ক্ষমতাকে বোঝায়। স্মৃতিনির্ভর এ প্রশ্ন শিক্ষার্থীরা স্মরণ করে জবাব দিতে পারে। যেমন- পুর্তগীজরা কী কী পণ্যদ্রব্য ভারতে আমদানী করতো?

- **উপলব্ধি (Understanding Comprehension):** বিষয়বস্তুর অর্থ কতখানি বুঝতে বা উপলব্ধি করতে পেরেছে তা বোঝায়। এক্ষেত্রে ধারণা স্পষ্ট হওয়ার পর বিবেকবোধকে

জাগ্রত করে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে বর্ণনা করার সামথ্য অর্জিহ হয়। পরিবর্তন করা, পুনর্বিন্যাস করা, পুনর্গঠন করা, পুনর্নির্মান করা, ভবিষ্যৎদ্বাণী করা, সংক্ষিপ্ত করা, সাজানো, মূল্য বিচার করা, নির্দেশনা প্রদান করা, অর্থ করা, যাচাই করা, বিশদ ব্যাখ্যা করা, অনুবাদ করা, নির্ণয় করা, অঙ্কন করা, উপসংহার টানা, সমালোচনা করা ইত্যাদি। যেমন- সমাজ উন্নয়নে প্রযুক্তির ভূমিকা।

- **প্রয়োগ (Application):** অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবে পরিবর্তিত পরিবেশে প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধান করতে পারবে কিংবা নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে পারবে। প্রয়োগ করা, সম্পর্কিত করা, নিয়োগ করা, পুনর্গঠন করা, শ্রেণিবিন্যাস করা, উদাহরণ দেয়া, চালনা করা, অনুমান করা, ব্যাখ্যা করা, উৎপাদন করা, আলাদা করা, সম্প্রসারিত করা, উপবন্টন করা, বিশদ ব্যাখ্যা করা ইত্যাদি। যেমন- পানিপথের যুদ্ধের ফলাফল ব্যাখ্যা করা।

- **বিশ্লেষণ (Analysis):** চিন্তন ও যুক্তিকরণের এটি একটি প্রক্রিয়া। সমগ্র সমস্যাকে বিভিন্ন অংশে বিশ্লেষণ করে অংশগুলোকে শনাক্ত করতে পারা অথবা বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করতে পারা- এ স্তরের উদ্দেশ্য। শ্রেণি বিন্যাস করা, বিশ্লেষণ করা, সম্পর্ক নির্ণয় করা, সুসামঞ্জস্য করা, তুলনা করা, আলাদা করা, পৃথক করা, শনাক্ত করা, বন্টন করা, নির্দেশ দেয়া ইত্যাদি। যেমন- দ্বৈত শাসনের কুফল বর্ণনা করা। কখন ও কেন দ্বৈত শাসনের অবসান হয়?

- **সংশ্লেষণ (Synthesis):** কোনো বস্তুর পৃথককৃত অংশগুলোকে একত্রিত করে বস্তুটির সমগ্র রূপদান করার ক্ষমতা হলো সংশ্লেষণ। বলা, লেখা, উৎপাদন করা, পরিকল্পনা করা, নকশা করা, তৈরি করা। যেমন- পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন কীভাবে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটায় লেখ/বলো।

- **মূল্যায়ন (Evaluation):** বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে কোনো কিছুর মূল্য বিচার করা। বিচার করা, যুক্তি প্রদর্শন করা, পরিমাপ করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, পার্থক্য নিরূপণ, নির্বাচন করা, উপযোগিতা যাচাই করা, বিবেচনা করা ইত্যাদি। যেমন- নীল বিদ্রোহ আমাদের জাতীয় জীবনে কী প্রভাব ফেলেছিল?

মনোপেশীজ ক্ষেত্র (Psychomotor Domain): তত্বীয় জ্ঞান অর্জনের পর তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে মানুষ জীবনের সার্থকতা অর্জন করে। এক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত উদ্দেশ্যগুলো শিক্ষার্থীরা দৈহিক ও মোটর (Motor) সঞ্চালনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব শিখন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মন ও পেশী এক সাথে কাজ করে। এ উদ্দেশ্য সাধারণভাবে দক্ষতা (Skill) নামে পরিচিত। হাতে কলমে কাজ তথা অনুশীলনের মাধ্যমে এ জাতীয় উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। পড়া, লেখা, অঙ্কন করা, ধরা, সম্প্রসারিত করা, নির্মাণ করা, পরিষ্কার করা, সংযুক্ত করা, সৃষ্টি করা, স্থির করা, অনুকরণ করা, সংশোধন করা, নকশা করা, শুদ্ধ করা, একত্রিত করা ইত্যাদি।

আবেগিক ক্ষেত্র (Affective Domain): শিখনের সাথে শিক্ষার্থীরা দৃষ্টিভঙ্গি বা উপলব্ধি, মূল্যবোধ, আবেগ, আগ্রহ, অনুভূতি, প্রশংসা, অভিযোজন বা খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতার বিকাশ সম্পর্কিত উদ্দেশ্যগুলো এ ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। যুক্তি প্রদর্শন করা, পছন্দ করা, সম্মত হওয়া, সাহায্য করা, যোগদান করা, দেখা করা, অংশগ্রহণ করা, সহায়তা করা ইত্যাদি। যেমন: অন্যের নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে। পাড়া বা মহল্লায় গাছ লাগানোতে অংশগ্রহণ করবে।

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ১৭**

লেখার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও বৌদ্ধিক দক্ষতা, মনোভাব এবং মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা

ভূমিকা

শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর আচরণের সামগ্রিক উন্নয়ন। এর উদ্দেশ্য এবং ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যপক। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব পরিবর্তনের পাশাপাশি তার ব্যক্তিত্ব, আবেগ, অনুভূতি, সামাজিক চেতনা, দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন দিক যাচাই করতে হয়। এ যাচাইয়ের কৌশলই হলো মূল্যায়ন। মূল্যায়ন একটি অবিরত ও সমন্বিত প্রক্রিয়া। কেবলমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বা তার উত্তর লিখতে দেওয়ার মধ্যে মূল্যায়ন সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ মূল্যায়ন করতে প্রয়োজন বিভিন্ন কৌশলের সমন্বয়ে গঠিত একটি সমন্বিত মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। শিক্ষার্থীকে লিখতে দিয়ে, মৌখিক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, আরোপিত কাজ দিয়ে, সতীর্থ পর্যালোচনা, অণু শিক্ষণ, ছদ্ম শিক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও ফলাবর্তন প্রদান ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মূল্যায়ন করা যায়।

সামাজিক বিজ্ঞানের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান মূল্যায়ন করবেনা, বরং শিক্ষার্থীর সামাজিক গুণ, দক্ষতা, আচার-আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি বিভিন্ন দিক যাচাই করবে। আর এ জন্য বহুবিধ মূল্যায়নের সমন্বয়ে একটি সার্বিক ও সমন্বিত মূল্যায়ন প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে। সপ্তম ইউনিটে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের মূল্যায়নের বিভিন্ন কৌশল/পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই অধিবেশনে লেখার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও বৌদ্ধিক দক্ষতা, মনোভাব এবং মূল্যবোধ মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- জ্ঞান, বৌদ্ধিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি/মনোভাব ও মূল্যবোধের ধারণা দিতে পারবেন;
- লেখার স্বরূপ ও গুরুত্ব চিহ্নিত করতে পারবেন;
- লেখার মাধ্যমে মূল্যায়নের প্রক্রিয়া উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- লেখার অনুশীলন প্রক্রিয়া ও লক্ষণীয় দিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের ধারণা

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর সামাজিক জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব, মূল্যবোধ ইত্যাদির মূল্যায়ন। কাজটি ফলপ্রসূভাবে করার স্বার্থে শিক্ষক হিসেবে আপনাদের অবশ্যই এ দিকগুলো সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা থাকতে হবে।

- প্রিয় শিক্ষার্থী এবার নিচের ছকে জ্ঞান, বৌদ্ধিক দক্ষতা, মনোভাব ও মূল্যবোধের সম্পর্কে আপনার অর্জিত ধারণা সংক্ষেপে কয়েকটি শব্দে উল্লেখ করুন।

বিষয়	ধারণা
জ্ঞান	
বৌদ্ধিক দক্ষতা	
মনোভাব/দৃষ্টিভঙ্গি	
মূল্যবোধ	

- মনে করুন আপনি শ্রেণিকক্ষে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসেবে জনসংখ্যা শিক্ষা পড়াচ্ছেন। এক্ষেত্রে উপরিউক্ত চারটি দিকের বিকাশ মূল্যায়নে আপনি শিক্ষার্থীদের কী ধরনের লেখা/প্রশ্ন দিতে পারেন প্রত্যেকটির দুটি করে উদাহরণ নোটবুকে উল্লেখ করুন।

পর্ব- খঃ লেখার স্বরূপ ও গুরুত্ব

লেখা কার্যকর যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। লেখায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রয়েছে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে লেখার তারতম্য হয়। লেখা ভাষা ও ভাবপ্রধান। লেখার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষা জ্ঞান ও রচনা শক্তির পরিমাপ অপেক্ষাকৃত সহজতর। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান দান বা তথ্য অর্জনে সীমিত থাকতে পারে না। লেখা ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও বৌদ্ধিক দক্ষতা, মনোভাব এবং মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে। এ কারণেই পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে লেখার উপযোগিতা রয়েছে।

- এবার উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে লেখার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

১। ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র
২।
৩।
৪।

- আপনার চিহ্নিত বৈশিষ্ট্যের আলোকে এখন লেখার গুরুত্ব সম্পর্কে মাথা খাটান এবং নিচের স্পাইডার গ্রামটি পূরণ করুন।

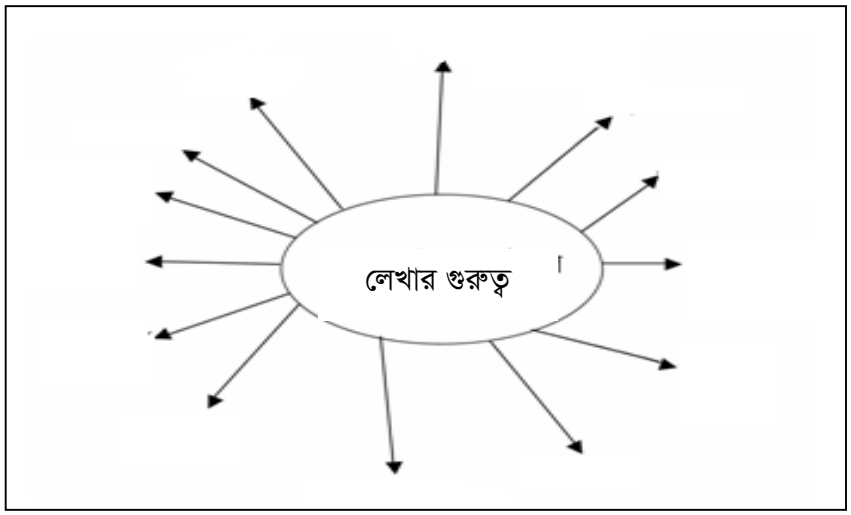

পর্ব- গঃ লেখার মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

লেখার মাধ্যমে যেকোনো বিষয়ের জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব ও মূল্যবোধ মূল্যায়নের বিভিন্ন উপায় বা কৌশল রয়েছে। বিষয়ভেদে তা বিভিন্ন রকম হতে পারে।

- সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের অর্জিত কৃতিত্ব পরিমাপের জন্য কী কী ধরনের লৈখিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যায় চিন্তা করুন এবং নিচের ছকে উল্লেখ করুন।

পর্ব- ঘঃ লেখার অনুশীলন প্রক্রিয়া ও লক্ষণীয় দিক

লেখা শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি মূল্যায়নের একটি অন্যতম কৌশল। বিভিন্ন ধরনের লেখা লিখতে দিয়ে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করা যায়। তবে লেখার মাধ্যমে মূল্যায়ন বলতে কেবল শিক্ষার্থীর পূর্ব অর্জিত জ্ঞানের হুবহু স্মরণমূলক লেখাকে বোঝায় না। বরং লেখার মাধ্যমে মূল্যায়ন হতে হবে সৃজনশীল, বিশ্লেষণমূলক, চিন্তামূলক, সমস্যা সমাধানমূলক, প্রতিফলনমূলক। শিক্ষার্থীরা যে সকল প্রশ্নের উত্তর বই থেকে সরাসরি দিতে পারে সে ধরনের প্রশ্ন লেখার জন্য দেওয়া উচিত নয়। এতে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা ব্যাহত হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি মূল্যায়নে প্রধানত স্মরণমূলক প্রশ্ন করে থাকেন যা শিক্ষার্থীর সার্বিক অগ্রগতি মূল্যায়নে সহায়ক হয় না। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে লেখার কাজটি সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না। তাই লেখার অনুশীলনের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে সচেতন থাকতে হবে।

- নিচের ছকে লেখার ক্ষেত্রে আপনার মতে চারটি লক্ষণীয় দিক সম্পর্কে উল্লেখ করুন।

লেখার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় দিক:
১.
২.
৩.
৪.

- বিদ্যালয়ে লেখার মাধ্যমে সামাজিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ দিকগুলোর প্রতি খেয়াল রাখুন।

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ১৭**

মূল শিখনীয় বিষয়

লেখার স্বরূপ

লেখা কার্যকর যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। লেখায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রয়েছে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে লেখার তারতম্য হয়। লেখা ভাষা ও ভাবপ্রধান। পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষা জ্ঞান ও রচনা শক্তির পরিমাপ অপেক্ষাকৃত সহজতর। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান দান বা তথ্যজ্ঞান অর্জনে সীমিত থাকতে পারে না। লেখা ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও বৌদ্ধিক দক্ষতা, মনোভাব এবং মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করে। এ কারণেই পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে লেখার উপযোগিতা রয়েছে।

লেখার মাধ্যমে নিম্নোক্ত দিকগুলোর বিকাশ ঘটে–

১। বিষয়বস্তু ও ভাববস্তু সুশৃঙ্খলভাবে প্রকাশ করা হয়।

২। বিমূর্ত ও কল্পনা শক্তি কাজে লাগানো হয়।

৩। সৃজনশীল শক্তির উন্মেষ ও যুক্তির বিকাশ সাধন সম্ভব হয়।

৪। মত প্রকাশের স্বাধীনতা অর্জন হয়।

৫। লেখা বৌদ্ধিক দক্ষতা মনোভাব ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা রাখে।

লেখার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দিকে খেয়াল রাখতে হবে-

১। বিষয় চিহ্নিতকরণ

২। চিন্তা/যুক্তি সংগঠিতকরণ

৩। খসড়া লেখা

৪। পুনঃপাঠ এবং

৫। লেখা চূড়ান্তকরণ

লেখার গুরুত্ব

১। লেখার চর্চা শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগী হতে সাহায্য করে। সে মনোযোগ স্বাভাবিকভাবে তাকে ভাষা শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করে যা পরবতীতে বিভিন্ন নৈপূণ্য অর্জনে সহায়ক হয়।

২। লেখা শিক্ষার্থীকে সৃজনমুখী করে। দেখে-জেনে-বুঝে অনুভব করে যা লেখে তাতে যুক্তি প্রদান, যুক্তি খন্ডন, যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ পায়।

৩। লেখা থেকে সৌন্দর্যবোধ জাগে যা রুচিবোধ পরিশীলিত করে।

৪। লেখা থেকে যে চিন্তাশক্তি, যুক্তি প্রদান ক্ষমতা, ও নিরপেক্ষ বিমূর্ত-অমূর্ত বিষয় তুলে ধরবার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় তা ব্যক্তিত্ব গঠনে অবদান রাখে।

৫। লেখার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ সুসংঘবদ্ধকরণ ও সেগুলোর সম্প্রসারণ সম্ভব হয়।

৬। জ্ঞানের প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, যৌক্তিক ক্রমবিন্যাস ও সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের সামর্থ বৃদ্ধি করে।

৭। লেখচিত্র, সারণী, প্রতীক, নকশা ইত্যাদির মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন এবং এগুলো বোঝার সামর্থ অর্জন করে।

৮। কল্পনা, চিন্তা, জ্ঞান প্রকাশের স্থায়ী মাধ্যম লেখা। মনের ভাব স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে অন্যের মধ্যে সঞ্চালিত/সঞ্চারিত করা যায় বলে লেখার ইতিবাচক দিক খুব দৃঢ় ও মজবুত।

লেখার অনুশীলন প্রক্রিয়া ও করণীয় দিক

১। লেখার বিষয় পূর্ব নির্ধারিত হতে পারে কিংবা বাছাই করে নিতে হয়।

২। সংকেত দেয়া থাকলে এর গঠন পরিকল্পিত হবে।

৩। লেখার মধ্যে বিশ্লেষণ, বিতর্ক, তুলনা, পর্যালোচনা, বর্ণনা থাকবে।

৪। অস্পষ্টতা থাকলে পরিষ্কার ধারণা গঠন করে নিতে হবে।

৫। সন্দেহ থাকলে তা দূরীকরণের পদক্ষেপ নিতে হবে।

৬। খেয়াল রাখতে হবে যাতে পর্যাপ্ত লেখার সুযোগ থাকে।

৭। ব্রেইন স্টর্মিং করে প্রথমে যা মনে হবে তাই লিখে ফেলা।

৮। প্রথমে গ্রামার/বানান দেখার দরকার নেই।

৯। কিছু সময় বিরতি দিয়ে লেখা বিষয় পড়তে হবে।

১০। পুনরায় ব্রেইন স্টর্মিং করে নতুন তথ্য সংযোজন করা।

১১। পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে।

১২। ভূমিকা শুরু হবে সাধারণ বাক্য দিয়ে, মূল বিষয় নিয়ে।

১৩। ভূমিকায় পাঠককে কৌতুহলী করে তুলতে হবে।

১৪। প্রতিটি অনুচ্ছেদের আলাদা স্বকীয়তা থাকবে, উদাহরণ দিয়ে যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অনুচ্ছেদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন বা সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

১৫। পুনঃপাঠের মাধ্যমে পুনঃচিন্তা করে সুবিন্যস্ত করে নিতে হবে।

১৬। চূড়ান্ত লেখায় মূল বিষয়গুলো তুলে ধরতে হবে, সার্বিক দিক দেখতে হবে।

১৭। লেখা প্রিন্ট করে চেক করতে হবে নিজেকেই।

লৈখিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

রচনামূলক পরীক্ষা

আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত উন্নতির মান/মূল্য বিচার করতে লিখিত পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রাধান্য পায়। বিভিন্ন অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয়, নৈতিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ, দেশাত্ববোধ, মানবতাবোধ, জ্ঞানগত, আবেগিক, মনোপেশীজ স্তরে মূল্যায়নে কর্মকেন্দ্রিক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পরীক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ রয়েছে। বস্তুত শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান, শব্দ চয়ন ও বাক্য গঠন ক্ষমতা, যুক্তি নির্ভরতা, ভাষা ব্যবহারে সামগ্রিক দক্ষতা ইত্যাদি রচনামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সার্থকভাবে বিচার করা যায়। বর্তমানে প্রচলিত রচনামূলক প্রশ্নগুলো শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের মুখস্থ শক্তিকেই পরিমাপ করে থাকে যা মূল্যায়নের যথাযথ প্রক্রিয়া নয়। রচনামূলক প্রশ্ন হতে পারেঃ (ক) দীর্ঘ উত্তরমূলক, (খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক, (গ) টীকা টিপ্পনী, (ঘ) ব্যাখ্যা। এখানে থাকবে সংজ্ঞা, বর্ণনা, আলোচনা, বিষয়বস্তু বা ঘটনা সাজানো, নির্বাচন, প্রধান প্রধান ঘটনা বা বিষয়ের তালিকা প্রস্তুতকরণ, তুলনা, ব্যাখ্যা, সারমর্ম, সার্বিক আলোচনা, সমালোচনা, বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদি।

রচনামূলক পরীক্ষার প্রশ্ন হবে উন্মুক্ত ধরনের যা শিক্ষার্থীর মুখস্থ বিদ্যাকে কেবল পরিমাপ করবেনা বরং তার চিন্তাশক্তি, সৃজনী শক্তি, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করার ক্ষমতা ইত্যাদির পরিমাপ করবে।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা

রচনামূলক পরীক্ষার দুর্বলতা নিরসনে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার উদ্ভব ঘটেছে। উদ্দিষ্ট বিষয়বস্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোপান বা প্রসঙ্গে বিভক্ত করে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সঠিক যোগসূত্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে এখানে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ হয়। এখানে পরীক্ষককে একই মান প্রদান করতে হয়, পরীক্ষা পরিচালনার সার্বিক ব্যয়ও কম। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে হ্যাঁ-না, সম্পূর্ণকরণ, শ্রেণিকরণ, শূন্যস্থান পূরণ, সত্য মিথ্যা, বহু নির্বাচনী, মিল করা ইত্যাদি বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়।

লেখার মূল্যমান যাচাই করতে গতানুগতিক লিখিত পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি দূর করতে হবে। এমনভাবে লেখার অনুশীলন করতে হবে যাতে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কিত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক, যোগাযোগমূলক, নান্দনিক ও সামাজিক এবং সহযোগিতামূলক মূল্যবোধ অনুশীলন ও বিকশিত হওয়ার সুযোগ থাকে।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক- ১

নিজে নিজে করুন।

পর্ব- খ- ১

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র, ভাষাপ্রধান, ভাবপ্রধান, বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণমূলক, শিখন অগ্রগতির পরিমাপক, দক্ষতার পরিচায়ক, দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত প্রকাশে সহায়ক ইত্যাদি।

পর্ব- খ- ২

- শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগী হতে সাহায্য করে।
- ভাষা শেখায় অনুপ্রাণিত করে।
- সৃজনমুখী করে।
- যুক্তি প্রদান, যুক্তি খন্ডন, যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ পায়।
- অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ সুসংঘবদ্ধকরণ ও সম্প্রসারণ করে।
- উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের সামর্থ বৃদ্ধি করে।
- কল্পনা, চিন্তা, জ্ঞান প্রকাশের স্থায়ী মাধ্যম লেখা।

পর্ব- গ

পরীক্ষার ধরন অনুযায়ী: দৈনিক পরীক্ষা, সাপ্তাহিক পরীক্ষা, মাসিক পরীক্ষা, ত্রৈমাসিক পরীক্ষা, ষান্মাসিক পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা, আরোপিত কাজ, বাড়ির কাজ ইত্যাদি।

প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী: রচনামূলক, সংক্ষিপ্ত রচনামূলক, নৈর্ব্যক্তিক, কাঠামোবদ্ধ ইত্যাদি।

পর্ব- ঘ

১. লেখার বিষয় পূর্ব নির্ধারিত হতে পারে কিংবা বাছাই করে নিতে হয়।

২. লেখার মধ্যে বিশ্লেষণ, বিতর্ক, তুলনা, পর্যালোচনা, বর্ণনা থাকবে।

৩. পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে।

৪. প্রতিটি অনুচ্ছেদের আলাদা স্বকীয়তা থাকবে, উদাহরণ দিয়ে যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

মূল্যায়ন

১। লেখার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব কী?

২। লেখা অনুশীলন প্রক্রিয়ায় করণীয় কী? এগুলো অনুসরণ করা প্রয়োজন কেন?

৩। লেখা কীভাবে ব্যক্তিগত ও বৌদ্ধিক দক্ষতা, মনোভাব এবং মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম?

৪। সামাজিক বিজ্ঞানের দুটি বিষয়বস্তুর ওপর জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধমূলক লেখার একটি করে উদাহরণ দিন।

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ১৮**

সতীর্থ পর্যালোচনা ও অণুশিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজের পরীক্ষাকরণ

ভুমিকা

মূল্যযাচাই শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষক তার পাঠদান কার্যক্রমকে সফল ও অর্থবহ করার জন্য বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন। এ পাঠদান কতটা সফল হয়েছে বা শিক্ষার্থীরা পাঠের উদ্দেশ্য কতটা অর্জন করতে পেরেছে তা জানা যায় মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে। মূল্যযাচাইয়ের বিভিন্ন প্রক্রিয়া আছে। এর মধ্যে সতীর্থ পর্যালোচনা এবং অণুশিক্ষণ দুটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। মূলত এগুলো শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে মূল্যায়নের কাজ পরিচালনার সুযোগ প্রদান করে। এছাড়া কোনো একক পদ্ধতিই শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নয়নে মূল্যযাচাইয়ের জন্য যথেষ্ট বা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। উদ্ভূত শিখন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে উপযুক্ত ও ভিন্ন ভিন্ন কৌশল গ্রহণের মাধ্যমেই সম্ভব শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের যথাযথ মূল্যযাচাই। চলতি অধিবেশনে মূল্যযাচাইয়ের দুটি আধুনিক কৌশল সম্পর্কে আপনাদের ধারণা দেওয়া হলো।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- মূল্যযাচাইয়ের উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে পারবেন;
- মূল্যযাচাইয়ের কৌশল চিহ্নিত করতে পারবেন;
- সতীর্থ শিক্ষণের গুরুত্ব ও সতীর্থ পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজের পরীক্ষা করতে পারবেন এবং
- অণুশিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ মূল্যযাচাই-এর উদ্দেশ্য

ব্যক্তির কৃতিত্বকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়- অর্জিত ও সহজাত। কোনো শিক্ষামূলক কাজের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি কতটা জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেছে তা নিরূপণ করাই মূল্যযাচাইয়ের মূখ্য উদ্দেশ্য। এছাড়াও মূল্যযাচাই-এর আরো বিভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে।

- শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার মাথা খাটিয়ে চিন্তা করে দেখুন মূল্যযাচাইয়ের আর কী কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে। আপনার চিন্তার আলোকে পরবর্তী পৃষ্ঠার ধারণা মানচিত্রটি পূরণ করুন।

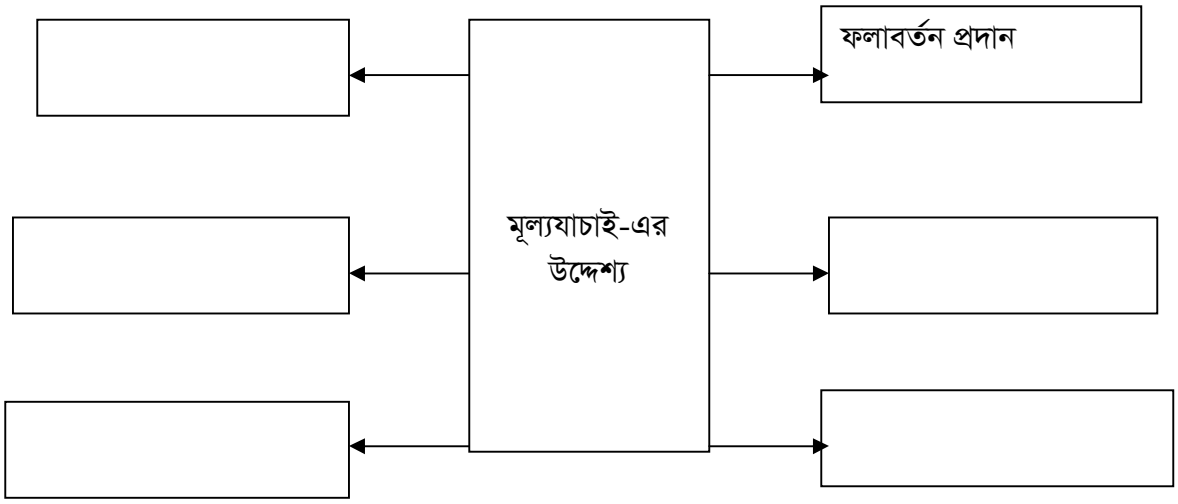

- মূল শিখনীয় বিষয়ে প্রদত্ত আলোচনা সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। নতুন পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করুন। সম্ভব হলে আরো নতুন পয়েন্ট যোগ করুন।

পর্ব- খঃ মূল্যযাচাই-এর কৌশল

- মনে করুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞানের একজন শিক্ষক হিসেবে আপনি শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের সার্বিক অগ্রগতির মূল্যযাচাই করবেন। কী কী পদ্ধতি/কৌশল আপনি এক্ষেত্রে অবলম্বন করবেন তার একটি তালিকা নিচের বক্সে তৈরি করুন।

মূল্যযাচাই কৌশলঃ

- আত্মমূল্যায়ন করে দেখুন- আপনি কি কখনো সতীর্থ শিক্ষণ বা অণুশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যযাচাই করেছেন? না করে থাকলে কেন করেন নাই পর্যালোচনা করুন এবং আগামীতে এর প্রয়োগ সম্পর্কে মনে মনে একটি পরিকল্পনা করুন।

পর্ব- গঃ সতীর্থ পর্যালোচনার গুরুত্ব ও সতীর্থ পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্যযাচাই

সতীর্থ শিক্ষণ হলো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে এক বা একাধিক শিক্ষার্থী কর্তৃক অন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান। একইভাবে এক বা একাধিক শিক্ষার্থী কর্তৃক অন্য শিক্ষার্থীদের শিখন কাজের পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্যায়ন হলো সতীর্থ মূল্যযাচাই। অর্থাৎ একই শ্রেণিতে একই বৈশিষ্ট্যের কিংবা সমযোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের দ্বারা পারস্পরিক মত বিনিময় ও আলাপ-আলোচনার এবং যৌথ কার্যকলাপের ভিত্তিতে শিক্ষাদান, গ্রহণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়াই হলো সতীর্থ শিক্ষণ ও মূল্যযাচাই। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় অন্য শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যালোচনা, মূল্যায়ন এবং সে অনুযায়ী ফলাবর্তন প্রদান করা হয়। এ ধরনের মূল্যায়ন জোড়ায় বা দলে করা যায় যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতামূলক শিখনের সুযোগ করে দেয়। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিক্ষকদের উচিত মূল্যযাচাই প্রক্রিয়ার সাথে এ ধরনের আধুনিক এবং অংশগ্রহণমূলক মূল্যযাচাই প্রক্রিয়ার ব্যবহার নিশ্চিত করা। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও শিখন প্রক্রিয়া উভয়েই উপকৃত হবে।

- নিচের ছকে আপনার বিবেচনায় সতীর্থ পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্যযাচাইয়ের তিনটি ইতিবাচক দিক উল্লেখ করুন।

সতীর্থ পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্বঃ
১।
২।
৩।

- এছাড়া টিউটোরিয়াল ক্লাসে এবং বিদ্যালয়ে আপনার শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় সতীর্থ পর্যালোচনা ও মূল্যযাচাইয়ের ওপর জোর দিন। এভাবে আপনি শিক্ষার্থীদের/সতীর্থদের মধ্যে সগযোগিতামূলক শিখনের সুযোগ সৃষ্টি ও মূল্যায়ন দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারেন, যা সার্বিক শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে অধিকতর কার্যকর করতে সহায়ক হবে।
- বি এড প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী হিসেবে টিউটোরিয়াল ক্লাসে আপনি সতীর্থ পর্যালোচনার মাধ্যমে আপনার সহপাঠীর পাঠদান অনুশীলন মূল্যায়ন করে ফিডব্যাক দিন।

- বিদ্যালয়ে এ কৌশল অবলম্বন করে আপনি অপনার সহকর্মী শিক্ষকের পাঠদান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করতে পারেন। অনুরূপভাবে আপনার পাঠদান কার্যকম আপনার সহকর্মীকে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করতে বলুন।
- মনে করুন আপনি আপনার একজন বিএড সহপাঠীর পাঠদান অনুশীলন কাজের পারদর্শিতা সতীর্থ শিক্ষণ পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করবেন। এক্ষেত্রে তার পারদর্শিতার কোন দিকগুলো মূল্যায়ন করবেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন।
- মূল্যায়নে আপনি দেখলেন আপনার সহকর্মী কেবল পারগ ও সামনের সারিতে বসা শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করেছেন। এছাড়া তিনি কেবল তথ্য স্মরণমূলক প্রশ্ন করেছেন। এক্ষেত্রে আপনার ফিডব্যাক কী ধরনের হবে নিচের ছকে লিখুন।

ফিডব্যাক

পর্ব- ঘঃ অণুশিক্ষণ ও মূল্যযাচাই

- অণুশিক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে বিএড শিক্ষার্থীরা শিক্ষাদানের যেসকল কৌশল অনুশীলন ও ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

যেসকল কৌশল আয়ত্ত করা যায়?
১।
২।
৩।
৪।
৫।

- নিচে প্রদত্ত অণুশিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই প্রক্রিয়াটি পাঠ করুন এবং এর ভিত্তিতে অণুশিক্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলো সংশ্লিষ্ট স্টার চিত্রে উল্লেখ করুন।

অণুশিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই প্রক্রিয়া

১। শ্রেণিকক্ষ পরিবেশে শিক্ষণ-শিখনের এক একটি কৌশল পর্যবেক্ষক ও ছোট একটি শিক্ষার্থী গ্রুপের সামনে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক উপস্থাপন করবেন এবং সম্ভব হলে তা Video Cassette এ ধারণ করা হবে। শিক্ষণের পরিবেশটি এখানে মোটামুটিভাবে সৃষ্টি করার মাধ্যমে ৮/১০ জনের একটি ছোট দলের সামনে প্রশিক্ষণার্থী পুরো পাঠের একটি খন্ডাংশ ৫/৬ মিনিট সময়কালের মধ্যে উপস্থাপন করবেন। এর মূল উদ্দেশ্য হবে একটি বিশেষ কৌশল বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে আয়ত্ত করা। এর মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ কৌশল দেখা হবে মাত্র।

২। শিক্ষণ-শিখন কাজ মূল্যায়নের জন্য বিশেষজ্ঞদের ৫ থেকে ৭ পয়েন্ট স্কেলের একটি Evaluation Sheet সরবরাহ করা হয়। বিশেষজ্ঞগণ নিজেরাও মূল্যায়ন শীটটি তৈরি করে নিতে পারেন।

৩। পাঠদান শেষ হবার পর বিশেষজ্ঞগণ তাদের পূরণকৃত Sheet নিয়ে মুখোমুখি আলোচনা করে প্রশিক্ষণার্থীকে তার কৌশল আয়ত্ত করার সার্থকতা/ব্যর্থতা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং মানোন্নয়নের জন্য দরকারি ফিডব্যাক দিবেন। প্রশিক্ষণার্থী সে অনুযায়ী পুনরায় পাঠ উপস্থাপনের প্রস্তুতি নিবেন।

৪। এর অল্প কিছুক্ষণ পর ওই একই পাঠের অংশটুকু আবার অন্য একদল শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করবেন প্রশিক্ষণার্থী।

৫। দ্বিতীয়বার অনুশীলনকালে ওই কৌশলটি পূর্ববর্তী সমালোচনার ওপর ভিত্তি করে উন্নততর হবে এটাই স্বাভাবিকভাবে ধরে নেয়া যায়।

অণুশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য

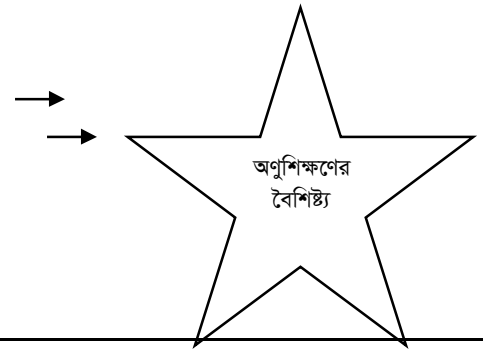

পর্ব- ৬: অণুশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সামাজিক বিজ্ঞান ক্লাসে পাঠদান পর্যবেক্ষণ ও ফলাবর্তন

- শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সামাজিক বিজ্ঞান টিউটোরিয়াল ক্লাসে অণুশিক্ষণ পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ ও ফলাবর্তন প্রদান প্রক্রিয়া চর্চার জন্য নিচের অণুশিক্ষণ প্রক্রিয়াটি অনুশীলন করুন।

১। অনুশীলনের জন্য একটি দক্ষতা নির্বাচন করুন। উদাহরণস্বরূপ- ধারাবাহিক মূল্যায়ন বা প্রশ্নকরণ।
২। পাঠদানের জন্য সামাজিক বিজ্ঞান বই থেকে একটি বিষয় নির্বাচন করুন।
৩। পাঠটি উপস্থাপন করুন।
৪। শ্রেণির প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠ পর্যবেক্ষণ করে ফলাবর্তন করতে বলবেন।
৫। ফলাবর্তনের পর পুনরায় পাঠ উপস্থাপন করুন (প্রতিবার ৫ মিনিট করে সময় নিবেন)।
৬। একইভাবে অন্য প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠের ওপর ফলাবর্তন দিন।
৭। প্রশিক্ষণার্থীরা দু'পাঠের তুলনা করবেন। এভাবে পর্যবেক্ষণ ও ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষণ দক্ষতা ও কৌশল আয়ত্ত করবেন যা মূল্যযাচাই কাজের পরীক্ষাকরণ সম্পন্ন করবে।

- টিউটর নিজেও এ পদ্ধতিতে বিএড প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ফলাবর্তন দিবেন।

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ১৮**

মূল শিখনীয় বিষয়

মূল্যযাচাইয়ের উদ্দেশ্য

শিক্ষার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিষয়গুলোর গুণগত ও পরিমাণগত অবস্থা নিরূপণ বা নির্ধারণই মূল্যযাচাই।

মূল্যযাচাই-এর উদ্দেশ্য

১। শিক্ষণ-শিখনে ফলাবর্তন প্রদান।

২। শিক্ষার্থীর বিশেষ দক্ষতার উন্নয়ন।

৩। শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতির উন্নয়ন।

৪। শিক্ষার্থীর শিখনের দক্ষতা নিরূপণ।

৫। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও উন্নয়নসাধন।

৬। প্রশিক্ষণের দক্ষতা বৃদ্ধি।

৭। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির সবল ও দুর্বল দিক শনাক্তকরণ এবং উন্নয়ন।

৮। শিক্ষণ-শিখন পরিবেশের উন্নয়ন।

সতীর্থ শিক্ষণ ও মূল্যযাচাই

ইংরেজি Peer এর বাংলা প্রতিশব্দ সতীর্থ, সমবয়সী। শিক্ষা প্রযুক্তির নতুন আবিষ্কার/সংযোজন হলো Peer Teaching। শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান, ধারণা ও অভিজ্ঞতার পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে যে শিক্ষা দেয়া হয় তাকে সমবয়সী শিক্ষণ বা Peer Teaching বলে। এ প্রক্রিয়ায় তিন থেকে ছয় জন শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুর ওপর গবেষণার মাধ্যমে সহযোগিতামূলক শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। এটি একটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন পদ্ধতি। এটি সহযোগিতামূলক এবং পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ামূলক শিখন পদ্ধতি।

সতীর্থ শিক্ষণ ৩টি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেঃ

১। পকিল্পনা: সহযোগিতার মাধ্যমে সতীর্থ শিক্ষণ অধিবেশন পরিচালনার একটি পরিকল্পনা থাকবে।

২। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া: ঠিকভাবে উদ্দেশ্য অনুযায়ী এটি পরিচালিত হলো কিনা তা মূল্যায়ন করে দেখা।

৩। প্রতিফলন ডায়েরি লেখা: শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত বর্ণনামূলক বিবৃতির মাধ্যমে সতীর্থ শিক্ষণের কার্যকারিতা সম্পর্কে নিজের অভিমত ব্যাক্ত করে একটি প্রতিফলন বিবরণী প্রস্তুত করবে। এতে শিক্ষক/টিউটর ও সতীর্থ শিক্ষার্থীর মধ্যমে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রতিফলন থাকবে।

সতীর্থ শিক্ষণের এর মাধ্যমে যা করা যায়-

ক) দলের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি

খ) বিষয়বস্তু আলোচনা

খ) অবস্থার বিভিন্নতা অনুযায়ী শিক্ষণ

গ) কাজের অভিজ্ঞতা লাভ

ঘ) শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু নির্ধারণ

ঙ) যোগাযোগের দক্ষতা বৃদ্ধি

চ) দলের সদস্য হিসেবে শিখন

ছ) শিখন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ।

সতীর্থরা যে সকল ক্ষেত্রে শ্রেণিতে পাঠদান কাজ মূল্যযাচাই করবেন-

প্রশিক্ষণার্থীর পারদর্শিতা	**মন্তব্য**
১। পেশাদারিত্ব: সময়ানুবর্তিতা, বিষয়জ্ঞান	
২। পরিকল্পনা: পাঠের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং পাঠ পরিকল্পনার প্রস্তুতি	
৩। যোগাযোগ: স্বরের স্পষ্টতা, চোখে চোখ রাখা, শ্রেণিতে চলাচল	
৪। ব্যবস্থাপনা: নির্দেশনা, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, সময় ব্যবস্থাপনা, জোড়ায় ও দলগত কাজের ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ যোগ্যতা, নিয়ম-শৃঙ্খলা	
৫। ব্যবহার: শিক্ষার্থীর সাথে সম্পর্ক, উৎসাহ প্রদান ও প্রশংসাসূচক বাক্যের ব্যবহার, বিষয়ের প্রতি উৎসাহ	

প্রশিক্ষণার্থীর পারদর্শিতা	মন্তব্য
৬। নিয়োজন ও অন্তর্ভুক্তি: শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের মান, বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার, জেন্ডার সচেতনতা	
৭। প্রশ্নকরণ: উচ্চ চিন্তা স্তরের প্রশ্নকরণ, শিক্ষার্থীর উত্তর শুদ্ধকরণ ব্যবস্থাপনা	
৮। উপকরণ: উপকরণের ব্যবহার, অন্যান্য সম্পদের ব্যবহার, বোর্ডের ব্যবহার	

অণুশিক্ষণের সাহায্যে মূল্যযাচাই প্রক্রিয়া

১। শ্রেণিকক্ষ পরিবেশে এক একটি কৌশল পর্যবেক্ষক ও ছোট একটি গ্রুপের সামনে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক উপস্থাপন করবেন এবং সম্ভব হলে তা Video Cassette এ ধারণ করা হবে। শিক্ষণের পরিবেশটি এখানে মোটামুটিভাবে সৃষ্টি করতে হবে অর্থাৎ ৮/১০ জনের একটি ছোট দলের সামনে প্রশিক্ষণার্থী মূল পাঠের একটি খন্ডাংশ ৫/৬ মিনিট সময়কালের মধ্যে উপস্থাপন করবেন। এর মূল উদ্দেশ্য হবে একটি বিশেষ কৌশল বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান পর্যালোচনার মাধ্যমে আয়ত্ত করা। এমনতর অবস্থার মধ্যে একটি বিশেষ কৌশল দেখা হবে মাত্র।

২। শিক্ষণ শিখন কাজ মূল্যায়নের জন্য বিশেষজ্ঞদের ৫ থেকে ৭ পয়েন্ট স্কেলের একটি Evaluation Sheet সরবরাহ করা হয়। বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষক এটি নিজেও তৈরি করে নিতে পারেন।

৩। পাঠদান শেষ হবার পর বিশেষজ্ঞগণ তাদের পূরণকৃত Sheet নিয়ে মুখোমুখি আলোচনা করে প্রশিক্ষণার্থীকে তার কৌশল আয়ত্ত করার সার্থকতা/ব্যর্থতা সম্বন্ধে অবহিত করেন।

৪। এর অল্প কিছুক্ষণ পর ওই একই পাঠের অংশটুকু আবার অন্য একদল শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করবেন প্রশিক্ষণার্থী।

৫। দ্বিতীয়বার অনুশীলনকালে ওই কৌশলটি পূর্ববর্তী সমালোচনার ওপর ভিত্তি করে উন্নততর হবে এটাই স্বাভাবিকভাবে ধরে নেয়া যায়।

অণুশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য

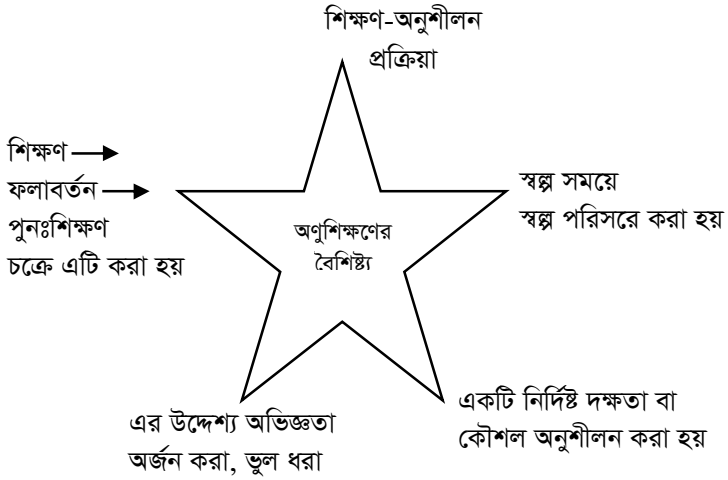

অণুশিক্ষণ মূল্যায়ন ছক

প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের নাম :.....

নির্দেশনা: এ ছকটি পাঠ চলাকালীন সময়ে পর্যবেক্ষক ব্যবহার করবেন। প্রতিটি আইটেমের আলাদা মূল্যায়ন করতে হবে। পছন্দসই নম্বরটি বৃত্তায়িত করতে হবে। ১ সর্বনিম্ন মানের ও ৭ সর্বোচ্চ মানের।

শিক্ষক কৌশল: পাঠ সূচনা							
১। শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান/অভিজ্ঞতা ও আগ্রহের ব্যবহার কতটা করা হয়েছে?	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২। নতুন পাঠকে কীভাবে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমন্বিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে?	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩। শিক্ষকের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক ও সুস্পষ্ট ছিল কিনা?	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪। শিক্ষা উপকরণ ও অন্যান্য কলাকৌশল কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল কিনা?	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫। সামগ্রিকভাবে পাঠের সূচনা কীরূপ ছিল?	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অন্যান্য বিশেষ কৌশল:							
পর্ববেক্ষকের মন্তব্য:							
নির্দেশনা:							

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

মূল্যযাচাইয়ের উদ্দেশ্য:

শিক্ষণ/শিখন অগ্রগতি নিরূপণ, ঘাটতি চিহ্নিতকরণ, ফলাবর্তন প্রদান, শিক্ষণ/শিখন দক্ষতার উন্নয়ন ইত্যাদি।

পর্ব- খ

মূল্যযাচাই-এর কৌশল

পর্ব- গ- ১

সতীর্থ শিক্ষণের গুরুত্ব

১। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি।

২। অংশগ্রহণমূলক শিখনে সহায়ক।

৩। দলগত কাজের সুযোগ দেয়।

পর্ব- গ- ২

নিজে করুন।

পর্ব- ঘ- ১

অণুশিক্ষণের মাধ্যমে যে সকল কৌশল আয়ত্ত করা যায়:

শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, আসন বিন্যাস, উপকরণের ব্যবহার, অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ ও শিখন, দলগত কাজ পরিচালনা, প্রশ্নকরণ দক্ষতা, দলগত কাজ পরিচালনা, গাঠনিক মূল্যায়ন, নিরাময়মূলক ব্যবস্থা, সহযোগিতামূলক শিখন ইত্যাদি।

পর্ব- ঘ- ২

নিজে করুন।

মূল্যায়ন

১। শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি মূল্যযাচাইয়ের উদ্দেশ্য কী?

২। সতীর্থ পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজের সুবিধা কী? এ পদ্ধতিতে মূল্যযাচাইয়ের কৌশল উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।

৩। শ্রেণিকক্ষে সতীর্থ শিক্ষণের মাধ্যমে কীভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়? ব্যাখ্যা করুন।

৪। আপনি কীভাবে সতীর্থ শিক্ষণের মাধ্যমে আপনার বিএড সহপাঠীর শিক্ষণ পারদর্শিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারেন? ব্যাখ্যা করুন।

৫। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতা উন্নয়নে অণুশিক্ষণের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

৬। অণুশিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যযাচাই প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন?

৭। দূরশিক্ষণে বিএড প্রোগ্রামে এর প্রয়োগ পদ্ধতি উল্লেখ করুন। আপনি নিজে অণুশিক্ষণের মাধ্যমে কীভাবে উপকৃত হয়েছেন? ব্যাখ্যা করুন।

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ১৯**

ছদ্মশিক্ষণ ও ফলাবর্তনের মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজের পরীক্ষাকরণ

ভূমিকা

মূল্যযাচাই একটি ধারাবাহিক ও নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যার জন্য শিক্ষার্থী সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের তথ্য জানার প্রয়োজন হয়। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষক তার শিক্ষার্থী সম্পর্কে যতবেশি তথ্য সংগ্রহ করবেন তত নির্ভুল হবে তার মূল্যযাচাইয়ের কাজটি। এ জন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের মূল্যযাচাই কৌশল ও উপকরণ ব্যবহার করবেন। তবে তার মূল্যযাচাই কৌশল ও উপকরণ যথাযথ ও মানসম্পন্ন কিনা তা পরীক্ষা করে নিতে হবে এবং যথাযথ ফলাবর্তন প্রদান ও পরিমার্জনের মাধ্যমে এগুলো যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করে নিতে হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের মূল্যযাচাইয়ের কাজটি নির্ভরশীলতার সাথে করা সম্ভব হবে। বর্তমান অধিবেশনে ছদ্মশিক্ষণ ও ফলাবর্তনের সাহায্যে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যযাচাই কৌশল সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- মূল্যযাচাইয়ের বিবেচ্য দিকগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন;
- শিক্ষণে মূল্যযাচাই চেকলিস্ট/পত্রের ব্যবহার করতে পারবেন;
- কীভাবে ছদ্মশিক্ষণের কৌশল ব্যবহার করা যায় উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- ফলাবর্তন কার্যকর করার কৌশল নির্ণয় করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ সামাজিক বিজ্ঞান- এর মূল্যযাচাইয়ের বিবেচ্য দিক

সামাজিক বিজ্ঞানের মূল্যযাচাই হবে সামগ্রিক। তবে এর মূল ফোকাস হবে সামাজিক জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশ মূল্যায়ন।

- শিক্ষার্থীর সামাজিক আচরণের উপরিল্লিখিত দিকগুলো মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোন কোন দিক বিবেচনা করতে হবে ও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে চিন্তা করুন এবং নোটবুকে লিখুন।
- টিউটোরিয়াল ক্লাসে আপনার সহপাঠী অথবা বিদ্যালয়ে সহকর্মী শিক্ষকদের সাথে চিহ্নিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করুন এবং একটি সমন্বিত তালিকা তৈরি করুন।

মূল্যযাচাই কাজের একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতির মানোন্নয়ন। মূল্যযাচাইয়ে প্রাপ্ত ফলাফল যদি যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হয় তবে এ উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না। তাই এর ফলাফল সঠিকভাবে ব্যবহারের মধ্যেই নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনের স্বার্থকতা নিহিত রয়েছে।

- মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল শিক্ষণ ও শিখনের নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে কীভাবে কার্যকর করা যায় সে সম্পর্কে নিচের ছকে একটি করে পয়েন্ট লিখুন।

পাঠদানের ক্ষেত্রে	১।
পরামর্শ ও নির্দেশনার ক্ষেত্রে	১।
শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে	১।

পর্ব- খঃ মূল্যযাচাই চেকলিস্টের ব্যবহার

মূল্যযাচাই শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের পরিমাপক। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষালাভের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন বা উন্নয়ন যাচাই করাই হলো বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই-এর প্রধান উদ্দেশ্য।

- শিক্ষার্থীর আচরণের কোন ধরনের পরিবর্তনগুলো মূল্যযাচাই প্রক্রিয়ায় দেখা উচিত সে

সম্পর্কে ২/৩টি পয়েন্ট ডায়েরিতে লিখুন।

- সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষণ অগ্রগতির বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই প্রক্রিয়া ও ফলাফল সংরক্ষণ পদ্ধতি হতে হবে কাঠামোবদ্ধ ও লিখিত। তাহলেই এ থেকে যথাযথ সুফল লাভ করা সম্ভব।
- নিচে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের একটি নমুনা চেকলিস্ট উপস্থাপিত হলো। চেকলিস্টটি ভালো করে পড়ুন ও আত্মস্থ করুন। এবার সামাজিক বিজ্ঞানের যেকোনো বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে আপনি নিজে মূল্যযাচাইয়ের জন্য একটি পৃথক চেকলিস্ট প্রণয়ন করুন এবং সম্ভব হলে আপনার কর্মরত বিদ্যালয়ে এটি প্রয়োগ করুন।

মৌখিক উপস্থাপনা মূল্যযাচাইয়ের চেকলিস্ট

শিক্ষার্থীর নাম	শোনা যায়			বোঝা যায়			স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ			আত্মবিশ্বাস			সারসংক্ষেপ			পয়েন্ট			মোট	নম্বর
	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১		
রহিম													৮	৪		২৪	৮		৩২	৫
ময়না													-	৩	৯		৬	৯	১৫	২

৩ = অতি উত্তম ২ = উত্তম ১ = ভালো

মৌখিক উপস্থাপনের মূল্যায়ন নিচে উল্লিখিত নম্বরের রূপান্তর করতে হবে।

৩০-৩৬ পয়েন্ট = ৫ নম্বর, ২৫-২৯ পয়েন্ট = ৪ নম্বর, ২০-২৪ পয়েন্ট = ৩ নম্বর,

১৫-১৯ পয়েন্ট = ২ নম্বর, ১২-১৪ পয়েন্ট = ১ নম্বর।

পর্ব- গঃ ছদ্মশিক্ষনের সাহায্যে মূল্যযাচাই কাজ পরীক্ষাকরণ কৌশল

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষক বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মূল্যযাচাই কৌশল গ্রহণ করতে পারেন। তবে এগুলো নির্ধারিত শিখনফল অর্জনে কতটা সহায়ক তা পূর্বেই যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন। যদি মূল্যায়ন কৌশল যথোপযুক্ত না হয় তবে মূল্যযাচাই প্রক্রিয়া প্রত্যাশিত ফলাফল প্রদানে ব্যর্থ হবে। টিউটেরিয়াল ক্লাসে ছদ্মশিক্ষণ আয়োজন করে মূল্যযাচাই কাজটি পরীক্ষা করে নেওয়া যায়।

- কীভাবে ছদ্মশিক্ষনের সাহায্যে পরীক্ষাকরণের কাজটি করা যায় এবং এর মাধ্যমে কী লাভ হবে সে সম্পর্কে ১ মিনিট ভাবুন এবং আপনার নোটবুকে উল্লেখ করুন।

পর্ব- ঘঃ ফলাবর্তন কার্যকর করার কৌশল

ফলাবর্তন আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি গতিশীল ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে কোনো শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে লিখিত বা মৌখিক তথ্য বা সুপারিশ প্রদানই হলো ফলাবর্তন। ফলাবর্তন শিক্ষার মানোন্নয়নে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ফলে শিক্ষা দান ও গ্রহণ উভয়েরই মানোন্নয়ন সম্ভব হয়। সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষকদের শিক্ষণ দক্ষতার উন্নয়নে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিএড প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীরা সহজেই অণুশিক্ষণ ও ছদ্মশিক্ষণ পদ্ধতিতে টিউটর ও সতীর্থ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফলাবর্তন পেতে পারেন। তবে ফলাবর্তন প্রক্রিয়াটি হতে হবে দক্ষ ও উপযুক্ত। এ জন্য তা পরিচালিত হতে হবে সঠিক পদ্ধতিতে। আবার প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষার্থীদের তা গ্রহণের ও অনুসরণ করার মতো মানসিকতা থাকতে হবে। তাহলেই ফলাবর্তন ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে।

- শিক্ষার্থীবৃন্দ, ফলাবর্তন প্রক্রিয়াটি মনে করার চেষ্টা করুন এবং এর ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে নিচে উল্লেখ করুন।

ফলাবর্তন প্রক্রিয়া:

- ফলাবর্তনের প্রক্রিয়ার ফলপ্রসূতা বৃদ্ধিতে কতগুলো বিষয় খেয়াল করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীবৃন্দ, ফলাবর্তন কার্যকর করার কৌশলগুলো কী হতে পারে চিন্তা করুন ও নিচের ছকে উল্লেখ করুন।

ফলাবর্তন কার্যকর করার কৌশল:
১।
২।
৩।
৪।
৫।

- টিউটোরিয়াল ক্লাসে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে সতীর্থদের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানের যে কোনো শিক্ষণ দক্ষতার ওপর নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ফিডব্যাক প্রদান ও কার্যকর করার অনুশীলন করুন।

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ১৯**

মূল শিখনীয় বিষয়

মূল্যযাচাই-এর ক্ষেত্র

সাধারণভাবে যেসকল ক্ষেত্রে মূল্যযাচাই করা যায় তা হলো: সমাজবিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ ও একাগ্রতা, দলগত কার্যসম্পাদন, নিয়মিত হাজিরা, যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন করা, সুন্দর হাতের লেখা, উচ্চ চিন্তন ক্ষমতা, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যে অংশগ্রহণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পরীক্ষার নম্বর, মৌখিক প্রশ্ন উত্তর, শিখন অগ্রগতি, বিভিন্ন আচরণিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ ইত্যাদির ওপর।

মূল্যযাচাই-এর বিবেচ্য দিক

১। মূল্যযাচাই পরিকল্পিত হতে হবে যা শিখন কার্যক্রমকে প্রভাবিত করবে।

২। যে কোনো শিক্ষণ মূল্যযাচাই কার্যক্রমের এটি একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে থাকবে।

৩। মূল্যযাচাই কার্যক্রমে এমন তথ্য সন্নিবেশিত থাকবে যাতে ত্রুটি শনাক্ত করে তথ্যের উন্নয়ন ঘটানো যায়।

৪। মূল্যযাচাই হতে হবে নির্ভরযোগ্য এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৫। এই কার্যক্রমে কী যাচাই করা হবে এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা অবশ্যই সতর্ক থাকবে।

৬। মূল্যযাচাই সম্পর্কে যথেষ্ট বোধগম্যতা থাকতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা এর সাথে সহজে খাপ খাওয়াতে পারে।

৭। মূল্যযাচাই শুধুমাত্র মুখস্থবিদ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। শিক্ষার্থীর সঠিক দক্ষতার ওপর মূল্যযাচাই হতে হবে।

৮। মূল্যযাচাই সকল সম্প্রদায়ের, সকল সংস্কৃতি এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত হবে।

৯। মূল্যযাচাই শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে।

১০। শিক্ষার্থীর অর্জন এবং অগ্রসরে ফলাবর্তন দেয়ার জন্য এটি ইতিবাচক হতে হবে।

১১। মূল্যযাচাই পরিবর্তনশীল হতে হবে যাতে বিভিন্ন উৎস এবং পদ্ধতি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

মূল্যযাচাই-এর ফলাফলের ব্যবহার

পাঠদানের ক্ষেত্র

১। শিক্ষকের পাঠদান কার্যকর করা।

২। শিক্ষার্থীর চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠদান পরিকল্পনা করা।

৩। অনগ্রসর শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে প্রতিকারমূলক পাঠদান করা।

পরামর্শ ও নির্দেশনার ক্ষেত্র

১। শিক্ষার্থীকে সঠিক নির্দেশনা দেয়া।

২। অকৃতকার্যতার সংখ্যা হ্রাস করা।

৩। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সহায়তা করা।

শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে

১। পূর্ব সময়ের সাথে তুলনা করা।

২। প্রতিবেশী স্কুলের সাথে তুলনা করা।

৩। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহায়তা করা।

৪। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীর দল গঠন করার ভিত্তি।

৫। শিক্ষাক্রম পূর্ণ প্রস্তুত ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রাপ্তি।

বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যযাচাই চেকলিস্ট

একটি শিক্ষায়তনে ভৌত ও অভ্যন্তরীণ সুবিধাদি যাচাই করার জন্য একটি চেক লিস্ট

ক্রমিক নং	সুবিধার শিরোনাম	পর্যাপ্ত	অপর্যাপ্ত
১।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থান সংকুলান		
২।	কক্ষ সংখ্যা		
৩।	কক্ষের সুবিধাদি		
৪।	পার্শ্ববর্তী রাস্তা		
৫।	কক্ষে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা		

ক্রমিক নং	সুবিধার শিরোনাম	পর্যাপ্ত	অপর্যাপ্ত
৬।	পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা		
৭।	গ্যারেজ সুবিধা		
৮।	নিরাপত্তা ব্যবস্থা		
৯।	উপকরণ ও যন্ত্রপাতি		
১০।	চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর সুবিধা		
১১।	শিক্ষক সংখ্যা		
১২।	বই পুস্তক		
১৩।	খেলাধুলার সুবিধা		
১৪।	যাতায়াত সুবিধা		

সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে তৈরিকৃত চেক লিস্ট

সামাজিক বিজ্ঞানঃ নবম-দশম শ্রেণি

বিষয়	মূল্যযাচাইয়ের জন্য জ্ঞান ও দক্ষতার নির্দিষ্ট ফোকাস	শিখনের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি, তথ্য প্রমাণ উপকরণ যা সংগৃহীত ও সংযুক্ত হয়েছে	কার্যপ্রণালি	পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা
রাজনৈতিক দল	▪ রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা ▪ রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য ▪ রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি	▪ মৌখিক উপস্থাপন ▪ তথ্য সংগ্রহ ▪ অনুসন্ধান মূল্যায়ন ▪ দলীয়ভাবে তথ্য অনুসন্ধান ▪ দলের কার্যাবলি চিহ্নিত-করণ ▪ দলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ	▪ পাঠ্যবই পঠন ▪ দৈনিক পত্রিকা পঠন ▪ সাক্ষাৎকার ▪ পারস্পরিক মত বিনিময় ▪ এ্যাসাইনমেন্ট	▪ সাময়িক অভীক্ষা ▪ শ্রেণির কাজ ▪ বাড়ির কাজ ▪ দলগত কাজ ▪ সতীর্থ পর্যালোচনা ▪ প্রশ্ন উত্তর দক্ষতা ▪ আচরণ

বিষয়	মূল্যযাচাইয়ের জন্য জ্ঞান ও দক্ষতার নির্দিষ্ট ফোকাস	শিখনের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি, তথ্য প্রমাণ উপকরণ যা সংগৃহীত ও সংযুক্ত হয়েছে	কার্যপ্রণালি	পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা
				▪ প্রশিক্ষকের পর্যালোচনা ▪ আত্ম পর্যালোচনা

মৌখিক উপস্থাপনার মূল্যযাচাই চেকলিষ্ট

মৌখিক উপস্থাপনা

শিক্ষার্থীর নাম	শোনা যায়			বোঝা যায়			স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ			আত্মবিশ্বাস			সার সংক্ষেপ			পয়েন্ট			মোট	নম্বর
	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১		
রহিম													৮	৪		২৪	৮		৩২	৫
ময়না													-	৩	৯		৬	৯	১৫	২

৩ = অতি উত্তম ২ = উত্তম ১ = ভালো

মৌখিক উপস্থাপনের মূল্যায়ন নিচে উল্লিখিত নম্বরের রূপান্তর করতে হবে।

৩০-৩৬ পয়েন্ট = ৫ নম্বর, ২৫-২৯ পয়েন্ট = ৪ নম্বর, ২০-২৪ পয়েন্ট = ৩ নম্বর,

১৫-১৯ পয়েন্ট = ২ নম্বর, ১২-১৪ পয়েন্ট = ১ নম্বর।

ছদ্মশিক্ষণ কৌশল

১। প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের ভূমিকা নির্ধারণ।

২। শিক্ষণ দক্ষতা নির্বাচন ও আলোচনা।

৩। পরিকল্পনা।

৪। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নির্ধারণ।

৫। অনুশীলন পাঠ।

এতে-

১। প্রশিক্ষণার্থীরা শিক্ষণ দক্ষতা অর্জন করে।

২। সরাসরি পর্যালোচনায় সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত হয়।

৩। লিখিত মন্তব্য (পর্যবেক্ষক ও প্রশিক্ষকের) শিক্ষণ দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্ব রাখে।

৪। সরাসরি Feedback পাওয়া যায়, ফলে দুর্বল দিক দূরীকরণে সচেষ্ট হওয়া যায়।

৫। মূল্যায়ন শিটের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীরা শ্রেণি কার্যক্রমে সঠিক দিক নির্দেশনা পায়।

ফলাবর্তনের প্রক্রিয়া

ফলাবর্তন প্রক্রিয়া উপযুক্ত পদ্ধতিতে পরিচালিত করতে হলে তা নির্দিষ্ট ধাপ অনুসরণ করে পরিচালিত হবে।

যেমন-

মূল্যযাচাই কৌশল নির্ধারণ ⟶ শ্রেণিকক্ষে বাস্তবায়ন ⟶ মূল্যযাচাই কাজ পর্যবেক্ষণ ⟶

মন্তব্য/ফলাবর্তন প্রদান ⟶ মানোন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ

ফলাবর্তন কার্যকর করার কৌশল

পর্যবেক্ষক বা প্রশিক্ষক যখন ফলাবর্তন প্রদান করবেন তখন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক তাকে বাধা দিবেন না, মনোযোগ সহকারে সব শুনবেন।

১। প্রশিক্ষণার্থীরা যখন স্বমূল্যায়ন করবেন এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন তখন প্রশিক্ষক বাধা দিবেন না।

২। লক্ষ্য রাখতে হবে পাঠদানের আগে যে নির্ণায়ক ধরে নেয়া হয়েছিল তার ওপরই ফলাবর্তন প্রদান করতে হবে।

৩। সুনির্দিষ্ট দক্ষতার উন্নয়নের জন্য অবশ্যই গঠনমূলক ফলাবর্তন দিতে হবে।

৪। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীকে অণুশিক্ষণ পদ্ধতিতে পাঠের অংশ বিশেষ পাঠদান করতে বলবেন। অন্যান্য সতীর্থদের একটি করে দক্ষতা ভিত্তিক মূল্যায়ন শিট দিয়ে পাঠদান পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন।

৫। মূল্যায়ন শিটে মন্তব্য লিখতে বলবেন।

৬। ফলাবর্তন এর জন্য কয়েকটি দক্ষতা নির্ণায়ক হিসেবে ঠিক করে বোর্ডের এক প্রান্তে লিখবেন।

৭। প্রশিক্ষক নিজে ফলাবর্তন দেয়ার জন্য লিখবেন।

৮। এরপর প্রশিক্ষণার্থীকে প্রথমে সবল দিক এবং পরে দুর্বল দিক চিহ্নিত করতে বলবেন।

৯। স্বমূল্যায়ন হবে।

১০। এরপর ৪/৫ জনের কাছে ফলাবর্তন নেয়া হবে।

১১। সবশেষে প্রশিক্ষক দক্ষতার উন্নয়ন সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক উপদেশ দেবেন।

১২। পরবর্তী পাঠদানের টার্গেট চিহ্নিত করে দেবেন।

ফলাবর্তনের গঠনমূলক সমালোচনা

গঠনমূলক সমালোচনা ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়তা করে। তাই ফলাবর্তনের জন্য প্রয়োজন গঠনমূলক সমালোচনা। এই ধরনের সমালোচনা করার জন্য পর্যবেক্ষকের না সমালোচকের পূর্ব-প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। যেমন:

১। সমালোচনার জন্য একটি কর্মপত্র থাকবে হবে, এতে সমালোচক লক্ষ্যভ্রষ্ট হবেন না।

২। সমালোচিত ব্যক্তির প্রতি সমালোচকের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে।

৩। সমালোচিতকে সমালোচকের মন্তব্যের জবাব দিতে পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে।

৪। বাড়তি কথা বলে অথবা বিরক্তি প্রকাশ করে সমালোচিতকে মনোক্ষুণ্ন না করা।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

সামাজিক বিজ্ঞানে সাধারনভাবে মূল্যযাচাইয়ের বিবেচ্য দিক বা ক্ষেত্রগুলো হলো-

সামাজিক বিজ্ঞানে শিক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ ও একাগ্রতা, দলগত কার্যসম্পাদন, নিয়মিত হাজিরা, যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন করা, সুন্দর হাতের লেখা, উচ্চ চিন্তন ক্ষমতা, সহপাঠক্রমিক কার্যে অংশগ্রহণ ও পারদর্শিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরীক্ষার নম্বর, মৌখিক প্রশ্ন উত্তর, শিখন অগ্রগতি, বিভিন্ন সামাজিক আচরণিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ; সামাজিকতাবোধ ও সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ; সমাজসেবা; নেতৃত্বদানের দক্ষতা; গণতান্ত্রিক মনোভাব; সামাজিক মূল্যবোধ ও আচরণ; ইত্যাদি।

মূল্যযাচাই-এর ফলাফলের ব্যবহার

পাঠদানের ক্ষেত্রে: পাঠদান কার্যকর করা।

পরামর্শ ও নির্দেশনার ক্ষেত্রে: ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সহায়তা করা।

শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে: নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহায়তা করা।

পর্ব- খ

১. শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত শিখনফলের অর্জন অগ্রগতি যাচাই।

২. সামাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিক গুণাবলি যাচাই।

৩. সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক কৃতিত্বের মান যাচাই।

পর্ব- গ

ছদ্মশিক্ষণের সাহায্যে মূল্যযাচাই প্রক্রিয়া

১। মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ

২। শিক্ষার্থীর ভূমিকা নির্ধারণ

৩। শিক্ষণ পরিচালনা

৪। মূল্যযাচাই কাজ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

৫। পর্যালোচনা/প্রতিফলন

৬। প্রয়োজনীয় পরিমার্জন/নতুন কৌশল উদ্ভাবন।

ছদ্মশিক্ষণের সুবিধা

১। প্রশিক্ষণার্থীরা শিক্ষণ দক্ষতা অর্জন করে।

২। সরাসরি পর্যালোচনায় সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত হয়।

৩। লিখিত মন্তব্য (পর্যবেক্ষক ও প্রশিক্ষকের) শিক্ষণ দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্ব রাখে।

৪। সরাসরি Feedback পাওয়া যায়, ফলে দুর্বল দিক দূরীকরণে সচেষ্ট হওয়া যায়।

৫। মূল্যায়ন শিটের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয় বলে প্রশিক্ষণার্থীরা সঠিক দিক নির্দেশনা পায়।

পর্ব- ঘ

১। পর্যবেক্ষক বা প্রশিক্ষক যখন ফলাবর্তন প্রদান করবেন তখন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক তাকে বাধা দিবেন না, মনোযোগ সহকারে সব শুনবেন।

২। প্রশিক্ষণার্থীরা যখন মূল্যায়ন করবেন এবং ফলাবর্তন প্রদান করবেন তখন প্রশিক্ষক বাধা দিবেন না।

৩। লক্ষ্য রাখতে হবে পাঠদানের আগে যে নির্ণায়ক ধরে নেয়া হয়েছিল তার ওপরই ফলাবর্তন প্রদান করতে হবে।

৪। সুনির্দিষ্ট দক্ষতার উন্নয়নের জন্য অবশ্যই গঠনমূলক ফলাবর্তন দিতে হবে।

৫। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীকে অণুশিক্ষণ পদ্ধতিতে পাঠের অংশ বিশেষ পাঠদান করতে বলবেন। অন্যান্য সতীর্থদের একটি করে দক্ষতাভিত্তিক মূল্যায়ন শিট দিয়ে পাঠদান পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন।

৬। মূল্যায়ন শিটে মন্তব্য লিখতে বলবেন।

৭। ফলাবর্তন এর জন্য কয়েকটি দক্ষতা নির্ণায়ক হিসেবে ঠিক করে বোর্ডের এক প্রান্তে

লিখবেন।

৮। প্রশিক্ষক নিজে ফলাবর্তন দেয়ার জন্য লিখবেন।

৯। এরপর প্রশিক্ষণার্থীকে প্রথমে সবল দিক এবং পরে দুর্বল দিক চিহ্নিত করতে বলবেন।

১০। স্বমূল্যায়নও করতে হবে।

১১। এরপর ৪/৫ জনের কাছে ফলাবর্তন নেয়া হবে।

১২। সবশেষে প্রশিক্ষক দক্ষতার উন্নয়ন সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক উপদেশ দেবেন।

১৩। পরবর্তী পাঠদানের টার্গেট চিহ্নিত করে দেবেন।

মূল্যায়ন

১। মূল্যযাচাই-এর বিবেচ্য দিকগুলো কী কী?

২। ছদ্মশিক্ষণের মাধ্যমে কীভাবে মূল্যযাচাই কাজের পরীক্ষাকরণ করা যায়?

৩। ফলাবর্তনের মাধ্যমে কীভাবে মূল্যযাচাই কাজের পরীক্ষা ও উন্নয়ন করা যায়?

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ২০**

শ্রেণি ও অগ্রগতি অভীক্ষা প্রণয়ন

মূল্যায়ন একটি সামগ্রিক ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। কোনো একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা বা কৃতিত্ব মূল্যায়নের জন্য শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে মূল্যযাচাই করার প্রক্রিয়াই হলো মূল্যায়ন। মূল্যায়নের মূল কথাই হলো শিখন অগ্রগতি যাচাই যা শ্রেণিভিত্তিক বা শ্রেণির বাইরে হতে পারে। শ্রেণিকক্ষ মূল্যায়নও একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। কোনো বিষয়ে কোর্স চলাকালীন সময়ে শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠন ও উন্নয়নের জন্য এই মূল্যাায়ন পরিচালিত হয়। এটি এক ধরনের গাঠনিক মূল্যায়ন। যে কোনো অগ্রগতি মূল্যায়ন কোনো একক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে করা সম্ভব নয়। ফলপ্রসূ মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল। বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষার প্রয়োগ ও ব্যবহারের মাধ্যমে তা করা যেতে পারে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আপনারা ইতোপূর্বে আপনাদের অবশ্যিক কোর্স বই থেকে অভীক্ষা ও এর ব্যবহার সম্পর্কে জেনেছেন। সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাইযের জন্য এগুলো কীভাবে প্রণয়ন করা যায় সে সম্পর্কে আপনারা এ অধিবেশনে ধারণা পাবেন।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- অভীক্ষা ও পরীক্ষার পার্থক্য করতে পারবেন;
- শ্রেণি ও অগ্রগতি অভীক্ষার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিভিন্ন প্রকার অভীক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন;
- শ্রেণি ও অগ্রগতি অভীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়নের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন;
- সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে নমুনা শ্রেণি অভীক্ষা প্রণয়ন করতে পারতে পারবেন এবং
- প্রণীত অভীক্ষার ত্রুটি চিহ্নিত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ অভীক্ষা ও পরীক্ষা

শিক্ষার্থী মূল্যায়নের উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার হলো অভীক্ষা। অভীক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ Test যার আভিধানিক অর্থ হলো Trail of the qualities of a person or a thing। ব্যাপক অর্থে যে পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষ ধরনের শিক্ষাগত বা মানসিক বৈশিষ্ট্য বা যোগ্যতা পরিমাপ করা হয় তাকে অভীক্ষা বলে। শিক্ষামূলক অভীক্ষা হলো সে সকল উপকরণ বা প্রশ্নপত্র বা হাতিয়ার/কৌশল যার সাহায্যে কোনো শিক্ষামূলক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান, কৃতিত্ব বা পারদর্শিতা যাচাই করে তাদের পারস্পরিক শিক্ষাগত পার্থক্য চিহ্নিত করা হয়।

অপরদিকে পরীক্ষা সনদভিত্তিক। কোনো নির্ধারিত বিষয়ে শিক্ষার্থীর পাঠ অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষা একটি পদ্ধতিগত কৌশল। এটি সাধারণত উদ্দেশ্যমুখী। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় এর মাধ্যমে উচ্চতর শ্রেণিতে প্রমোশন দেয়া হয়। অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা নিরূপণ করে পরীক্ষা উত্তর সনদপত্র দেয়া হয়।

- শিক্ষার্থীবৃন্দ সামাজিক বিজ্ঞানের একজন শিক্ষক হিসেবে এবার আপনি ভেবে দেখুন শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য আপনি শিক্ষার্থীদের ওপর কী কী ধরনের অভীক্ষা প্রয়োগ করতে পারেন।

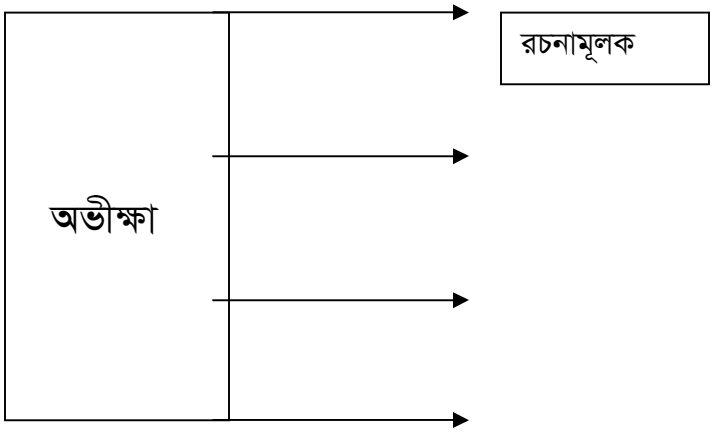

পর্ব- খঃ শ্রেণি বা অগ্রগতি অভীক্ষা

শ্রেণি বা অগ্রগতি অভীক্ষার সাথে পরীক্ষার পার্থক্য চিন্তা করুন ও নিচের ছকে সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

শ্রেণি বা অগ্রগতি অভীক্ষার সাথে পরীক্ষার পার্থক্য:

পর্ব- গ: অভীক্ষার প্রকারভেদ

শিক্ষার লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর আচরণের সামগ্রিক পরিবর্তন। শিক্ষার্থীর আচরণের সামগ্রিক পরিবর্তন পরিমাপের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা। সামাজিক বিজ্ঞান মানুষের পরিবর্তনশীল আচরণ নিয়ে কাজ করে। তাই এর পরিধি ব্যাপক। সুতরাং কেবল লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতির সামগ্রিক মূল্যযাচাই সম্ভব নয়। শিক্ষাবিজ্ঞানীরা তাদের দীর্ঘদিনের গবেষণার ফসল হিসেবে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক ও ফলপ্রসূ অভীক্ষা উদ্ভাবন করেছেন যা নাকি সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

- শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার উপযোগী এসকল অভীক্ষাগুলো কী হতে পারে- চিন্তা করুন ও খাতায়/ডায়েরিতে লিখুন।

পর্ব- ঘ: শ্রেণি ও অগ্রগতি অভীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়নের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিতকরণ

মূল্যায়ন উদ্দেশ্যবিহীন কোনো কাজ নয়। বরং শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয় বা পাঠের মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন করতে পেরেছে কিনা তা যাচাই করার জন্যই মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। তাই মূল্যায়নের পূর্বেই নির্ধারণ করে নিতে হবে এর উদ্দশ্য এবং ক্ষেত্রগুলো। এছাড়াও মূল্যায়নের কিছু সাধারণ উদ্দেশ্য আছে।

- সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে মূল্যায়নের এ ক্ষেত্রগুলো কী হতে পারে সে সম্পর্কে চিন্তা করুন এবং নোট বুকে লিখুন। শিক্ষক হিসেবে আপনার অভিজ্ঞতা এ ক্ষেত্রে কাজে লাগান।

পর্ব- ৬: সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে নমুনা শ্রেণি অভীক্ষা প্রণয়ন

শ্রেণি বা অগ্রগতি অভীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব বা পারদর্শিতা যাচাই করা। পারদর্শিতার অভীক্ষায় নানা ধরনের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যেমন- সৃজনশীল বা রচনামূলক প্রশ্ন, বহু নির্বাচনী প্রশ্ন ইত্যাদি। শ্রেণি ও অগ্রগতি অভীক্ষায় ব্যবহার করা যায় এমন দুটি প্রশ্নের নমুনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

১। নাগরিকদের অধিকার ও দায়িত্বসমূহ উল্লেখ কর। (তথ্য স্মরণ করার ক্ষমতা)

২। কয়েকটি ছেলে একটি নিরিবিলি রাস্তার ওপর বসে আড্ডা দিচ্ছে ও পথচারীদের উদ্দেশ্যে নানারকম খারাপ মন্তব্য করছে। শিশুদের নিয়ে মায়েরা এবং ছেলেমেয়েরা স্কুলে ওই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় আড্ডাবাজ ছেলেদের ভয়ে ভীত থাকেন। এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের লোকের অধিকার ও দায়িত্ব ব্যাখ্যা করা যায়। উভয় পক্ষের লোকের মধ্যে সমঝোতা আনার প্রক্রিয়া কী হতে পারে বলে তুমি মনে কর? (এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে তার অর্জিত জ্ঞান নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে হবে।)

- এবার ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক থেকে একটি অধ্যায় বেছে নিয়ে উপরিল্লিখিত নমুনাগুলোর আলোকে কয়েকটি করে প্রশ্ন তৈরি করুন। আপনার সহকর্ম/সহপাঠীদের সাথে প্রণীত প্রশ্নগুলো সম্পর্কে মত বিনিময় করুন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিন এবং গ্রহণ করুন।
- এবার অভীক্ষা সম্পর্কে আপনার অর্জিত ধারণার আলোকে পাঠ সংশ্লিষ্ট কর্মপত্রগুলোতে (১-৪) উল্লিখিত বিষয়বস্তুর আলোকে নির্দেশিত ধরনের প্রশ্নগুলো প্রণয়ন করে খাতায় লিখুন।
- প্রশ্নগুলো প্রণয়ন যথাযথ হয়েছে কিনা মূল্যায়ন করুন। প্রয়োজনে নির্দিষ্ট ধরনের প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা সম্পর্কে জেনে নিন।
- সতীর্থদের সাথে ক্রস চেকিং-এর মাধ্যমে আপনার প্রণীত প্রশ্নগুলো উপযুক্ততা ও সঠিকতা যাচাই করতে পারেন।

কর্মপত্র- ১

বুদ্ধিভিত্তিক অভীক্ষা প্রণয়ন	
শিখনফল	**প্রশ্ন প্রণয়ন**
১। বিদেশি ও নাগরিকের পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারবে। ২। নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।	❖ ১টি নৈর্ব্যক্তিক ❖ ১টি রচনামূলক
প্রশ্নসমূহ:	

কর্মপত্র- ২

অনুভূতি/আবেগমূলক অভীক্ষা প্রণয়ন	
শিখনফল	**প্রশ্ন প্রণয়ন**
এইচআইভি এইডস রোগীর জন্য করণীয় ও সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ পর্যালোচনা করতে পারবে।	❖ ১টি নৈর্ব্যক্তিক ❖ ১টি রচনামূলক
প্রশ্নসমূহ:	

কর্মপত্র- ৩

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা প্রণয়ন	
শিখনফল	**প্রশ্ন প্রণয়ন**
১. সামাজিকীকরণ কী বলতে পারবে। ২. সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে শিশুর জীবনে পরিবারের প্রভাব প্রভাব চিহ্নিত করতে পারবে।	❖ সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ❖ বহু নির্বাচনী প্রশ্ন ❖ মিলকরণ প্রশ্ন ❖ সত্য-মিথ্যা নির্ণয় ❖ শূন্যস্থান পূরণ
প্রশ্নসমূহ:	

কর্মপত্র- ৪

নিচের প্রশ্নগুলোর কোনটি কোন ধরনের অভীক্ষার অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ করুন।

বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের ধারণা	
১। দৈনন্দিন জীবনে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ভূমিকা বর্ণনা কর।	২। দৈনন্দিন কাজকর্মে সংশ্লিষ্ট ৫টি প্রতিষ্ঠানের নাম লিখ।
৩। রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থায়? ক) একনায়কতান্ত্রিক খ) গণতান্ত্রিক গ) সমাজতান্ত্রিক ঘ) স্বৈরতান্ত্রিক	৪। উৎপাদনের উপাদান কয়টি? ৩ / ৪ / ৫/ ৬। (সঠিক উত্তরে টিক √ চিহ্ন দাও)
৫। বাংলাদেশে --------- ব্যাংক নোট প্রচলন করতে পারে।	৬। বাংলাদেশসহ বিশ্বের কিছু ধনী, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের মাথাপিছু আয়ের তালিকা প্রণয়ন কর।
৭। আয়কর উৎস থেকে সরকারের সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় হয়। সত্য/মিথ্যা	৮। আইন প্রণয়ন ক) জাতীয় সংসদ খ) কোর্ট গ) বিচার বিভাগ ঘ) প্রশাসন বিভাগ

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ২০**

মূল শিখনীয় বিষয়

পরীক্ষা ও অভীক্ষা

শিক্ষার্থী মূল্যায়নের উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার হলো অভীক্ষা। অভীক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ Test যার আভিধানিক অর্থ হলো Trail of the qualities of a person or a thing। ব্যাপক অর্থে যে পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষ ধরনের শিক্ষাগত বা মানসিক বৈশিষ্ট্য বা যোগ্যতা পরিমাপ করা হয় তাকে অভীক্ষা বলে। শিক্ষামূলক অভীক্ষা হলো সে উপকরণ বা প্রশ্নপত্র বা হাতিয়ার/কৌশল যার সাহায্যে কোনো শিক্ষামূলক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান, কৃতিত্ব বা পারদর্শিতা যাচাই করে তাদের পারস্পরিক শিক্ষাগত পার্থক্য চিহ্নিত করা হয়।

অপরদিকে পরীক্ষা সনদভিত্তিক। কোনো নির্ধারিত বিষয়ের বিষয়বস্তু অর্জনে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষা একটি পদ্ধতিগত কৌশল। এটি সাধারণত উদ্দেশ্যমুখী। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় এর মাধ্যমে উচ্চতর শ্রেণিতে প্রমোশন দেয়া হয়। অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা নিরূপণ করে পরীক্ষা উত্তর সনদপত্র দেয়া হয়।

শ্রেণি বা অগ্রগতির অভীক্ষা

শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার প্রয়োজনেই এ অভীক্ষা নেওয়া হয়। এ অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা শিখনফল অর্জন করেছে কিনা তা যাচাই করে থাকেন। এটি শিখন অগ্রগতি যাচাই করার একটি অভীক্ষা এবং সরাসরি শিক্ষার্থীর সাথে সম্পৃক্ত। কাজেই এটি শেখানোর একটি অংশ। পরীক্ষার সাথে এর পার্থক্য হলো পরীক্ষা হচ্ছে ব্যাপক এবং এটি নেওয়া হয় শেখানোর কাজ শেষ হলে। অপরদিকে অগ্রগতি অভীক্ষা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত। পুরো একটি পাঠ বা অধ্যায় শেষ করে এ অভীক্ষা গৃহীত হয়।

শ্রেণি অভীক্ষা

শ্রেণি অভীক্ষার নতুন কিছু নয়। এটিও এক ধরনের অগ্রগতি অভীক্ষা। অনেক শিক্ষক তাদের শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য নিয়মিত শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এটি এক ধরনের লিখিত পরীক্ষাকে বোঝায় যা সিলেবাসের কোনো পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় বা ইউনিট শেষে নেওয়া হয়। শ্রেণি অভীক্ষা শ্রেণিকক্ষের ভিতরে নিয়মিত শ্রেণি সময়ের ভিতরে বিষয় শিক্ষকগণ নিয়ে থাকেন। শ্রেণি অভীক্ষায় সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন এবং রচনামূলক প্রশ্নসহ বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়। শ্রেণি বা অগ্রগতির অভীক্ষা হতে হবে একটি ব্যাপকভিত্তিক অভীক্ষা যার মাধ্যমে পাঠ্যসূচির নির্ধারিত অংশে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করা হবে।

অভীক্ষার প্রকারভেদ

- পারদর্শিতার অভীক্ষা (Achievement Test): এর মাধ্যমে শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিমাপ করা হয়।
- নির্ণায়ক অভীক্ষা (Diagnostic Test): শিক্ষার্থীদের দুর্বলতসমূহ চিহ্নিত করার জন্য এ জাতীয় অভীক্ষা নেয়া হয়।
- পূর্বাভাসমূলক অভীক্ষা (Prognostic Test): ভবিষ্যৎ পরদর্শিতার পূর্বাভাস দেয়ার জন্য এটি করা হয়।
- পর্যালোচনামূলক অভীক্ষা (Survey Test): শিক্ষণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা পরিমাপের জন্য এটি করা হয়।
- এছাড়াও আছে রচনামূলক প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত উত্তর, নৈর্ব্যক্তিক, ব্যবহারিক ও মৌখিক অভীক্ষা।

শিক্ষার্থীদের জ্ঞানমূলক স্তরের আচরণগত পরিবর্তন বা উদ্দেশ্য পরিমাপ করার জন্য পারদর্শিতা ও কৃতিত্ব অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়। অনুভূতিমূলক স্তরের উদ্দেশ্য পরিমাপের জন্য বিশেষ ধরনের অভীক্ষা, যেমন- মনোভাব পরিমাপক স্কেল, আগ্রহ পরিমাপক স্কেল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। মনোপেশীজ বা ক্রিয়ামূলক স্তরের উদ্দেশ্য যাচাইয়ের জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষা বা হাতে-কলমে কাজের ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে দুর্বলতা চিহ্নিত করার জন্য নির্ণায়ক অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পূর্বাভাসমূলক অভীক্ষা এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য বিষয়ের (যেমন- উপকরণ, আসন-ব্যবস্থা, বিদ্যালয় কক্ষ, অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ইত্যাদি) কার্যকারিতা পরিমাপ করার জন্য পর্যালোচনামূলক অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়।

পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি অনুসারে কৃতিত্বের অভীক্ষাকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা:

১। লিখিত অভীক্ষা।
২। মৌখিক অভীক্ষা।
৩। ব্যবহারিক অভীক্ষা।

লিখিত অভীক্ষা আবার দুই প্রকার। যথা:

১। রচনামূলক অভীক্ষা।
২। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা।

রচনামূলক অভীক্ষার উত্তরদানের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের স্বাধীনতা থাকে। উত্তরদানের এ স্বাধীনতা অনুসারে রচনামূলক অভীক্ষার পদগুলোকে দু'শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা:

১. বিস্তৃত-উত্তর প্রশ্ন।
২. সীমিত-উত্তর প্রশ্ন।

নমুনা রচনামূলক অভীক্ষা

☆ জ্ঞানমূলক (Knowledge) প্রশ্ন: এইডস এর সংজ্ঞা দাও।
☆ অনুধাবনমূলক (Comprehension) প্রশ্ন: কোন কোন উপায়ে এইচআইভি এবং এইডস ছড়ায়?
☆ প্রয়োগমূলক (Application) প্রশ্ন: এইচআইভি ও এইডস থেকে কীভাবে নিজেকে মুক্ত রাখা যায়?
☆ বিশ্লেষণমূলক (Analysis) প্রশ্ন: পুরুষের চেয়ে নারীরাই এইচআইভি সংক্রমণের ক্ষেত্রে কেন অধিক ঝুঁকিতে থাকে?
☆ সংশ্লেষণমূলক (Synthesis) প্রশ্ন: মাদকাসক্ত একজন প্রতিবেশীকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কর।
☆ মূল্যায়নমূলক (Evaluation) প্রশ্ন: এইচআইভি এবং এইডস প্রতিরোধে সরকার গৃহীত পদক্ষেপগুলো পর্যালোচনা কর।

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা

যে সকল অভীক্ষার গঠন, প্রয়োগ, ফল নির্ণয় বা নম্বর প্রদানে পরীক্ষকের কোনো ব্যক্তিগত প্রভাব থাকে না, সেগুলোকে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা বলে। নিচের ছকের মাধ্যমে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার শ্রেণিবিভাগ দেখানো হলো:

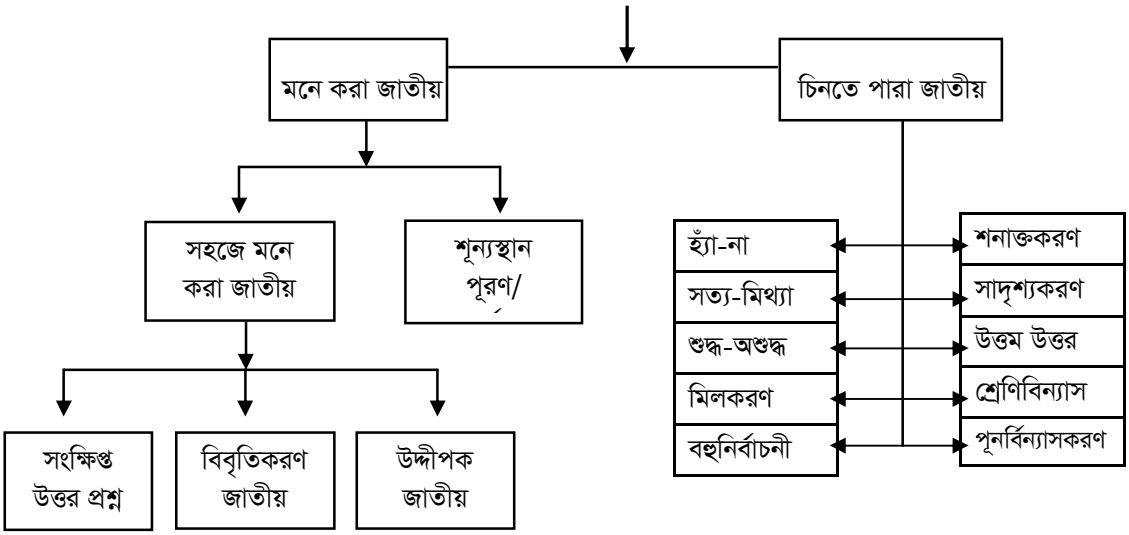

চিত্র: নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার শ্রেণিবিভাগ।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

শিক্ষামূলক অভীক্ষা: সে সকল উপকরণ বা প্রশ্নপত্র বা হাতিয়ার/কৌশল যার সাহায্যে কোনো শিক্ষামূলক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান, কৃতিত্ব বা পারদর্শিতা যাচাই করে তাদের পারস্পরিক শিক্ষাগত পার্থক্য চিহ্নিত করা হয়।

পরীক্ষা: পরীক্ষা সনদভিত্তিক। কোনো নির্ধারিত বিষয়ে শিক্ষার্থীর পাঠ অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষা একটি পদ্ধতিগত কৌশল।

পর্ব- খ

রচনামূলক, নৈর্ব্যক্তিক, মৌখিক, ব্যবহারিক ইত্যাদি।

পর্ব- গ

পারদর্শিতার অভীক্ষা, নির্ণায়ক অভীক্ষা, পূর্বাভাসমূলক অভীক্ষা, পর্যালোচনামূলক অভীক্ষা ইত্যাদি।

পর্ব ঘ

শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে মূলত শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা ও চিন্তন দক্ষতার অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়নের এ ক্ষেত্রগুলো হতে পারে-

১। শিক্ষার্থী যা শিখেছে তা স্মরণ করতে পারা।

২। যা শিখেছে তা অনুধাবন করতে পারা, লব্ধ ধারণা নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে পারা, তথ্যকে শ্রেণীবিন্যাস করতে পারা, সার সংক্ষেপ তৈরি অথবা সম্প্রসারণ বা ব্যাখ্যা করতে পারা।

৩। অর্জিত জ্ঞানকে নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা।

৪। ধারণা বা যুক্তিকে বিশ্লেষণ করতে পারা।

৫। কোনো বিষয়ে যুক্তি সহকারে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে পারা।

৬। সামগ্রিক জ্ঞানকে মূল্য আরোপ করতে পারা।

৭। সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি।

পর্ব- ৬

কর্মপত্র ১, ২ ও ৩ নিজে নিজে করুন

কর্মপত্র- ৪ এর সমাধান

প্রশ্নের ধরন	প্রশ্ন নং
বিস্তৃত উত্তর (Extended answer)	উদা: ১ নং
সংক্ষিপ্ত উত্তর (Restricted answer)	২ নং
বহু নির্বাচনী উত্তর (MCQ)	৩ নং
শূন্যস্থান পূরণ (Fill in the gaps)	৫ নং
সাদৃশ্যকরণ (Analogy Test)	৮ নং
সত্য/মিথ্যা অথবা হ্যাঁ/না (True/False; Yes/No)	৭ নং
ব্যবহারিক (Practical)	৬ নং
শনাক্তকরণ (Identification type)	৪ নং

মূল্যায়ন

১। শ্রেণি ও অগ্রগতি অভীক্ষা বলতে কী বোঝায় ব্যাখ্যা করুন।

২। শ্রেণি ও অগ্রগতি অভীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়নের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করুন।

৩। বিভিন্ন প্রকার অভীক্ষার বর্ণনা দিন।

৪। সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর আলোকে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলের উপর একটি করে নমুনা শ্রেণি অভীক্ষা প্রণয়ন করুন।

-বুদ্ধিমূলক অভীক্ষা

-অনুভূতিমূলক অভীক্ষা

(প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে ১টি বহুনির্বাচনী ও ১টি রচনামূলক অভীক্ষা প্রণয়ন করুন)

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ২১**

শ্রেণি ও অগ্রগতি অভীক্ষায় নম্বর প্রদান: নম্বর প্রদানের মানদন্ড

ভূমিকা

পূর্ববর্তী অধিবেশনে আপনারা শ্রেণি ও অগ্রগতি অভীক্ষার ধরন, ক্ষেত্র, প্রণয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে জেনেছেন। আপনারা আরো জেনেছেন শ্রেণি অগ্রগতি পরিমাপের জন্য আমরা রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এ সকল অভীক্ষা মূল্যায়নের সুনির্দিষ্ট বা আদর্শমান এখনো গড়ে উঠে নি। বিশেষত রচনামূলক অভীক্ষার ক্ষেত্রে। ফলে উত্তরপত্র মূল্যায়নে ও নম্বর প্রদানের কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় বিভিন্ন পরীক্ষক উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতিমালা অনুসরণ করে থাকেন। বিষয়বস্তুর অর্জন অগ্রগতি দেখতে গিয়ে কেউ হয়তো ভাষাগত দিকে জোড় দেন আবার কেউ হয়তো হাতের লেখা বা বানান ভুলের প্রতি মনোযোগ দেন। ফলে অনেকে ভালো লিখে কম নম্বর পায় আবার কেউ খারাপ লিখে বেশি নম্বর পায়।

নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে অভীক্ষকের রুচি, মেজাজ, প্রবণতা ইত্যাদি প্রভাব ফেলে বলেই এরকম হয়ে থাকে। উপরোক্ত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে প্রণয়নকারী তথা প্রশ্নকর্তার নম্বর প্রদানের একটি আদর্শ মানদন্ড নির্ধারণ করা উচিত। প্রশ্নপত্রের ধরন, কাঠিন্যের মাত্রা, উত্তরের প্রকৃতি, বিস্তৃতি ইত্যাদি বিবেচনা করে এ মানদন্ড নির্ধারণ করা উচিত। এ অধিবেশনে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের অভীক্ষার নম্বর প্রদান কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- নম্বর প্রদানের উদ্দেশ্য বলতে পারবেন;
- সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের অভীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন কৌশল বলতে পারবেন;
- অভীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে নৈর্ব্যক্তিকভাবে নম্বর প্রদান করার কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন;
- নম্বর প্রদানের মানদন্ড প্রস্তুত করতে পারবেন এবং
- ফলাফল সংরক্ষণ কৌশল উল্লেখ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ নম্বর প্রদানের উদ্দেশ্য

নম্বর প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পরিমাপ করা যায়। এটি শিক্ষা ব্যবস্থার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং মূল্যায়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোনো বিষয়ের প্রতি মূল্য আরোপ করে ব্যক্তির শিখন সম্পর্কিত আচরণ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় নম্বর প্রদানের মাধ্যমে। নম্বর প্রদান করা হয় সংখ্যা দিয়ে। শিখন সম্পর্কিত আচরণ পরিমাপ করার জন্য নম্বর বা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা দেয়াই নম্বর প্রদান। প্রতিনিয়ত যেকোনো অভীক্ষা বা পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমরা এটা করে থাকি।

- কেন নম্বর প্রদান করা হয় বা এর উদ্দেশ্যগুলো কী নিচের ছকে কয়েকটি পয়েন্ট উল্লেখ করুন।

নম্বর প্রদানের উদ্দেশ্য:
১।
২।
৩।
৪।

পর্ব- খঃ উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও নম্বর প্রদান কৌশল

- বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং নম্বর প্রদান কৌশল সম্পর্কে জানা এবং আয়ত্ত করা একান্ত জরুরি। বিষয়টি অনুশীলনের জন্য এবার আপনি নিচের বক্সে দেয়া অংশটি পাঠ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটির উত্তর লিখুন।

এইডস

এইডস বায়ু, পানি, খাদ্য অথবা সাধারণ স্পর্শে ছড়ায় না। যে যে উপায়ে এ রোগ ছড়াতে পারে, তা হলো: (১) এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত রোগীর রক্ত কোনো ব্যক্তির দেহে পরিসঞ্চালন করলে, (২) আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত সূঁচ বা সিরিঞ্জ অন্য কোনো ব্যক্তি ব্যবহার করলে, (৩) আক্রান্ত ব্যক্তির কোনো অঙ্গ অন্য ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করলে, (৪) এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত মায়ের মাধ্যমে (গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে বা সন্তানের মায়ের দুধ পানকালে) তার শিশু এই রোগে সংক্রমিত হতে পারে, (৫) অনৈতিক ও অনিরাপদ দৈহিক মিলন করলে এ রোগ হতে পারে।

এইডস প্রতিরোধে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা হলো: আমাদের সকল আচরণে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন যথাযথভাবে অনুসরণ করে, পরীক্ষা না করে অন্যের রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে, ওয়ান টাইম সূঁচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করে, অনৈতিক ও অনিরাপদ যৌন আচরণ থেকে বিরত থেকে, এইডস আক্রান্ত মায়ের সন্তান গ্রহণ বা সন্তানকে বুকের দুধ পান থেকে বিরত থেকে, কোনো যৌন রোগ থাকলে বিলম্ব না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে।

প্রশ্ন: এইডস প্রতিরোধে সরকার গৃহীত পদক্ষেপ কেমন হওয়া উচিত?

- লেখা শেষ হলে নিজেই নিজের উত্তর পরীক্ষা করে নম্বর প্রদান করুন।
- এবার নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলোর ভিত্তিতে আপনার উত্তর মূল্যায়ন ও নম্বর প্রদান পদ্ধতিটি বিচার করুন। এক্ষেত্রে মূল শিখনীয় বিষয়ে প্রদত্ত নম্বর প্রদানের মানদন্ড অংশটি ভালো করে পড়ে নিন।
  - নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে কোন কোন দিক বিবেচনা করেছেন?
  - আপনার অনুসৃত নম্বর প্রদানের মানদন্ড কি যথাযথ ছিল? না হলে কেন নয়?
  - কোন কোন মানদন্ডের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করা উচিত?

পর্ব গ: নম্বর প্রদানের মানদন্ড

সাধারনত রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়নে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য হয়ে থাকে। কিন্তু পরীক্ষক যদি অভীক্ষা প্রণয়নের সময় বা উত্তর মূল্যায়নের সময় কতগুলো মানদন্ড পূর্ব থেকেই ঠিক করে রাখেন, সেক্ষেত্রে উত্তর মূল্যায়নে অধিক নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রাখা সম্ভব।

- সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের উত্তর মূল্যায়ন করতে কোন কোন বিষয়/মানদন্ড আপনি শিক্ষক হিসেবে বিবেচনা করবেন তা নিচের ছকের 'গুরুত্বের পর্যায়' ঘরে গুরুত্বানুসারে ১, ২ ও ৩ লিখে উল্লেখ করুন।
- আপনার সহপাঠী/সহকর্মীদের সাথে আপনার ধারণা ক্রস চেক করুন। কোথাও অমিল থাকলে নিজ যুক্তি প্রদর্শন করুন এবং গ্রহণযোগ্য উপায়ে র‍্যাংকিং পুনর্বিন্যাস করুন।
- যদি আরো কোনো মানদন্ড বিচার করতে হয় তাহলে সেগুলো ছকের ফাঁকা সারিতে লিখুন।

১= কম গুরুত্বপূর্ণ, ২= মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ, ৩= বেশি গুরুত্বপূর্ণ

বিবেচ্য বিষয়	গুরুত্বের পর্যায়
১. প্রশ্নে চাওয়া মূল বিষয়বস্তুর যথাযথ উত্তর করেছে।	
২. প্রশ্নে যা চাওয়া হয়েছে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক আলোচনা সেই উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়েছে।	
৩. আলোচনা বা কাজটি সুসংগঠিতভাবে উপসংহারের দিকে অগ্রসর হয়েছে।	
৪. যথাযথ উদাহরণসহ শিক্ষার্থী তার বক্তব্যের সমর্থন করেছে।	
৫. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গ্রন্থপঞ্জি বা তথ্যসূত্র উল্লেখ করেছে।	
৬. প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ছবি/ছক/টেবিল/ডায়াগ্রাম উপস্থাপন করেছে।	
৭. উপস্থিত ছবি/ছক/টেবিল/ডায়াগ্রাম এর সুস্পষ্ট ও বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা বা ক্যাপশন দেয়া হয়েছে।	
৮. পাঠ্যপুস্তকের বাইরে প্রাসঙ্গিক অন্য কোনো তথ্য উপস্থাপন করেছে।	
৯. বক্তব্যের স্বপক্ষে শিক্ষার্থী অন্যদের থেকে পৃথক/স্বতন্ত্র কোনো সাক্ষ্য/প্রমাণ উপস্থাপন করেছে।	
১০. প্রশ্নপত্রে নির্দেশিত গঠন বিন্যাস ও কাঠামো অনুসরণ করে উত্তর করেছে।	
১১. শিক্ষার্থীর লিখন দক্ষতা (বানান, বাক্যগঠন, যতিচিহ্ন ইত্যাদি) যথাযথ।	
১২.	
১৩.	
১৪.	
১৫.	
১৬.	

এছাড়াও শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের সফলতা নির্ভর করে যথাযথ নম্বর প্রদান ও ভালো মূল্যযাচাইয়ের ওপর। আর এর উপকরণ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা ব্যবহার হয়। তাই নম্বর প্রদানের মানদন্ডে অভীক্ষার স্বচ্ছতা, অভীক্ষার যথার্থতা, অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা, অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা, অভীক্ষার আদর্শায়ন, অভীক্ষার পরিচালন ব্যবস্থা, অভীক্ষার প্রয়োগকালের স্বল্পতা ও মান নির্ণয়ের সরলতা, অভীক্ষার সমতুল্যতা ও অভীক্ষার ব্যয় ইত্যাদি দিকগুলোর প্রতি খেয়াল

রাখতে হবে।

পর্ব- ঘঃ ফলাফল সংরক্ষণ কৌশল

একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সারা বছরে ১ম সাময়িক, ২য় সাময়িক ও ৩য় সাময়িক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে যা বিদ্যালয় প্রশাসন আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ে থাকে। এছাড়াও বিষয় শিক্ষকগণ প্রতি সাময়িক পরীক্ষার আগে তাদের সুবিধামত বিভিন্ন সময়ে কমপক্ষে ২টি শ্রেণি অভীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রতি সাময়িক পরীক্ষায় বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য ৩০% নম্বর ও লিখিত পরীক্ষার জন্য ৭০% নম্বর বরাদ্দ করে মূল্যায়ন করা হয়। আবার বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নের ৬টি কোর্স ওয়ার্কের মধ্যে নম্বর বণ্টন হলো: শ্রেণি অভীক্ষা- ৫, শ্রেণির কাজ- ৫, বাড়ির কাজ- ৫, নির্ধারিত কাজ- ৫, মৌখিক উপস্থাপনা- ৫, দলগত কাজ- ৫ = মোট ৩০। শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক মূল্যায়নে সবগুলো নম্বর বিবেচনা করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুত করা হয়।

- এই অবস্থায় সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষার্থীদের সারা বছরের ফলাফল সংরক্ষণের জন্য আপনি কী ব্যবস্থা নিবেন? উল্লেখ করুন।
- ফলাফল সংরক্ষণের কৌশল উল্লেখপূর্বক একটি ছক/টেবিল প্রস্তুত করুন।

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ২১**

মূল শিখনীয় বিষয়

নম্বর প্রদান ও নম্বর প্রদানের উদ্দেশ্য

নম্বর প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পরিমাপ করা হয়। এটি শিক্ষা ব্যবস্থার ধারাবাহিক এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোনো বিষয়ের প্রতি মূল্য আরোপ করে ব্যক্তির শিখন সম্পর্কিত আচরণের গুণগত অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় নম্বর প্রদানের মাধ্যমে। নম্বর প্রদান করা হয় সংখ্যা দিয়ে। শিখন সম্পর্কিত আচরণ পরিমাপ করার জন্য নম্বর বা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা দেয়াই নম্বর প্রদান।

নম্বর প্রদানের উদ্দেশ্য

বিষয়গত জ্ঞানের যাচাই, পাঠোন্নতি, অনগ্রসরতা/দুর্বলতা, ভবিষ্যৎ সফলতার দিক নির্দেশনা, শিক্ষা কাজে উৎসাহ সৃষ্টি, শিক্ষার্থীর দক্ষতা ও মনোভাবের পরিমাপ, অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োগের দক্ষতা, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার সফলতা যাচাই ইত্যাদি কাজের জন্য নম্বর প্রদান করা হয়।

উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও নম্বর প্রদান কৌশল

রচনামূলক অভীক্ষায় উত্তরপত্র যাচাই করার সময় নৈর্ব্যক্তিকতা আনয়নের উপায়

তিন উপায়ে উত্তরপত্র দেখার সময় নৈর্ব্যক্তিকতা আনায়ন করা যায়।

১। প্রচলিত পদ্ধতি (Traditional Method)
২। পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রশ্নোত্তর যাচাই পদ্ধতি (Question by Question Method)
৩। নম্বর পদ্ধতি (Point Scale)

১। **প্রচলিত পদ্ধতিঃ** প্রচলিত পদ্ধতিতে উত্তরপত্র যাচাইয়ের ধাপগুলো হলো-

(ক) প্রশ্ন তৈরি করার সময় প্রশ্নকর্তা উত্তরপত্র তৈরি করবেন এবং তার সাথে তুলনা করে পরীক্ষক উত্তরপত্র যাচাই করবেন।

(খ) পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত নমুনা তৈরি করবেন।

(গ) সকল পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র ২য় ও ৩য় বার দেখে পক্ষপাতিত্ব দূর করার চেষ্টা করবেন।

(ঘ) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হলে সবগুলো খাতা পুনরায় তুলনা করবেন।

(ঙ) একাধিক পরীক্ষক খাতা দেখবেন (১ম পরীক্ষক, ২য় পরীক্ষক ও ৩য় পরীক্ষক)

এ পদ্ধতিতে নৈর্ব্যক্তিকতা আনয়নের সর্বোত্তম উপায় হলো- Face Reading বা একবার উপরে উপরে পড়া এবং সবগুলো উত্তরপত্রকে উচুঁমানের গড় (Above Average), গড় (Average), নিচুঁমানের গড় (Below Average)-এ তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা এবং সে অনুযায়ী নম্বর প্রদান করা।

২। **পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রশ্নোত্তর যাচাই পদ্ধতিঃ** এ পদ্ধতিতে সকল পরীক্ষার্থীর একই প্রশ্নের উত্তর একসাথে দেখতে হবে। এক্ষেত্রে শর্ত হলো প্রতিটি প্রশ্ন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেখতে হবে। পদ্ধতিটি সময়সাপেক্ষ হলেও এতে নম্বরের বৈষম্য কম থাকে, এ পদ্ধতির ত্রুটি হলো- শিক্ষক সৎ না হলে নির্ভুল পরিমাপ পাওয়া যায় না। তাছাড়া বাস্তবে প্রয়োগ সময়সাপেক্ষ বলে পরীক্ষক এ পদ্ধতি প্রয়োগে আগ্রহী হন না।

৩। **নম্বর পদ্ধতিঃ** এ পদ্ধতিতে কী মূল্যায়ন করতে হবে এবং একটি প্রশ্নের কোন অংশের জন্য কত নম্বর থাকবে তা প্রশ্নকর্তা নির্ধারণ করে দেবেন। যেমন-

প্রশ্ন- ১ পূর্ণমান ২৫ (জ্ঞান অনুধাবন- ৫, বিষয়বস্তু- ১৫, সংগঠন ক্ষমতা- ৫)

প্রশ্ন- ২ পূর্ণমান ২০ (প্রয়োগ- ১০, বিষয়বস্তু- ৫, সংগঠন ক্ষমতা- ৫)

উপরোক্ত পদ্ধতিতে প্রশ্নকর্তা সবগুলো প্রশ্নের উপনম্বরসমূহ নির্ধারণ করে দেবেন।

এছাড়াও রচনামূলক অভীক্ষার প্রশ্ন করার সময় নিচের বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

(ক) প্রশ্নের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হতে হবে।

(খ) প্রয়োজনীয় সময় নিয়ে পাঠ্যসূচি অনুযায়ী প্রশ্ন করা।

(গ) প্রশ্নপত্রে Option বা বাছাইয়ের সুযোগ কম দেয়া।

(ঘ) প্রশ্নকর্তার বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা থাকতে হবে।

(ঙ) সময়ের সাথে সংগতি রেখে প্রশ্ন সংখ্যা নির্ধারণ করা।

(চ) সহজ থেকে কঠিন স্তরে প্রশ্নসমূহ সাজানো।

(ছ) প্রশ্নের কাঠিন্যের মাত্রা নির্ধারণ করা।

(জ) বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান যাচাইমূলক প্রশ্ন হতে হবে।

(ঝ) প্রশ্নের গুরুত্ব অনুযায়ী পূর্ণমান নির্ধারণ করা।

(ঞ) প্রশ্নের উত্তর যাতে দীর্ঘ না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে বেশি সংখ্যক প্রশ্ন সেট করা।

(ট) যে সকল বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন সহজ সে ক্ষেত্রে রচনামূলক অভীক্ষার প্রশ্ন না করা।

(ঠ) প্রান্তিক যোগ্যতা/আচরণীয় উদ্দেশ্যের আলোকে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা।

রচনামূলক অভীক্ষা উন্নয়নের জন্য উত্তরপত্র যাচাইয়ে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।

(ক) পরীক্ষার্থীর খাতায় প্রথমেই কোড নম্বর দেয়া।

(খ) একদল পরীক্ষক একত্রে বসে এক এক জন এক একটি প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়ন করবেন এবং যিনি যে প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়ন করবেন তিনি সবগুলো উত্তরপত্রের সে প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়ন করবেন।

(গ) প্রকাশভঙ্গি এবং বর্ণনার চাতুর্যে মুগ্ধ না হয়ে বিষয়বস্তুর আলোকে উত্তরপত্র যাচাই করবেন।

(ঘ) উত্তরপত্রের প্রতিটি প্রশ্নের তথ্যগুলোর তালিকা তৈরিকরণ।

(ঙ) মূল্যায়নের পদ্ধতির ওপর অভীক্ষকদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা।

(চ) অসংগতিপূর্ণ উত্তর আছে কি না খুঁজে বের করা।

নম্বর প্রদানের মানদন্ড

নম্বরের হার	বিবেচ্য বিষয়
৩৩% এর কম	▪ অসমাপ্ত উত্তর ▪ বিকৃত তথ্য ▪ অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য ▪ দুর্বোদ্ধ ভাষা/লেখা ▪ অসংগঠিত উপস্থাপনা ▪ উত্তর প্রদানে অবহেলা স্পষ্ট।
৩৩-৩৯%	▪ উত্তর যথাযথ নয় ▪ উত্তরে মাঝে মাঝে অর্থহীন/অপ্রয়োজনীয় বক্তব্য আছে ▪ অনেক ক্ষেত্রেই আলোচনা সুসংগঠিত ও ধারাবাহিক নয় ▪ উত্তর লিখার নির্দেশিত নিয়ম অনেকটাই মেনে চলা হয় নাই ▪ প্রদত্ত যুক্তিগুলো কিছুটা অর্থপূর্ণ মনে হলেও অসম্পূর্ণ ▪ ভালো করার প্রচেষ্টা নেই বললেই চলে।

নম্বরের হার	বিবেচ্য বিষয়
৪০-৪৯%	▪ উত্তর অনেকাংশেই যথাযথ নয় ▪ উত্তরের পক্ষে যুক্তি অপরিষ্কার বা অনুপস্থিত ▪ বাহুল্য বক্তব্য বেশি ▪ বক্তব্য কিছুটা প্রাসঙ্গিক হলেও পরিষ্কার/সম্পূর্ণ নয় ▪ উত্তর লিখার নির্দেশনা কিছুটা মেনে চলা হয়েছে।
৫০-৫৯%	▪ শ্রেণি পাঠ, বক্তৃতা বা পাঠ্যপুস্তক থেকে বিষয়বস্তুর আলোচনা বেশি ▪ শ্রেণিতে বা পুস্তকে দেয়া উদাহরণগুলোই হুবহু উল্লেখ করা হয়েছে ▪ প্রয়োজনের বেশি বর্ণনামূলক যা প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতাকে অপরিষ্কার করেছে ▪ না বুঝেই জটিল তত্ত্ব কথার অবতারণা করা হয়েছে যার অন্তর্নিহিত অর্থ প্রশ্নের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ▪ বক্তব্য সুসংগঠিত ও ধারাবাহিক নয় ▪ পুস্তকের/শ্রেণি পাঠের বাইরে দেয়া নিজস্ব যুক্তিগুলো তেমন পরিষ্কার নয়, কখনো কখনো ভ্রান্ত যুক্তি ▪ উত্তর লিখার নির্দেশনা মেনে চলা হয়েছে।
৬০-৬৯%	▪ প্রশ্নের উত্তর প্রদানে নিজস্ব স্বতন্ত্র চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে, যদিও তা শ্রেণি আলোচনার ভিত্তিতে ▪ সামগ্রিক বিষয়ের প্রতিটি অংশ সম্পর্কে পরিষ্কার যুক্তি উপস্থাপন করেছে ▪ সঠিক প্রমাণ/উদাহরণ উল্লেখ করেছে ▪ বিভিন্ন ধরনের প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেছে, উৎস ও সূত্রসহ ▪ উত্তর অহেতুক বর্ণনামূলক না হয়ে বিশ্লেষণাত্মক হয়েছে

নম্বরের হার	বিবেচ্য বিষয়
	▪ শব্দের ব্যবহার ও বাক্যগঠন যথাযথ, হাতের লেখা পাঠ-উপযোগী ▪ সুশৃঙ্খল ও ধারাবাহিকভাবে উত্তর হয়েছে ▪ নির্দেশনা মেনে যথাযথ নিয়মে উত্তর করেছে।
৭০-৭৪%	▪ প্রদত্ত উত্তরে মৌখিক, স্বতন্ত্র ও প্রাসঙ্গিক চিন্তা ও যুক্তির প্রতিফলন ঘটেছে ▪ অখন্ড যুক্তি উপস্থাপন করেছে, প্রদত্ত উদাহরণ সঠিক হয়েছে ▪ উত্তরে বিষয়বস্তুর সীমাবদ্ধতা ও অসুবিধাসমূহকে চিহ্নিত করেছে ▪ উৎস উল্লেখপূর্বক প্রাসঙ্গিক তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন করেছে যা তার যুক্তি ও আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছে ▪ বক্তব্য সুশৃঙ্খল, সুসংগঠিত ও ধারাবাহিক ▪ প্রয়োজনীয় পাদটীকা, তথ্যসূত্র উল্লেখ করেছে ▪ নির্দেশনা ও অন্যান্য নিয়মনীতি মেনে উত্তর করেছে।
৭৫-৮৪%	▪ ৭০-৭৫% নম্বর প্রাপ্তির সব গুণাবলিই আছে। এছাড়াও- ▪ বক্তব্যে উচ্চতর জ্ঞানের প্রতিফলন ঘটেছে যা অন্যদের থেকে পৃথক ▪ বক্তব্য এতটাই উন্নত যা সচরাচর দেখা যায় না।
৮৫% এবং এর বেশি	▪ ৭৫-৮৪% নম্বর প্রাপ্তির সব গুণাবলিই আছে। এছাড়াও- ▪ বক্তব্যে উচ্চতর জ্ঞানের প্রতিফলন ঘটেছে যা প্রকাশনার জন্য যোগ্য ▪ বক্তব্য এতটাই উন্নত যে তাকে উচ্চতর শ্রেণিতে প্রমোশন দেবার জন্য সুপারিশ করা যায়।

ফলাফল সংরক্ষণ কৌশল

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন এর ফলাফল সংরক্ষণ

শিক্ষার্থীর নাম	শ্রেণি অভীক্ষা				শ্রেণি ও ব্যবহারিক কাজ				বাড়ির কাজ		নির্ধারিত কাজ		মৌখিক উপস্থাপনা		দলগত কাজ		কোর্স ওয়ার্ক
	অভীক্ষা- ১	অভীক্ষা- ২	মোট	SBA	কাজ- ১	কাজ- ২	মোট নম্বর	SBA	মোট নম্বর	SBA	মোট নম্বর	SBA	মোট নম্বর	SBA	মোট নম্বর	SBA	মোট নম্বর
(বরাদ্দকৃত নম্বর)	১০	১০	২০	৫	১০	১০	২০	৫	২০	৫	২০	৫	২০	৫	২০	৫	৩০
শিক্ষার্থী-১																	
শিক্ষার্থী-২																	
শিক্ষার্থী-৩																	

*** মোট নম্বরকে ৫ ধরে প্রাপ্ত নম্বরকে ৫ এর মধ্যে পরিবর্তন করে হিসাব করতে হবে। এসবিএ-এর মোট নম্বর হলো কোর্স ওয়ার্কের মোট নম্বর।**

শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের বার্ষিক প্রতিবেদন

স্কুলের নাম: ..... বৎসর: .....

শিক্ষার্থীর নাম: ..... শ্রেণি: ..... শাখা: .....

	সাময়িক- ১			সাময়িক- ২			সাময়িক- ৩			মোট		
	পরীক্ষা (৭০%)	কোর্স ওয়ার্ক (৩০%)	মোট নম্বর (১০০%)	পরীক্ষা (৭০%)	কোর্স ওয়ার্ক (৩০%)	মোট নম্বর (১০০%)	পরীক্ষা (৭০%)	কোর্স ওয়ার্ক (৩০%)	মোট নম্বর (১০০%)	পরীক্ষা (২১০)	কোর্স ওয়ার্ক (৯০)	মোট নম্বর (৩০০)
(১০০ নম্বরের বিষয়)												
সামাজিক বিজ্ঞান												
(অন্য বিষয়)												

* **কোর্সওয়ার্ক হলো মোট এসবিএ নম্বর।**

বিঃদ্রঃ ফলাফল তৈরির জন্য MS Excel ব্যবহার করে নম্বর সজ্জিত করে রাখতে হবে। শিক্ষক ফলাফলের গোপনীয়তা রক্ষা করবেন। ফলাফল রেকর্ড সযত্নে দীর্ঘদিনের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। এজন্য ফলাফলের একাধিক কপি বা Back Up রাখা প্রয়োজন। Computer ছাড়াও Floopy, CD, Pen drive-এ ফলাফল সংরক্ষণ করতে হবে।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

বিষয়গত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই, পাঠোন্নতি, দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি।

পর্ব- খ, গ ও ঘ

নিজে নিজে করুন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয়ের সহায়তা নিন।

মূল্যায়ন

১। নম্বর প্রদানের উদ্দেশ্য কী?

২। নম্বর প্রদানের মানদন্ডে বিবেচ্য দিক কী কী?

৩। ফলাফল সংগ্রহে গৃহীত ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত?

৪। রচনামূলক অভীক্ষা প্রণয়ন ও উন্নয়নের সময় কোন বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা উচিত?

৫। রচনামূলক অভীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কীভাবে নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষা করা যায়?

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ২২**

বিদ্যালয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন

ভূমিকা

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণিতে নির্ধারিত বিষয়ের পঠন-পাঠন শেষে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি সম্পর্কে জানার জন্য মূল্যায়নের যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাকে বলা হয় বিদ্যালয় পরীক্ষা। সাধারণত বিদ্যালয়গুলোতে শ্রেণি পরীক্ষা, সাপ্তাহিক পরীক্ষা, মাসিক পরীক্ষা, টার্ম পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এসব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষার সাহায্যে। অভীক্ষা হলো সেই প্রশ্নপত্র বা প্রশ্নপত্রের সেট যার সাহায্যে এ সকল পরীক্ষা নেওয়া হয়। অভীক্ষা প্রয়োগের ধরন অনুযায়ী তা হতে পারে লিখিত বা মৌখিক। প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী অভীক্ষা হতে পারে রচনামূলক বা নৈর্ব্যক্তিক। এদের প্রতিটির আবার রয়েছে বিভিন্ন ধরন। এছাড়া অভীক্ষা হতে পারে আদর্শায়িত বা অআদর্শায়িত। এ অধিবেশনে বিদ্যালয়ে পরীক্ষার উপযোগী প্রশ্নপত্র, প্রণয়নের নীতিমালা, মান বণ্টন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এর মাধ্যমে আপনারা সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ধারণা ও দক্ষতা লাভ করবেন।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- সামাজিক বিজ্ঞান প্রশ্নপত্রের ধরন উল্লেখ করতে পারবেন;
- বিদ্যালয় পরীক্ষায় সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের প্রশ্ন প্রণয়নের মান বণ্টন উল্লেখ করতে পারবেন;
- বিদ্যালয় পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা উল্লেখ করতে পারবেন;
- বিদ্যালয় পরীক্ষায় বহুসির্বাচনী প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা বিবৃত করতে পারবেন;
- বিদ্যালয় পরীক্ষায় সাধারণ রচনামূলক প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা চিহ্নিত করতে পারবেন এবং
- বিভিন্ন ধরনের নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা প্রণয়নের নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ সামাজিক বিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি কী ধরনের প্রশ্ন/অভীক্ষার সাহায্যে মুল্যায়ন করা হয়ে থাকে সে সম্পর্কে চিন্তা/প্রতিফলন করুন এবং ব্যবহৃত প্রশ্ন/অভীক্ষার একটি তালিকা তৈরি করুন।

সামাজিক বিজ্ঞানের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আর কী কী ধরনের অভীক্ষা/প্রশ্ন ব্যবহৃত হতে পারে মনে করুন ও পৃথক তালিকা তৈরি করুন।

পর্ব- খঃ বিদ্যালয় পরীক্ষায় সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের প্রশ্নের মানবণ্টন

মাধ্যমিক পর্যায়ে সামাজিক বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম রয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড মাধ্যমিক স্তরের সকল বিষয়ের মতো সামাজিক বিজ্ঞানের এই শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে থাকে। এতে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন বিষয়ে প্রশ্নের ধরন, সংখ্যা মানবণ্টন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রধানত: এ নির্দেশনার ভিত্তিতে বিদ্যালয়ে পশ্ন প্রণয়ন ও মানবণ্টন করা হয়ে থাকে।

- মূল শিখনীয় বিষয় অংশে প্রদত্ত ৬ষ্ঠ-৮ম এবং ৯ম-১০ম শ্রেণির প্রশ্ন পদ্ধতি ও মান বণ্টনের ওপর দেওয়া অংশ দুটি পড়ুন এবং প্রশ্নের ধারা ও মানবন্টন সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট করুন।
- নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর পাশের খালি জায়গায় লিখুন:

নবম-দশম শ্রেণিতে লিখিত পরীক্ষায় কী ধরনের প্রশ্ন থাকবে?	
লিখিত পরীক্ষার নম্বর বণ্টন কী ধরনের হবে?	

পর্ব- গঃ সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা

- প্রিয় শিক্ষার্থী, এবার মূল শিখনীয় বিষয়ে দেওয়া সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা অংশটি পড়ুন এবং নীতিমালাগুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করুন।
- প্রদত্ত নীতিমালা অনুযায়ী সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অবলম্বনে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের অনুশীলন করুন।

পর্ব- ঘঃ সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা

- মূল শিখনীয় বিষয়ে দেওয়া বর্তমানে প্রবর্তিত বহুনির্বাচনী প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা অংশটি পড়ুন।
- সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নিয়ে প্রদত্ত নীতিমালা অনুযায়ী দুটি করে সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন, বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন প্রণয়নের অনুশীলন করুন।

পর্ব- ঙঃ সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে সাধারণ রচনামূলক প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা

রচনামূলক অভীক্ষা যদিও সর্বাধিক ব্যবহৃত এবং বহুল প্রচলিত মূল্যায়ন কৌশল তথাপি এর যে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা সর্বজনস্বীকৃত। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এ সীমাবদ্ধতাগুলোর কয়েকটি মনে করার চেষ্টা করুন ও নিচের বক্সে উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্নের সীমাবদ্ধতা:

রচনামূলক অভীক্ষার এ সকল সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে উপযুক্ত রচনামূলক অভীক্ষা প্রণয়ন গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যায়নের অপরিসীম প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অতএব শিক্ষক হিসেবে আপনাদের উচিত এ ধরনের প্রশ্নকে পরিহার করা নয়, বরং একে যতটা সম্ভব ত্রুটিমুক্ত উপায়ে ব্যবহার করা। এ উদ্দেশ্য সাধারণভাবে রচনামূলক প্রশ্ন প্রণয়নের কিছু

গ্রহণযোগ্য নীতিমালা উদ্ভাবিত হয়েছে। রচনামূলক প্রশ্ন প্রণয়নে এ নীতিমালা সম্পর্কে আপনাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

- রচনামূলক প্রশ্ন (দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত উত্তর) প্রণয়নের এ নীতিমালাগুলো কী হতে পারে বা হওয়া উচিত সে সম্পর্কে চিন্তা করুন ও নিচের ছক দুটি পূরণ করুন। মূল শিখনীয় বিষয়ে প্রদত্ত আলোচনার সাথে আপনার ধারণা মিলিয়ে নিন।

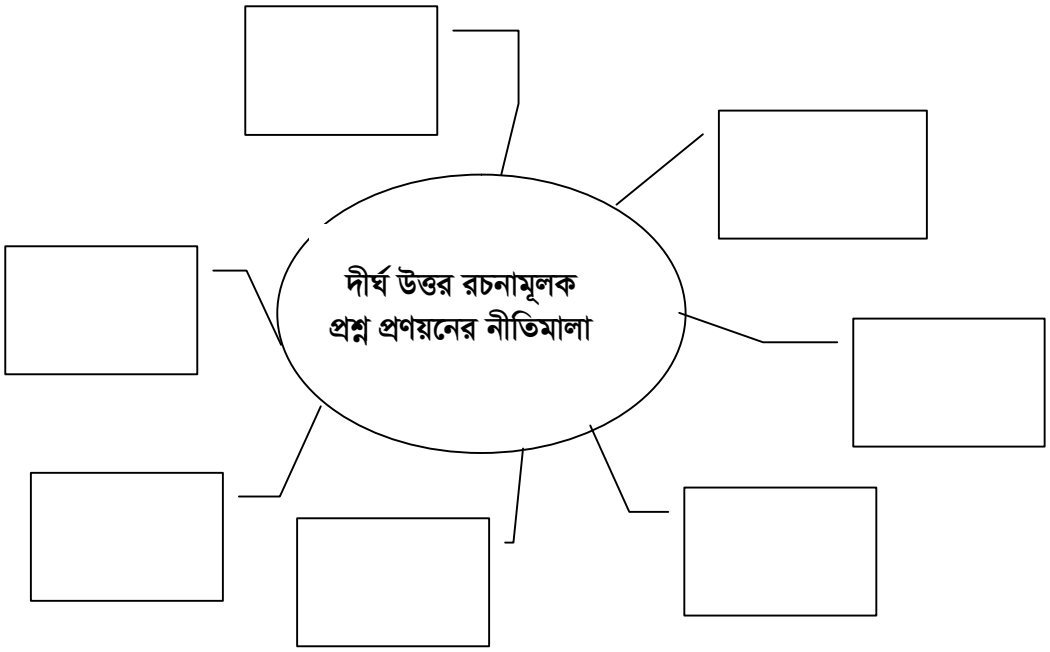

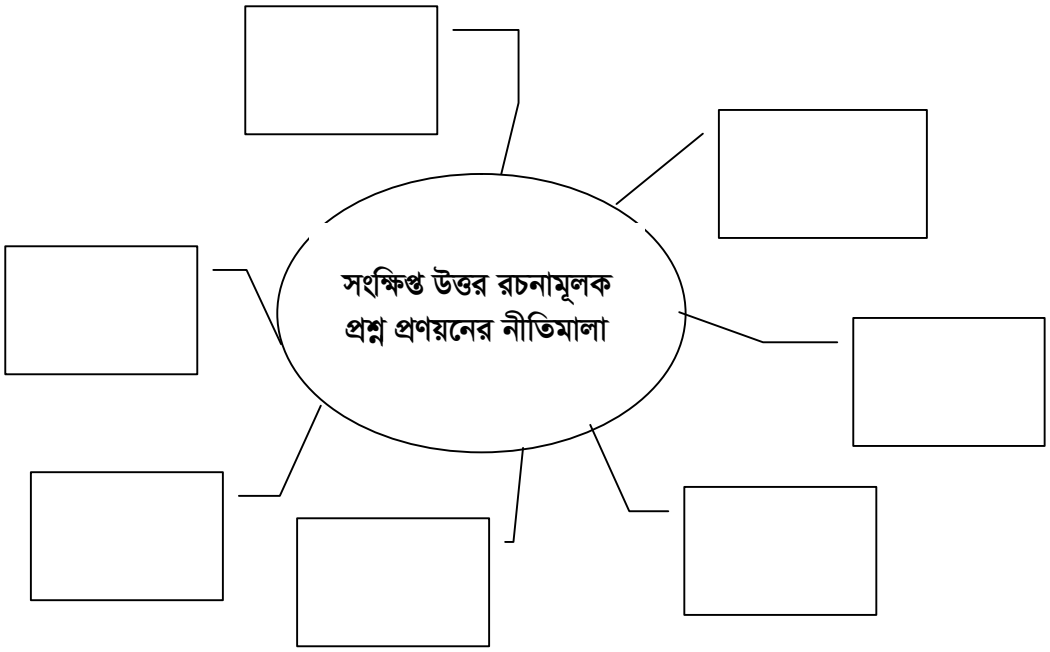

পর্ব- চঃ নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা প্রণয়নের নিয়মাবলি

- শিক্ষার্থীবৃন্দ, এবার মূল শিখনীয় বিষয়ে দেওয়া নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা প্রণয়নের নিয়মাবলি পাঠ করুন প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলো তৈরি করুন।

    (ক) ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বিষয় থেকে (৪টি বিকল্প উত্তর বিশিষ্ট) ১০টি বহু নির্বাচনী প্রশ্ন প্রণয়ন করুন।

    (খ) সপ্তম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বিষয় থেকে ১০টি শূন্যস্থান পূরণ জাতীয় প্রশ্ন প্রণয়ন করুন।

    (গ) অষ্টম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বিষয় থেকে ১০টি মিলকরণ জাতীয় প্রশ্ন প্রণয়ন করুন।

- প্রশ্ন প্রণয়ন শেষে প্রণীত প্রশ্নসমূহ প্রণয়নে এগুলো প্রণয়নের নীতিমালা কতটা অনুসৃত হয়েছে তা মূল্যায়ন করে দেখুন। কোনো ঘাটতি থাকলে চিহ্নিত করুন এবং প্রয়োজনীয় পরিমার্জন/সংশোধন করুন।

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ২২**

মূল শিখনীয় বিষয়

সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন

শিক্ষা ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিনের গবেষণার ফলে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক এবং মনোবিজ্ঞানসম্মত প্রশ্ন বা অভীক্ষা উদ্ভাবিত হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক অগ্রগতি পরিমাপ করা সম্ভব হয়। আমাদের দেশে বিদ্যালয়গুলোতে ব্যবহৃত প্রশ্ন শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উন্নয়ন পরিমাপের জন্য যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়াজন বিভিন্ন পদ্ধতির সংমিশ্রণে ব্যবহারোপযোগী উপযুক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে রচনামূলক এবং নৈর্ব্যক্তিক উভয় ধরনের প্রশ্ন। এছাড়া প্রশ্নগুলো হতে হবে বিভিন্ন চিন্তা স্তরের। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার মাধ্যমিক পর্যায়ে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানে সৃজনশীল প্রশ্ন নামে এক নতুন ধারার প্রশ্ন চালু করেছে। মূলত সৃজনমূলক প্রশ্ন এক ধরনের রচনামূলক প্রশ্ন যার রয়েছে ৪টি স্তর, যথা জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর স্তর (বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন)। ২০১১ সাল থেকে সামাজিক বিজ্ঞানের এসএসসি পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন অন্তর্ভূক্ত হবে। এছাড়া নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার ধরন পরিবর্তন করে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন চালু করা হয়েছে যাতে অন্তর্ভুক্ত আছে সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন, বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন এবং অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন। বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে এ ধরনের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করে সামাজিক বিজ্ঞানের প্রশ্ন প্রণয়ন করা হচ্ছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন (রচনামূলক) প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের নিয়মগুলো হলো:

১। প্রতিটি প্রশ্নের শুরুতেই একটি দৃশ্যকল্প বা ঘটনা পরম্পরা বর্ণনা থাকবে। এ দৃশ্যকল্পের ওপর ভিত্তি করে চারটি প্রশ্ন থাকবে।

২। প্রশ্নগুলো সহজ থেকে কঠিনের দিকে ক্রমানুযায়ী সাজানো থাকবে।

৩। প্রশ্ন হবে মৌলিক ও বিভিন্ন চিন্তা স্তরের।

৪। ১ম অংশ: স্মরণশক্তি যাচাইমূলক।
২য় অংশ: অনুধাবন ক্ষমতা যাচাইমূলক।
৩য় অংশ: অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগের দক্ষতা যাচাইমূলক।
৪র্থ অংশ: বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন ক্ষমতা যাচাইমূলক।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন তিন ধরনের হবে, যথা- সাধারণ বহুনির্বাচনী, বহুপদী সমাপ্তিসূচক এবং অভিন্ন তথ্যভিত্তিক। বহুনির্বাচনী প্রশ্নগুলোও জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চ স্তরের হবে।

বিদ্যালয় পরীক্ষায় সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের প্রশ্নের মানবণ্টন

নবম ও দশম শ্রেণি

লিখিত পরীক্ষায় সৃজনশীল/রচনামূলক ও বহুনির্বচিনী প্রশ্ন থাকে। সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৬০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর বরাদ্দ। পরীক্ষায় ৯টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকে। এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। প্রতিটি প্রশ্নের মোট মান ১০। বহুনির্বাচনী অংশে মোট ৪০ টি প্রশ্ন থাকে। প্রতিাট প্রশ্নের মান ১।

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ও নম্বর বণ্টন

সৃজনশীল (রচনামূলক) প্রশ্ন	১০ x ৬ = ৬০ নম্বর
বহুনির্বাচনী অংশে ৪০টি প্রশ্ন	১০ x ৪ = ৪০ নম্বর

মোট = ১০০ নম্বর

সৃজনশীল (রচনামূলক) অভীক্ষা: ৬০ নম্বর

ক বিভাগ	সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও পৌরনীতি	৫টি প্রশ্ন থাকবে। শিক্ষার্থীদের যেকোনো দুটির উত্তর দিতে হবে
খ বিভাগ	অর্থনীতি, জনসংখ্যা শিক্ষা	২টি প্রশ্ন থাকবে। যেকোনো ১টির উত্তর দিতে হবে
গ বিভাগ	ভূগোল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	২টি প্রশ্ন থাকবে। যেকোনো ১টির উত্ত দিতে হবে

বাকী ২টি প্রশ্ন যেকোনো বিভাগ থেকে দেওয়া যাবে।

প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে। প্রটি প্রশ্নের ৪টি স্তর ও মান থাকবে:

ক)	জ্ঞান স্তর	১ নম্বর
খ)	অনুধাবন স্তর	২ নম্বর
গ)	প্রয়োগ স্তর	৩ নম্বর
ঙ)	উচ্চতর স্তর (বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন)	৪ নম্বর
	মোট =	**১০ নম্বর**

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা: বহুনির্বাচনী অভীক্ষা ৪০টি প্রশ্ন থাকবে। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। কোনো বিকল্প প্রশ্ন থাকবে না। এতে তিন ধরনের প্রশ্ন সাধারণ বহু নির্বাচনী, বহুপদী সমাপ্তিমূলক এবং অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি

বিদ্যালয়ের লিখিত পরীক্ষায় বর্তমান বহুনির্বাচনী ও সৃজনশীল(রচনামূলক) প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা নেয়া হয়। বহুনির্বাচনী ও সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে উপরিল্লিখিত নিয়ম অনুসরণ করা হয়।

সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে সাধারণ রচনামূলক অভীক্ষা প্রণয়নের নীতিমালা

দীর্ঘ উত্তরবিশিষ্ট রচনামূলক প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রশ্ন প্রণেতার নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি সতর্ক থাকা প্রয়োজন:

১। শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিখন ফলের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২। বিষয়বস্তুগত মান বন্টন অনুসরণ করে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হবে।

৩। যথেষ্ট সময় নিয়ে প্রশ্ন করতে হবে।

৪। প্রশ্নপত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে। নির্দেশনার ভাষা সহজ ও সরল হওয়া প্রয়োজন যাতে পরীক্ষার্থী সহজেই তা বুঝতে পারে।

৫। প্রশ্নের ভাষা সহজ ও সঠিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬। প্রশ্ন প্রণয়নের সময় উত্তরের কথা ভেবে প্রশ্নের সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে।

৭। নমুনা উত্তর তৈরি করতে হবে।

৮। প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে বিষয়ভিত্তিক দক্ষ হতে হবে। এক্ষেত্রে যিনি শ্রেণি শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলি পরিচালনা করেন তিনিই প্রশ্ন প্রণয়ন করলে ভালো হবে।

৯। পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

১০। প্রশ্নের ধারাবাহিকতায় সহজ থেকে কঠিন- এ ধারা/সমন্বয় রক্ষা করতে হবে।

১১। কেবল তথ্য স্মরণ রাখার ক্ষমতা যাচাইমূলক প্রশ্ন না করে জ্ঞানের এলাকাভিত্তিক ধরন নির্দেশক তালিকা তৈরি করে তার ভিত্তিতে প্রশ্ন করা।

১২। প্রথমে খসড়া প্রশ্ন প্রস্তুত করে অতঃপর পরিমার্জনের মাধ্যমে চূড়ান্ত করতে হবে।

১৩। উত্তরপত্র যাচাইয়ের জন্য প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের জন্য বিস্তারিত মান বণ্টন তালিকা প্রণয়ন

করতে হবে।

১৪। এমনভাবে প্রশ্ন করতে হবে যাতে অন্য বিষয়ের জ্ঞান পরিমাপের সুযোগ না থাকে।

১৫। বিকল্প প্রশ্ন দেবার রীতি বন্ধ করতে হবে।

১৬। একই উত্তরপত্র বিভিন্ন পরীক্ষকের দ্বারা মূল্যায়ন করানো উচিত।

১৭। মূল্যায়ন কী পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হবে তাও পূর্বে নির্ধারিত হওয়া উচিত।

সংক্ষিপ্ত উত্তরবিশিষ্ট রচনামূলক প্রশ্ন গঠনে অনুসৃতব্য নীতিমালা

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের ভাষা হবে সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট।

২। পাঠ্য বইয়ের ভাষা পরিহার করা শ্রেয়।

৩। প্রশ্নের উত্তর কীভাবে উপস্থাপন করতে হবে তার নির্দেশনা প্রশ্নপত্রে থাকবে।

৪। একটি প্রশ্নের মধ্যে অনেকগুলো অংশ রাখা যাবে না।

৫। পাঠ্যপুস্তকে যে সব বিষয়ের তথ্য অল্প কথায় বলা হয়েছে ওই সব তথ্য থেকে এমন ধরনের প্রশ্ন করতে হবে।

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা প্রণয়নের নিয়মাবলি

সাধারণ বহু নির্বাচনী প্রশ্ন প্রণয়নের নিয়মাবলি

বহু নির্বাচনী প্রশ্নের দুটি অংশ। একটি মূল প্রশ্নকারী বাক্য বা প্রধান বাক্য (Stem)। অন্যটি আলাদা আলাদা একেকটি বাক্যে সমাপ্ত বিকল্প উত্তরগুচ্ছ যাদের মধ্যে একটি উত্তর অবশ্যই সঠিক বা যথার্থ হবে। উত্তম বহু নির্বাচনী প্রশ্ন তৈরির ক্ষেত্রে অবশ্যই পালনীয় নিয়মগুলো হলো:

১। প্রশ্নটি প্রধান বাক্যে বর্ণিত হবে।

২। প্রশ্নের প্রধান অংশ সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় লিখতে হবে।

৩। সঠিক উত্তরটির জন্য কোনো সংকেত দেয়া যাবে না।

৪। সঠিকও না ভুলও না এ ধরনের দ্ব্যর্থবোধক উত্তর থাকবে না।

৫। বিকল্প উত্তর বাক্যসমূহ এমন আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বর্ণিত হবে যে প্রত্যেকটি সঠিক বলে মনে হবে।

এছাড়াও বহু নির্বাচনী প্রশ্ন উন্নয়নের জন্য যে সকল নিয়ম মেনে চলা উচিত তা হলো:

১। প্রশ্নের উত্তরদানের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবশ্যই সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকবে।

২। অসম্পূর্ণ বাক্য অপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রশ্ন করা ভালো।

৩। একটি প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর থাকবে। কোনো অবস্থাতেই একাধিক সঠিক উত্তর থাকবে না।

৪। প্রশ্ন এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে ব্যাকরণগত ভুল না থাকে।

৫। বিকল্প উত্তরগুলো সঠিক উত্তরের খুব কাছাকাছি হবে।

৬। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শুদ্ধ উত্তরটি অন্যগুলির তুলনায় হ্রস্ব বা দীর্ঘ না হয়। যাতে শিক্ষার্থীরা ভাবতে না পারে যে হ্রস্ব বা দীর্ঘ উত্তরই সঠিক।

৭। লক্ষ্য রাখতে হবে সকল প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তরই যেন একই অবস্থানে না থাকে।

৮। প্রশ্নে না বোধক অথবা দু'বার না বোধক বাক্য ব্যবহার না করা।

৯। উপরের সবগুলো সত্য অথবা উপরের কোনোটিই নয় এ ধরনের বাক্য ব্যবহার না করা।

১০। একটি অভীক্ষায় প্রত্যেকটি প্রশ্নের সমান সংখ্যক উত্তর হওয়া উচিত।

১১। একই প্রশ্নের বর্ণিত উত্তরগুলো একই ধরনের হওয়া উচিত।

১২। শিক্ষার্থীদের সংজ্ঞার জ্ঞান জানতে হলে প্রশ্নের মূল অংশের সংজ্ঞার নাম লিখে উত্তরের অংশে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞাটি লিখতে হবে।

১৩। প্রশ্নের মূল অংশে সঠিক উত্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য থাকতে হবে।

১৪। উত্তরগুচ্ছে উত্তরগুলো হবে সংক্ষিপ্ত এবং উত্তরে কোনো শব্দের পুনরাবৃত্তি না হওয়াই ভালো।

১৫। প্রশ্নে যেন কোনোরূপ চাতুর্য না থাকে।

১৬। পাঠ্যবই-এর ভাষা হুবহু ব্যবহার করা উচিত নয়।

১৭। প্রশ্নগুলো দলবদ্ধভাবে সাজানো হবে যাতে নম্বর দানে সময় কম লাগে।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

লিখিত বা মৌখিক; রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনী; মনে করা, চিনতে পারা, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন ব্যবহৃত হতে পারে।

পর্ব- খ

নিজে করুন।

পর্ব- গ, ঘ

ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের যেকোনো বিয়য়বস্তুর ভিত্তিতে নিজে নিজে অনুশীলন করুন।

পর্ব- ঙ

মূল শিখনীয় বিষয়ের ভিত্তিতে পূরণ করুন।

পর্ব- চ

সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অবলম্বনে নিজে করুন।

মূল্যায়ন

১। সৃজনশীল অভীক্ষা প্রণয়নের নীতিমালা সামাজিক বিজ্ঞানের উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

২। বহুনির্বাচনী প্রশ্নের গঠনরীতি সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের উদাহরণসহ লিখুন।

৩। সাধারণ রচনামূলক প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা আলোচনা করুন।

৪। নবম ও দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের নম্বর বণ্টন নীতিমালা উল্লেখ করুন।

৫। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা বর্ণনা করুন।

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ২৩**

বিদ্যালয় পরীক্ষায় নম্বর প্রদান: নম্বর প্রদান সূচি নম্বর যাচাই ও সংশোধন

ভূমিকা

বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কতটুকু কৃতিত্ব বা অগ্রগতি অর্জন করল তা যাচাই করার জন্য বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষা মূলত সামগ্রিক মূল্যায়নের একটি ধরন যা সাধারণত কোনো পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় শেষে নেওয়া হয়। এ ধরনের পরীক্ষা মূলত লিখিত হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে বিদ্যালয়গুলোতে পরীক্ষকগণ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা বিচার বিবেচনার ভিত্তিতে এসব পরীক্ষায় নম্বর দিয়ে থাকেন। এর জন্য সাধারনত কোনো আদর্শ মানদন্ড বা পূর্বে প্রণীত সূচি ব্যবহার করা হয় না। এ ছাড়া নম্বর সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত কৃতিত্বের মান নির্ধারণে এগুলো তেমন ভুমিকা রাখে না বা রাখতে পারে না।

কিন্তু পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করার মাধ্যমে শিক্ষার সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জন। কেবল একটি পরীক্ষার ফলাফল যাচাইয়ের মাধ্যমে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সকল পরীক্ষার (ধারাবাহিক ও সামগ্রিক) ফলাফল বিবেচনায় আনা উচিত। এ কাজটি যথযথভাবে করতে হলে নির্ধারিত সূচির ভিত্তিতে সকল পরীক্ষায় নম্বর দিতে হবে। প্রদত্ত নম্বরের যথার্থতা যাচাই করতে হবে অর্থ্যাৎ যে যোগ্যতা ও শিখনফল যাচাই করার জন্য পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে তা সঠিকভাবে বিবেচনা করা হয়েছে কিনা এবং কোথাও কোনো সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি থাকলে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- বিদ্যালয় পরীক্ষায় নম্বর প্রদান সূচির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- বিদ্যালয় পরীক্ষায় নম্বর প্রদান সূচি চিহ্নিত করতে পারবেন;
- রচনামূলক অভীক্ষায় প্রশ্নের বিস্তারিত মান বণ্টন করতে পারবেন;
- সৃজনশীল/কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের উত্তরে নম্বর প্রদান করতে পারবেন এবং
- বিদ্যালয় পরীক্ষার নম্বর যাচাই ও সংশোধন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ বিদ্যালয় পরীক্ষার নম্বর প্রদানের সূচির প্রয়োজনীয়তা

- নম্বর প্রদান সূচি কী একটি বাক্যে নিচের ছকে লিখুন।

নম্বর প্রদান সূচি কী?

- বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় নম্বর প্রদানে সূচির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে খানিক্ষণ ভাবুন এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর মাথা খাটিয়ে বের করুন ও পয়েন্টাকারে নোট খাতায় লিখুন।

  (ক) বিদ্যালয় পরীক্ষায় নম্বর প্রদান সূচি প্রয়োজন কেন?

  (খ) সূচির অভাবে নম্বর প্রদানে কী সমস্যা হতে পারে?

  (গ) এর ফলে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব ও প্রেষণায় কী প্রভাব পড়তে পারে?

- আত্মমূল্যায়ন করে দেখুন শিক্ষক হিসেবে আপনি নিজে কি নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে এ ধরনের সূচি ব্যবহার করেন? না করে থাকলে এ বিষয়ে আপনার ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে চিন্তা

করুন।

পর্ব- খঃ বিদ্যালয় পরীক্ষার নম্বর প্রদান সূচি চিহ্নিতকরণ

- সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে বিদ্যালয় পরীক্ষার নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে একটি উপযুক্ত সূচি প্রণয়ন করতে হলে কোন কোন দিক বিবেচনা করা উচিত চিন্তা করুন ও একটি তালিকা প্রণয়ন করুন।

নম্বর প্রদান সূচির বিবেচিত দিক:

- মূল শিখনীয় বিষয় থেকে সংশ্লিষ্ট অংশটি পাঠ করুন এবং গুরুত্বের বিবেচনায় প্রথম ৬টি পয়েন্ট চিহ্নিত করে একটি পৃথক তালিকা প্রস্তুত করুন।

পর্ব- গঃ সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে রচনামূলক পরীক্ষার বিস্তারিত মান বণ্টন

নিচে প্রদত্ত সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্রটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং নিচের বিষয়গুলো পর্যালোচনাপূর্বক খাতায় লিখুন।

১। ডানপাশে উল্লিখিত মান প্রশ্নের কোন অংশের জন্য কত বরাদ্দ?

২। প্রদত্ত মান প্রশ্নগুলো যাচাইয়ের জন্য যথেষ্ট কিনা?

৩। প্রদত্ত মান অনুযায়ী কীভাবে বিভিন্ন অংশের জন্য নম্বর দেওয়া যায়? একটি নম্বর প্রদানের সূচি প্রণয়ন করুন।

বিদ্যালয় পরীক্ষার একটি নমুনা প্রশ্নপত্র
বিষয়ঃ সামাজিক বিজ্ঞান
শ্রেণিঃ দশম

সময়: ২ ঘণ্টা পূর্ণমান: ৫০

[দ্রষ্টব্য : ডান পার্শ্বস্থ সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক।]

১। যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ৫×১=৫

ক) সামজিকীকরণ বলতে কী বোঝায়? সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসেবে পরিবারের ভূমিকা বর্ণনা কর।

খ) সামাজিক মূল্যবোধের সংজ্ঞা দাও। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণগুলো বর্ণনা কর।

২। যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ৩×১=৩

ক) এস্টেট প্রথা বলকে কী বোঝায়?

খ) সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়নের ভূমিকা বর্ণনা কর।

৩। যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ৬×১=৬

ক) তিতুমীরের সংগ্রামী আন্দোলন বর্ণনা কর।

খ) ১৮৫৭ সালের সংগ্রামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলো বর্ণনা কর।

৪। যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ৩×১=৩

ক) রাজা রামমোহন রায় সমাজ সংস্কারক হিসেবে কী কী কাজ করেন?

খ) কীভাবে এবং কাদের নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়েছিল?

৫। যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ৫×১=৫

ক) আহ্নিক গতি কাকে বলে? এর ফলে কীরূপে দিবারাত্রি সংগঠিত হয় বর্ণনা কর।

খ) শিলা কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী? আগ্নেয় শিলার বর্ণনা দাও।

৬। যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ৩×১=৩

ক) ভঙ্গিল পর্বতের বর্ণনা দাও।

খ) মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়ের বর্ণনা দাও।

৭। যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ৬×১=৬

ক) নাগরিক কাকে বলে? সুনাগরিকের গুণাবলি বর্ণনা কর।

খ) আইন কী? আইনের বিভিন্ন উৎস বর্ণনা কর।

৮। যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ৩×১=৩

ক) সংসদ কীভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে?

খ) সচিবালয় কী? সচিবালয়ের কাজ কী?

৯। যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ৬×১=৬

ক) অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা কী?

খ) অর্থের সংজ্ঞা দাও। অর্থের কার্যাবলির বিবরণ দাও।

১০। যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ৩×১=৩

ক) মিশ্র অর্থনীতি কী?

খ) দারিদ্রের দুষ্টচক্র বলতে কী বোঝায়?

১১। যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ক) বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সামাজিক কারণগুলো বর্ণনা কর। খ) আদমশুমারি বলতে কী বোঝায়? এটা কী কী কাজে লাগে?	৫×১=৫
১২। যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ক) দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের তফাৎ কী? খ) অবকাঠামোগত দুর্যোগ প্রতিরোধ বলতে কী বোঝায়?	২×১=২

পর্ব- ঘঃ সৃজনশীল/কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের উত্তরে নম্বর প্রদান

- প্রশিক্ষণার্থীরা শিখন, মূল্যযাচাই এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন: ই এস ১০২ কোর্সে লব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে নিচের প্রশ্ন দুটির উত্তর খাতায় লিখুন।
  - সৃজনশীল/কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন কী?
  - সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে একটি কাঠমোবদ্ধ প্রশ্নের উত্তর লিখুন অথবা সংগ্রহ করুন।
- সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়ন করে নম্বর দিন।
- এবার পর্যালোচনা করে দেখুন আপনার নম্বর দেওয়ার প্রক্রিয়া যথাযথ হয়েছে কিনা।

পর্ব- ঙঃ বিদ্যালয় পরীক্ষার নম্বর যাচাই ও সংশোধন প্রক্রিয়া

- বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় নম্বর যাচাই ও সংশোধনের পদ্ধতি কী ধরনের হওয়া উচিত নিচের বক্সে লিপিবদ্ধ করুন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় অংশে উপস্থাপিত তথ্যের সহায়তা গ্রহণ করুন।

নম্বর যাচাই ও সংশোধন পদ্ধতি:

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ২৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

বিদ্যালয় পরীক্ষায় নম্বর প্রদানের সূচির প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর পরীক্ষার নম্বর প্রদান ও সংরক্ষণে যে পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় তাকে পরীক্ষার নম্বরসূচি বলে। শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে যেমন পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি নম্বর প্রদান সূচির মাধ্যমে সঠিক ও পদ্ধতিগত নম্বর প্রদান ও সংরক্ষণ বিষয়টি অনস্বীকার্য। এটি একটি বিজ্ঞানসম্মত, নির্ভরযোগ্য এবং মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া।

সূচির অভাবে একই মানের উত্তরের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষকের কাছে নম্বরের বিভিন্নতা দেখা দিতে পারে। কোনো পরীক্ষক বেশি বা কেউ কম নম্বর দিতে পারেন। ফলে নম্বর প্রদানে নৈর্ব্যক্তিকতার অভাব দেখা যায়। এর ফলে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির পরিমাপ যথাযথ হয় না। শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হয়। শিক্ষার্থীরা ভালো কৃতিত্ব অর্জনের প্রেষণা হারিয়ে ফেলতে পারে। আবার বেশি নম্বর শিক্ষার্থীকে অধিক আত্মবিশ্বাসী করে তোলে যা প্রকৃত অগ্রগতি অর্জনের অন্তরায় হতে পারে।

বিদ্যালয় পরীক্ষার নম্বর প্রদানের সূচি

১। পরীক্ষককে শিক্ষার্থী মূল্যায়নের নৈর্ব্যক্তিতা রক্ষা করার লক্ষ্যে নম্বরসূচি তৈরি করতে হবে।

২। প্রশ্নপত্রে প্রশ্নের মানবণ্টন করতে হবে।

৩। পরীক্ষককে উল্লিখিত নম্বরের প্রেক্ষিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে হবে।

৪। একই প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের নম্বর বিভাজন না থাকলে তা নির্ধারণ করে নিতে হবে।

৫। ঠিক করতে হবে বানান ভুল ও ভাষার ত্রুটির জন্য নম্বর কাটা হবে কিনা।

৬। সংশ্লিষ্ট চিত্র, চিত্রের লেবেলিং, সংগঠনের মান, রেফারেন্সসহ উত্তরের যথার্থতার প্রেক্ষিতে নম্বর বণ্টন ঠিক করে নিতে হবে।

৭। বিস্তারিত মানবণ্টন তালিকা প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী নম্বর প্রদান।

৮। সম্ভাব্য নমুনা উত্তরপত্র তৈরি এবং সে অনুযায়ী নম্বর প্রদান।

৯। নম্বর প্রদান পদ্ধতি নির্ধারণ।

১০। অপ্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের ওপর কতটা গুরুত্ব দেয়া হবে তা নির্দিষ্ট করা।

১১। অপ্রাসঙ্গিক তথ্য অন্তর্ভুক্তির জন্য কত নম্বর হ্রাস করা হবে তা নির্ধারণ করা।

১২। যে সকল প্রশ্নের উত্তরে অধিক সংখ্যক তথ্য থাকে সেই তথ্যগুলোর তালিকা প্রস্তুতকরণ।

১৩। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্রে নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে শুদ্ধ উত্তর তালিকা বা Answer Key প্রণয়ন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে হবে।

১৪। নম্বর প্রদানে ভগ্নাংশ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। প্রাপ্ত মোট নম্বর ভগ্নাংশ হলে তা পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যায় উন্নীত করতে হবে।

১৫। পরীক্ষার্থী প্রয়োজনের অতিরিক্ত উত্তর লিখলে অপেক্ষাকৃত সঠিক উত্তরটি মূল্যায়ন করে অন্য উত্তরটি 'অতিরিক্ত' লিখে পরীক্ষক স্বাক্ষর করবেন এবং উক্ত প্রশ্নের উত্তরের জন্য কোনো নম্বর প্রদান করবেন না।

১৬। উত্তর সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হলে উত্তরের বামদিকে 'অপ্রা' লিখে '০' (শূন্য) নম্বর প্রদান করতে হবে।

১৭। পরীক্ষার্থী উত্তরপত্রে প্রশ্নোত্তর লিখতে ভুল করলে বা মোটেই না লিখলে পরীক্ষক তা লাল কালি দিয়ে লিখে দিবেন এবং উত্তরের সঠিকতার মাত্রা অনুযায়ী নম্বর প্রদান করবেন।

১৮। নম্বর প্রদান শেষ করে পুনরায় সমগ্র খাতা তুলনামূলকভাবে বিচার করা প্রয়োজন।

১৯। একই ধরনের নম্বর প্রাপ্ত উত্তর পত্রগুলো পুনরায় তুলনা করা।

২০। উত্তরপত্র মূল্যায়ন শেষে আলাদা নম্বর ফর্দ প্রণয়ন করতে হবে।

২১। উত্তরপত্রে প্রদত্ত নম্বর এবং নম্বর ফর্দে প্রদত্ত নম্বর মিলিয়ে দেখতে হবে।

২২। নির্ধারিত তারিখে কর্তৃপক্ষের নিকট নম্বর ফর্দ এবং উত্তরপত্র জমা দিতে হবে।

সৃজনশীল/কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের উত্তরে নম্বর প্রদান

নির্দেশক সারণী (যা গ্রীক, রুব্রিক, ম্যাট্রিক্স নামে পরিচিত) ভালো একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের নম্বর প্রদানে বিশেষ উপযোগী। নির্দেশক সারণী হিসেবে রুব্রিক কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের একটি অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। এ সারণী কেবল সেই অংশটির নম্বর প্রদান পরিকল্পনা। সর্বোচ্চ নম্বর পেতে কী ধরনের উত্তর হবে তা নির্দেশ করে 'রুব্রিক' নামের সারণী। এ ছাড়া 'রুব্রিক' কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের উপাংশগুলোরও প্রত্যাশিত সর্বোচ্চ নম্বর নির্দেশ করে। নিচে একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের অংশবিশেষের উদাহরণ দেয়া হলো। এ অংশটির উত্তর করতে শিক্ষার্থীর উচ্চস্তরের দক্ষতা প্রয়োজন হয়।

স্তর		**প্রত্যেকটি স্তরে বিস্তৃত উত্তর (লিখিত নয়)**	**প্রদত্ত নম্বর**
স্তর ৪	উচ্চস্তর দক্ষতার স্তর নির্দেশক শুদ্ধ উত্তর দেয়া হয়েছে।		৪
স্তর ৩	উত্তরে কেবল প্রয়োগ উপযোগী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।		৩
স্তর ২	উত্তরে কেবল অনুধাবনের পরিচয় পাওয়া যায়।		২
স্তর ১	উত্তরে কেবল মুখস্থ করা তথ্য রয়েছে।		১
স্তর ০	উত্তর সম্পূর্ণরূপে অশুদ্ধ।		০

সারণী হিসেবে 'ম্যাট্রিক্স' একটি নম্বর প্রদানের পরিকল্পনা। এতে সম্পূর্ণ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত নম্বরগুলো একত্রিত করা হয়। এটি আসলে একটি বিশেষ প্রশ্নের রুব্রিকগুলোর সমষ্টি এবং এতে প্রশ্নের মধ্যকার বিভিন্ন ধরনের চিন্তন দক্ষতা পরীক্ষা করা হয়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের চিন্তন দক্ষতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর উত্তরগুলোতে নম্বর প্রদান করা যায়।

নিচে চারটি অংশে বিভাজিত কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের উদাহরণ দেয়া হলো। এতে 'ক' অংশের উত্তর তথ্য নির্ভর, 'খ' অংশের উত্তর অনুধাবনমূলক, 'গ' অংশের প্রয়োগ স্তরের এবং 'ঘ' অংশের উত্তরে উচ্চতর দক্ষতা প্রত্যাশা করা হয়েছে।

স্তর ৪				.....
স্তর ৩			.....	
স্তর ২		.....		
স্তর ১	.....			
	'ক' অংশ	'খ' অংশ	'গ' অংশ	'ঘ' অংশ

এই উদাহরণ নম্বর প্রদান পরিকল্পনা নির্দেশ করবে।

'ক' অংশের সম্পূর্ণ উত্তরের জন্য ১ নম্বর।

'খ' অংশের সম্পূর্ণ উত্তরের জন্য ২ নম্বর; কিন্তু যদি উত্তর কেবল তথ্য নির্ভর হয় তা হলে ১ নম্বর দেয়া হবে।

'গ' অংশের সম্পূর্ণ উত্তরের জন্য ৩ নম্বর; তবে উত্তর অনুধাবন স্তরের অথবা তথ্য নির্ভর হলে যথাক্রমে ২ ও ১ নম্বর দেয়া হবে।

'ঘ' অংশের সম্পূর্ণ উত্তরের জন্য ৪ নম্বর; তবে তা প্রয়োগ, অনুধাবন অথবা তথ্যনির্ভর হলে যথাক্রমে ৩, ২ ও ১ নম্বর দেয়া হবে।

বিদ্যালয় পরীক্ষার নম্বর যাচাই ও সংশোধন প্রক্রিয়া বা করণীয়

১। পরীক্ষার্থী কর্তৃক উত্তর দেয়া আবশ্যক এরূপ সকল উত্তরের জন্য নম্বর দেয়া হয়েছে কি না এবং কোনো অতিরিক্ত উত্তর দেয়া হয়েছে কি না।

২। প্রশ্নের সাথে উত্তরের মিল আছে কি না।

৩। অন্য একজন পরীক্ষকের মাধ্যমে পুনরায় নম্বর প্রদান করা।

৪। অতিরিক্ত উত্তর ও অপ্রাসঙ্গিক উত্তর নিয়মানুযায়ী চিহ্নিত করা হয়েছে কি না।

৫। উত্তর পত্রে প্রশ্নোত্তর নম্বর লিখতে ভুল করলে বা না লিখলে পরীক্ষক তা ঠিক করে লিখে যথাযথভাবে নম্বর প্রদান করেছেন কি না।

৬। সমস্ত উত্তরগুলোর জন্য প্রদত্ত নম্বর উত্তরপত্রের সামনের পৃষ্ঠায় নেয়া হয়েছে কি না এবং নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ হয়েছে কি না।

৭। উত্তর পত্রের সামনে পৃষ্ঠায় নোট করা নম্বরগুলি শুদ্ধভাবে যোগ করা হয়েছে কি না।

৮। উত্তর পত্রের নম্বরের সাথে মার্কশিটের নম্বরের তুলনা করা।

৯। দৃষ্টিভঙ্গির অমিলের কারণে নম্বর প্রদানে পার্থক্য হয়েছে কি না।

বিদ্যালয় পরীক্ষার নম্বর সংশোধন

সংশ্লিষ্ট কমিটি যাচাই প্রক্রিয়ার যে কোনো পয়েন্টে ভুল চিহ্নিত করতে পারলে তা যথা নিয়মে সংশোধন করবেন। এক্ষেত্রে কার্যকর ও প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে উত্তরপত্র দ্বিতীয় পরীক্ষণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে তৃতীয় পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা। সাধারণত প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষণের নম্বর গড় করে স্কোর নির্ধারণ করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্বরের মধ্যে যদি ২০% নম্বরের পার্থক্য হয় তখন উক্ত উত্তরপত্র তৃতীয় পরীক্ষকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। এছাড়াও বহু নির্বাচনী অভীক্ষায় শিক্ষার্থীদের অনুমান নির্ভর উত্তর দেয়ার প্রবণতা থেকে ভুল উত্তর নাকচ করার সংশোধনী সূত্র ব্যবহার করা যায়-

$$S = \frac{R - W}{Q - 1}$$

S = নম্বর বা স্কোর

R = সঠিক উত্তরের সংখ্যা

W = ভুল উত্তরের সংখ্যা

Q = বিকল্প উত্তরের সংখ্যা

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

নম্বর প্রদান সূচিঃ

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার নম্বর প্রদান ও সংরক্ষণে যে পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় তাকে পরীক্ষার নম্বরসূচি বলে।

প্রশ্ন ক

শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে যেমন পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি নম্বর প্রদান সূচির মাধ্যমে সঠিক ও পদ্ধতিগত নম্বর প্রদান ও সংরক্ষণ বিষয়টি অনস্বীকার্য। এটি একটি বিজ্ঞানসম্মত, নির্ভরযোগ্য এবং মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া।

প্রশ্ন খ

সূচির অভাবে একই মানের উত্তরের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষকের কাছে নম্বরের বিভিন্নতা দেখা দিতে পারে। কোনো পরীক্ষক বেশি বা কেউ কম নম্বর দিতে পারেন। ফলে নম্বর প্রদানে নৈর্ব্যক্তিকতার অভাব দেখা যায়। এর ফলে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির পরিমাপ যথাযথ হয় না। শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হয়।

প্রশ্ন গ

সূচির অভাবে শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র যথাযথভাবে মূল্যায়িত নাও হতে পারে। শিক্ষার্থীরা প্রত্যাশার তুলনায় কম নম্বর পেলে ভালো কৃতিত্ব অর্জনের প্রেষণা হারিয়ে ফেলতে পারে। আবার অধিক নম্বর প্রদান শিক্ষার্থীকে অধিক আত্মবিশ্বাসী করে তোলে যা প্রকৃত অগ্রগতি অর্জনের অন্তরায় হতে পারে।

পর্ব- খ

নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষা, প্রশ্নের মান বণ্টন, প্রশ্নের অংশ অনুযায়ী নম্বর বিভাজন, নমুনা উত্তরপত্র তৈরি এবং সে অনুযায়ী নম্বর প্রদান, ইত্যাদি।

পর্ব- গ

প্রশ্ন ১

.	ক)	সংজ্ঞা- ১, পরিবারের ভূমিকা- ৪
	খ)	সংজ্ঞা- ১, কারণগুলো- ৪
২	ক)	এস্টেট প্রথা বর্ণনায়- ৩
	খ)	শিল্পায়নের ভূমিকা বর্ণনায়- ৩
৩	ক)	সার্বিক বর্ণনায়- ৬
	খ)	রাজনৈতিক কারণ- ৩, অর্থনৈতিক কারণ- ৩
৪	ক)	কাজের বর্ণনায়- ৩
	খ)	কীভাবে- ১, গঠনে- ২
৫	ক)	সংজ্ঞা- ১, দিবারাত্রি সংঘটন প্রক্রিয়ার বর্ণনা- ৪
	খ)	সংজ্ঞা- ১, প্রকারভেদ- ১, বর্ণনায়- ৩
৬	ক)	বর্ণনায়- ৩
	খ)	বর্ণনায়- ৩
৭	ক)	সংজ্ঞা- ১, গুণাবলিতে- ৫
	খ)	সংজ্ঞা- ১, আইনের উৎস বর্ণনায়- ৫
৮	ক)	সার্বিক বর্ণনায়- ৩
	খ)	সংজ্ঞা- ১, কাজে- ২
৯	ক)	প্রয়োজনীয়তা বর্ণনায়- ৬
	খ)	সংজ্ঞা- ১, কার্যাবলির বিবরণী- ৫

১০	ক)	সংজ্ঞা- ৩
	খ)	সংজ্ঞা- ৩
১১	ক)	সামাজিক কারণগুলো বর্ণনায়- ৫
	খ)	সংজ্ঞা- ১, কাজের বর্ণনায়- ৪
১২	ক)	তফাৎ- ২
	খ)	সংজ্ঞা- ২

প্রশ্ন ২ ও ৩

নিজে করুন।

পর্ব- ঘ

নিজে করুন।

পর্ব- ঙ

যাচাই ও সংশোধন পদ্ধতি:

১. নম্বর যাচাইয়ের জন্য কমিটি গঠন।

২. প্রয়োজনে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পরীক্ষণ করা।

৩. উত্তর নাকচ করার সংশোধনী সূত্র ব্যবহার।

মূল্যায়ন

১। বিদ্যালয় পরীক্ষার নম্বর প্রদানের জন্য সূচির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

২। নম্বর প্রদান সূচির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো বর্ণনা করুন।

৩। রুব্রিক অনুযায়ী কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের নম্বর প্রদান প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

৪। বিদ্যালয় পরীক্ষার নম্বর যাচাইয়ের জন্য করণীয় কাজের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ২৪**

শিক্ষার্থীদের ফলাফল সংরক্ষণ ও তাদের অর্জন পরিবীক্ষণ

ভূমিকা

বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের অর্জিত ফলাফল সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। এ সব ফলাফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সার্বিক অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তাদের অগ্রগতি সম্পর্কিত সমস্যা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে পাওয়া সহজ হয়। এর মাধ্যমে শিক্ষকের পাঠদানের কৌশলের ত্রুটি শনাক্ত করে তাদের পেশাগত উন্নয়নের দিক নির্দেশনা দেওয়া সহজ হয়। এ ছাড়া সংরক্ষিত ফলাফল থেকে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। অতএব বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সকল পরীক্ষার ফলাফল সংরক্ষণ করা উচিত। এ অধ্যায়ে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে সমন্বিত মূল্যযাচাইয়ের জন্য সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের ফলাফল সংরক্ষণ ও তাদের অর্জন পরিবীক্ষণ সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও দক্ষতা অর্জনের ওপর আলোকপাত করা হলো।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- শিক্ষার্থীদের ফলাফল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করতে পারবেন;
- ফলাফল রেকর্ডে যে সকল তথ্য সংরক্ষণ করা উচিত তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- নির্ধারিত ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের ফলাফল সংরক্ষণ করতে পারবেন;
- অর্জন পরিবীক্ষণ কী ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষার্থীদের অর্জন পরিবীক্ষণের প্রক্রিয়াসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন;
- অর্জন পরিবীক্ষণের জন্য গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ দিতে পারবেন এবং
- নির্ধারিত ছক অনুযায়ী অর্জন পরিবীক্ষণ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ শিক্ষার্থীদের ফলাফল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের একজন শিক্ষকের শিক্ষকতা সম্পর্কিত পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত কেইস স্টাডিটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন এবং নিচের প্রশ্নসমূহের উত্তর বের করুন।

  (ক) শিক্ষার্থীদের ফলাফল যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করায় কী কী অসুবিধা হয়েছে?

  (খ) শিক্ষক ফলাফল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কীভাবে অনুভব করলেন?

  (গ) শিক্ষার্থীদের সকল পরীক্ষার ফলাফল সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন?

Hypothetical Case Study

হালিম জামিল দীর্ঘদিন যাবৎ হাসনাবাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীদের কাছে এবং এলাকার জনগণের কাছে তিনি খুবই প্রিয় এবং তিনি যথেষ্ট সুনামের অধিকারী। কেননা শ্রেণিকক্ষে তিনি খুবই ভালোভাবে শিক্ষণ-শিখন কার্য পরিচালনা করেন। তিনি গতানুগতিক বক্তৃতা পদ্ধতিতে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় অভ্যস্ত নন। বরং তিনি বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শ্রেণি শিক্ষণ কার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি প্রতিদিনের কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অর্জন বা শিখন অগ্রগতির মূল্যযাচাই লিপিবদ্ধ করেন না বা ফলাফল সংরক্ষণ করেন না। এমনকি অগ্রগতির অভীক্ষার মাধ্যমে পরিচালিত পরীক্ষার ফলাফলও তিনি সংরক্ষণ করেন না। নব প্রবর্তিত বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই প্রক্রিয়া তাঁর বিদ্যালয়ে চালু হওয়া সত্ত্বেও তিনি ফলাফল সংরক্ষণ করেন না বলে তিনি অন্য শিক্ষকদের চেয়ে ভালোভাবে শিক্ষণ কার্য পরিচালনা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনের কোনো প্রমাণ বা চিহ্ন তাঁর কাছে নেই। ফলে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইসহ অন্যান্য সাময়িক পরীক্ষা ও বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ বিঘ্নিত হয়।

অন্যদিকে তিনি পরবর্তী সময়ে চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের ফিডব্যাক প্রদান করতে পারেন না। প্রধান শিক্ষক বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিদ্যালয় পরিদর্শনকালীন সময়ে বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষকগণ তুলনামূলকভাবে ভালো শিক্ষণ কার্য পরিচালনা না করেও শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনের ধারা বা মাত্রার রেকর্ড পরিদর্শকের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন। কিন্তু হালিম জামিল এক্ষেত্রে চুপ করে থাকেন এবং লজ্জাবোধ করেন। শিক্ষক পরিষদের সভায় যখন অন্যান্য কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা চলে তখন জনাব হালিম জামিল বেশ সরব থাকেন এবং প্রতিটি বক্তব্য যৌক্তিকভাবে তুলে ধরেন। যখনই আলোচনার বিষয় হিসেবে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতির কথা আসে তখন প্রধান শিক্ষক মহোদয় জনাব হালিম জামিলকে যৌক্তিকভাবে বক্তব্য দিতে অনুরোধ করেন। তিনি এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ মৌখিকভাবে উপস্থাপন করেন। প্রধান শিক্ষক এ বিষয়ে তাঁর লিখিত রেকর্ড জমা দিতে বললে হালিম জামিল তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। ফলে সভার অন্য সদস্যরা তাঁর বক্তব্যের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

শিক্ষাবর্ষ শেষে শিক্ষার্থীদের ফলাফল প্রকাশের সময়ও তিনি একই সমস্যায় পড়েন। ফলে উক্ত শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নম্বর প্রদানের ঘর বা জায়গা খালি রাখা হয়। কিছুদিন পর একজন শিক্ষার্থীর অভিভাবক অগ্রগতির রিপোর্টে নির্দিষ্ট ঘর খালি রাখার বিষয়টি জানতে বিদ্যালয়ে আসলে তিনি জানতে পারেন জনাব হালিম জামিলের কারণে ওই বিষয়ের ফলাফল সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় নি। উক্ত অভিভাবক সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের নাম শুনে তা বিশ্বাস করতে চান নি।

তাছাড়া উঁচু ও নিচু কৃতিত্বধারী শিক্ষার্থী নির্ধারণে এবং নিচু কৃতিত্বধারী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সহায়তা কর্মসূচি ও উঁচু কৃতিত্বধারী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে প্রকট সমস্যা দেখা দেয়। এমনিভাবে একটির পর একটি সমস্যা মোকাবেলা করে জনাব হালিম জামিল প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের সাথে এ বিষয়ে কথা বলেন এবং নিজের কাজের দুর্বলতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। সাথে সাথে তিনি স্বীকার করেন যে, কেবল শ্রেণিতে শিক্ষণ কার্য পরিচালনাই একজন শিক্ষকের কাজ নয়, তাঁকে অবশ্যই শিখনের জন্য মূল্যযাচাই এবং একই সাথে শিখনের মূল্যযাচাই-এর সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মূল্যযাচাইয়ের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের ফলাফল যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। ফলাফল সংরক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষকে যথাযথ সহায়তা করতে হবে।

- আপনার চিহ্নিত পয়েন্টগুলো সহকর্মী শিক্ষক/সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করুন, পয়েন্টগুলোর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করুন এবং এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের কী করা উচিত ছিল তা সংক্ষেপে লিখুন।
- শিক্ষক হিসেবে অপনি নিজে কী করেন সে সম্পর্কে আত্ব-প্রতিফলন করুন এবং কোনো ঘাটতি থাকলে চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে গৃহীতব্য পদক্ষেপ উল্লেখ করুন।
- কেইস স্টাডিটির মূল শিখনীয় বিষয় কী?

পর্ব- খঃ ফলাফল রেকর্ডে যে সকল তথ্য সংরক্ষণ করা উচিত

- মূল্যায়ন সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা ও ধারণার আলোকে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইসহ গঠনমূলক মূল্যযাচাই এবং সমন্বিত মূল্যযাচাইয়ের ক্ষেত্রে ফলাফল রেকর্ডে কোন কোন তথ্য উল্লেখ থাকা উচিত সে সম্পর্কে আপনার সৃজনমূলক চিন্তার আলোকে একটি তালিকা প্রণয়ন করুন।

ফলাফল রেকর্ডে যে সকল বিষয়ে তথ্য সংরক্ষণ করা উচিত:
১।
২।
৩।
৪।

- অত:পর মূল শিখনীয় অংশে প্রদত্ত পয়েন্টগুলোর সাথে আপনার চিহ্নিত পয়েন্টগুলো মিলান। নতুন কোনো পয়েন্ট যোগ করার প্রয়োজন মনে করলে করুন।

পর্ব গঃ নির্ধারিত ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের ফলাফল সংরক্ষণ

- বিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফলাফল সংরক্ষণে বিভিন্ন ধরনের ফলাফল সংরক্ষণ ছক ব্যবহৃত হয়ে থাকে অথবা হওয়া উচিত। আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে কয়েকটি ফলাফল সংরক্ষণ ছকের নাম উল্লেখ করুন।

- এবার কর্মপত্র ১-৪ এ প্রদত্ত ছকগুলো (কৃতিত্বের রেকর্ড সংরক্ষণ ছক, কৃতিত্বের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক, গঠনকালীন মানযাচাইয়ের রেকর্ড সংরক্ষণ ছক, শিক্ষার্থীর মান যাচাই) পাঠ করুন। অন্তর্ভুক্ত পয়েন্টগুলো ভালো করে লক্ষ্য করুন। আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে ছকে নতুন কোনো পয়েন্ট সংযোজন বা বিয়োজনের প্রয়োজন হলে তা করুন।

পর্ব- ঘঃ অর্জন পরিবীক্ষণের ধারণা ও প্রক্রিয়া

- পরিবীক্ষণ এবং অর্জন পরিবীক্ষণ বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে আপনার ধারণা সংগঠন করুন এবং নিচের বক্সে সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

পরিবীক্ষণ:
অর্জন পরিবীক্ষণ:

- পরীক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীর অর্জন পরিবীক্ষণ কেন প্রয়োজন সে সম্পর্কে নিজেকে প্রশ্ন করুন। বিদ্যালয়ে শিক্ষকবৃন্দ তা কতটা করে থাকেন সে সম্পর্কে প্রতিফলন করুন এবং এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের করণীয় সম্পর্কে ভাবুন ও খাতায় লিখুন।
- এবার শিক্ষার্থীদের অর্জন কী কী প্রক্রিয়ায় পরিবীক্ষণ করা যায় মাথা খাটিয়ে বের করুন ও নিচের ধারণা মানচিত্রটি পূরণ করুন।

পর্ব- ঙ: অর্জন পরিবীক্ষণের জন্য গৃহীত সহায়তা কার্যক্রমের বিবরণ এবং অর্জন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত নির্ধারিত ছক পূরণ করা

আপনারা লক্ষ্য করেছেন শিক্ষার্থীদের অর্জন পরিবীক্ষণের জন্য নানাবিধ কৌশল ব্যবহার করা যায়। অর্জন পরিবীক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক সহজেই নিচু, মধ্যম ও উঁচু কৃতিত্বের শিক্ষার্থী চিহ্নিত করতে পারেন। কিন্তু অর্জন পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। চিহ্নিত দুর্বল শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ এবং উঁচু কৃতিত্বধারী শিক্ষার্থীদের জন্য সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ড গ্রহণের মাধ্যমে তাদেরকে অগ্রগতির সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করাই পরিবীক্ষণের মূল লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে গৃহীত সহায়তা এবং সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমও যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তনের প্রয়োজন আছে। পুরো কাজটি করার ক্ষেত্রে রেকর্ড সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার ওপর জোর দিতে হবে। তা না হলে প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

- অর্জন পরিবীক্ষণের মাধ্যমে চিহ্নিত দুর্বল ও উঁচু কৃতিত্বের শিক্ষার্থীদের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় নিচে উল্লেখ করুন।

  দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য গৃহীতব্য সহায়তামূলক কার্যক্রম।

  ১।

  ২।

  ৩।

  উঁচু কৃতিত্বের শিক্ষার্থীদের জন্য গৃহীতব্য সহায়তামূলক কার্যক্রম।

  ১।

  ২।

  ৩।

- কর্মপত্র ৫ এবং ৬ এ প্রদত্ত ছক দুটি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করুন। অতঃপর সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের যেকোনো উদাহরণের সাহায্যে কর্মপত্রে উল্লিখিত ছক দুটি পূরণ করুন।

কর্মপত্র ১: ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণিতে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নের আওতায় শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের রেকর্ড সংরক্ষণ

কোর্স ওয়ার্ক: সাময়িক- ১

শিক্ষার্থীর নাম	শ্রেণি অভীক্ষা				শ্রেণির কাজ		শ্রেণি ও ব্যবহারিক কাজ		বাড়ির কাজ				নির্ধারিত কাজ		মৌখিক উপস্থাপনা		দলগত কাজ		কোর্স ওয়ার্ক
	অভীক্ষা-১	অভীক্ষা-২	মোট	SBA	নম্বর	SBA	নম্বর	SBA	বাক্য- ১	বাক্য- ২	মোট নম্বর	SBA	মোট নম্বর	SBA	মোট নম্বর	SBA	মোট নম্বর	SBA	মোট নম্বর
	১০	১০	২০	৫	৩৬	৫	৩৬	৫	১০	১০	২০	৫	১৫	৫	৩৬	৫	৩৬	৫	

কর্মপত্র ২: শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের বার্ষিক প্রতিবেদন

কোর্স ওয়ার্ক: সাময়িক- ১

স্কুলের নাম: .....

শিক্ষার্থীর নাম: ..... শ্রেণি: .....

শাখা: .....

	সাময়িক- ১			সাময়িক- ২			সাময়িক- ৩			মোট		
	পরীক্ষা (৭০%)	কোর্স ওয়ার্ক (৩০%)	মোট নম্বর (১০০%)	পরীক্ষা (৭০%)	কোর্স ওয়ার্ক (৩০%)	মোট নম্বর (১০০%)	পরীক্ষা (৭০%)	কোর্স ওয়ার্ক (৩০%)	মোট নম্বর (১০০%)	পরীক্ষা (২১০)	কোর্স ওয়ার্ক (৯০)	মোট নম্বর (৩০০)
(১০০ নম্বরের বিষয়)												
ইংরেজি ১ম পত্র												
ইংরেজি ২য় পত্র												
বাংলা ১ম পত্র												
বাংলা ২য় পত্র												
গণিত												
সাধারণ বিজ্ঞান												
সামাজিক বিজ্ঞান												
৫০ নম্বরের বিষয়												

নোট: পাশ নম্বর ৩৩%

শিক্ষার্থীদের আচরণ					
সাময়িক ১	অতি উত্তম	উত্তম	ভালো	অগ্রগতি প্রয়োজন	সন্তোষজনক নয়
সাময়িক ২	অতি উত্তম	উত্তম	ভালো	অগ্রগতি প্রয়োজন	সন্তোষজনক নয়
সাময়িক ৩	অতি উত্তম	উত্তম	ভালো	অগ্রগতি প্রয়োজন	সন্তোষজনক নয়
ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যবোধ					
সাময়িক ১	অতি উত্তম	উত্তম	ভালো	অগ্রগতি প্রয়োজন	সন্তোষজনক নয়
সাময়িক ২	অতি উত্তম	উত্তম	ভালো	অগ্রগতি প্রয়োজন	সন্তোষজনক নয়
সাময়িক ৩	অতি উত্তম	উত্তম	ভালো	অগ্রগতি প্রয়োজন	সন্তোষজনক নয়

শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি-অনুপস্থিতি দিনের সংখ্যা/মোট একাডেমিক কার্যদিবস: সাময়িক-১ ..... সাময়িক- ২ ..... সাময়িক- ৩ ..... বছরের মোট অনুপস্থিত দিন .....

সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বয়েজ স্কাউট ও গার্ল গাইডস

খেলাধুলা ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান

কর্মপত্র ৩: গঠনকালীন মান যাচাইয়ের রেকর্ড সংরক্ষণ

গঠনকালীন মান যাচাইয়ের রেকর্ড সংরক্ষণ

টার্ম ও সপ্তাহ	বিষয়- ১	বিষয়- ২	বিষয়- ৩	বিষয়- ৪
টার্ম ১				
সপ্তাহ ১				
সপ্তাহ ২				
সপ্তাহ ৩				
সপ্তাহ ৪				
সপ্তাহ ৫				
সপ্তাহ ৬				
সপ্তাহ ৭				
সপ্তাহ ৮				
সপ্তাহ ৯				
সপ্তাহ ১০				

নোট: গঠনকালীন মান যাচাইয়ের ক্ষেত্রে বিষয় ও শ্রেণির মান লিখতে হবে। গঠনকালীন মান যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সপ্তাহের জন্য বিষয় অনুযায়ী সংকেত ব্যবহার করতে হবে। যেমন: শ=শ্রেণি কর্ম; ব=বাড়ির কাজ; প=প্রজেক্ট; অ=অনুসন্ধান; ম=মৌখিক প্রশ্নোত্তর; দ=দলীয় কাজ।

কর্মপত্র ৪: শিক্ষার্থীর মান যাচাই

শিক্ষার্থীর মান যাচাই
টার্ম- ১

বিষয়- ১ ..... শ্রেণি .....

ক্রমিক নং	শিক্ষার্থীর নাম	গঠনকালীন মান যাচাই										সাময়িক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর
		তারিখ ধরন: নম্বর:	তারিখ ধরন: নম্বর:	তারিখ ধরন: নম্বর:	তারিখ ধরন: নম্বর:	তারিখ ধরন: নম্বর:	তারিখ ধরন: নম্বর:	তারিখ ধরন: নম্বর:	তারিখ ধরন: নম্বর:	তারিখ ধরন: নম্বর:	তারিখ ধরন: নম্বর:	

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ২৪**

কর্মপত্র- ৫

নিচু কৃতিত্বধারী শিক্ষার্থী চিহ্নিতকরণ এবং সহায়তা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ

টার্মঃ

বিষয় ও শ্রেণি	শিক্ষার্থীর রোল নং	টার্ম- ১ এ প্রাপ্ত নম্বর	সহায়তা পূর্ব মান যাচাই মোট	বিভিন্ন সহায়তামূলক কার্যক্রমের পর								সহায়তা পরবর্তী মান যাচাই মোট	মন্তব্য
				জোড়া -বদ্ধ করা	জোড়া-বদ্ধ করা	বিশেষ টিউঃ	বিশেষ টিউঃ	অতি. ব. কাজ	অতি. ব. কাজ	সহ-শি. ক্রমিক	সহ-শি. ক্রমিক		
বিষয় ১ শ্রেণি													
বিষয় ২ শ্রেণি													

বিশেষ নোটঃ জোড়াবদ্ধ করা = ১ জন নিচু কৃতিত্বধারী শিক্ষার্থী এবং ১ জন উঁচু কৃতিত্বধারী শিক্ষার্থী একত্রে কাজ করবে। বিশেষ টিউ: = নিয়মিত শ্রেণি পাঠদানের বাইরে বিশেষ শ্রেণি পাঠদান দেয়া। অতি. ব. কাজ (অতিরিক্ত বাড়ির কাজ) = নিয়মিত বাড়ির কাজের বাইরে অতিরিক্ত বাড়ির কাজ প্রদান। সহ-শি. ক্রমিক (সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম) = নিচু কৃতিত্বধারী শিক্ষার্থীরা তাদের কৃতিত্ব বৃদ্ধির জন্য সহ-শিক্ষাক্রমিক কর্মসূচিতে অধিক হারে অংশগ্রহণ করবে।

কর্মপত্র ৬: উঁচু কৃতিত্বধারী শিক্ষার্থী চিহ্নিতকরণ এবং গৃহীত সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ

কর্মপত্র- ৬

উঁচু কৃতিত্বধারী শিক্ষার্থী চিহ্নিতকরণ এবং গৃহীত সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ

বিষয় ও শ্রেণি	শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	বিশেষ সম্প্রসারণ কার্যক্রমের বিবরণ	বিশেষ সম্প্রসারণ কার্যক্রমের ফলাফল
বিষয়- ১ শ্রেণি			
বিষয়- ১ শ্রেণি			

বিশেষ নোট: বিশেষ সম্প্রসারণ কার্যক্রমসমূহ। যেমন: ক্রস বয়স পাঠ - উঁচু কৃতিত্বধারী শিক্ষার্থীদের নিজ শ্রেণি থেকে পৃথক করে, তার নিচের শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদান; অতিরিক্ত শ্রেণি পাঠদান = উঁচু কৃতিত্বধারী শিক্ষার্থীদের আলাদা করে বিশেষ অগ্রগামী পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে; বিশেষ পঠন এবং এ্যাসাইনমেন্ট = পঠন বিষয়ের ওপর বিশেষ এ্যাসাইনমেন্ট প্রদান; অতিরিক্ত বাড়ির কাজ = কোনো সমস্যা সম্পর্কে এবং ব্যক্তিগত অনুসন্ধানমূলক বাড়ির কাজ প্রদান।

[কৃতজ্ঞতা: সেসিপ ও পুরাতন চতুর্থ মডিউল]

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ২৪**

মূল শিখনীয় বিষয়

শিক্ষার্থীদের ফলাফল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিতকরণ

ফলাফল সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রগতি বিবরণী, সর্বাত্মক পরিচয় পত্র ইত্যাদির মাধ্যমে এটা করা হয়।

ফলাফল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

১। শিক্ষার্থীদের ফিডব্যাক প্রদানে সহায়তা।

২। শিক্ষার্থীদের গ্রেড প্রদান বা সনদপত্র প্রদান।

৩। শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৪। শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনের মাত্রা নিরূপণ।

৫। নিচু ও উঁচু কৃতিত্বধারী শিক্ষার্থী চিহ্নিতকরণ।

৬। শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন পরিবীক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন।

৭। বিদ্যালয়ের একাডেমিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করা।

৮। বিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রমের দলিল হিসেবে কাজ করে।

৯। বিদ্যালয়ের একাডেমিক তত্ত্বাবধান কাজে সহায়তা প্রদান।

১০। শিক্ষকদের একাডেমিক উন্নয়নে সহায়তার জন্য।

১১। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ফলাফল সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ সম্ভব হয়।

১২। এতে শিক্ষকের পাঠদানের কৌশল বা ত্রুটি শনাক্ত করে পেশাগত উন্নয়নের দিক নির্দেশনা দেয়া যায়।

১৩। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দান সম্ভব হয়।

১৪। ধারাবাহিক ফলাফলের মাধ্যমে অভিভাবক সন্তান সম্পর্কে করণীয় নির্দেশনা লাভ করেন।

শিক্ষার্থীদের ফলাফল রেকর্ডে যেসব অন্তর্ভুক্ত থাকবে তা হচ্ছে-

১। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থী মূল্যায়নে প্রদত্ত নম্বর প্রদান এবং (ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণি এবং নবম-দশম শ্রেণি বিদ্যালয়ভিত্তিক মান যাচাই) এবং গঠনকালীন মান যাচাই।

২। শিক্ষার্থীদের সাময়িক বা বার্ষিক পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর-চূড়ান্ত মান যাচাই।

উল্লিখিত দুটি ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ের নম্বর প্রদান করতে হবে বা যেসব বিষয় রেকর্ড করতে হবে তা হচ্ছে-

১। সাপ্তহিক ভিত্তিতে, প্রত্যেক শ্রেণিতে গঠনকালীন মান যাচাইয়ে ব্যবহৃত কাজ বা পদ্ধতি এবং নম্বর (শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, প্রজেক্ট, অনুসন্ধান, মৌখিক প্রশ্নোত্তর, দলীয় কাজ)।

২। মাসিক ভিত্তিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য কমপক্ষে একটি পরীক্ষার কাজ।

৩। টার্ম ভিত্তিতে দুটি শ্রেণি পরীক্ষার ভিত্তিতে দুটি নম্বর।

অর্জন পরিবীক্ষণ

পরিবীক্ষণ একটি চলমান প্রক্রিয়া যা শিখন-শেখানো কার্যাবলি পূর্ব পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হচ্ছে কিনা তা যাচাই করে। এ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা যায়, পরিকল্পনা গৃহীত হলো, বাস্তবায়নের যাবতীয় আয়োজন কাজ শুরু হলো, এখন পরিকল্পিত কাজকে অভীষ্ট লক্ষ্য বা সুষ্ঠু সমাপ্তির পথে এগিয়ে নেয়ার কর্মসূচি। Monitoring একই সঙ্গে Means এবং Ends. পরিবীক্ষিত কাজ তখনই সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয় যখন তার বাস্তবায়ন পর্যায়ে সৃষ্ট অসুবিধা, বাধা বা সমস্যা চিহ্নিত করে তা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের ক্রমোন্নয়নে সহায়তা দান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ও শিক্ষার্থীদের মানের তুলনাকরণ, কী পরিমাণ জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন ও তা প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছে তা নিরূপণ, প্রয়োজনে পদ্ধতি-কৌশলের পরিবর্তন ও পুণর্বিন্যাস করা।

শিক্ষার্থীদের অর্জন পরিবীক্ষণ বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীদের শিখন সঠিক পথে রাখার জন্য এবং নির্দেশনামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতির ফলাবর্তন সরবরাহ করতে শিক্ষক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদারকী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া।

অর্জন পরিবীক্ষণের প্রক্রিয়াসমূহ

অর্জন পরিবীক্ষণের প্রক্রিয়াসমূহ হচ্ছে-

১। শ্রেণি শিক্ষণ কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার মাত্রা নিরূপণের জন্য প্রশ্নকরণের মাধ্যমে।

২। শিক্ষার্থীদের একজন অন্যজনের সংস্পর্শে এসে কাজে জড়িত থাকাকালীন শ্রেণিকক্ষের চতুর্দিকে ঘুরে দেখা।

৩। বাড়ির কাজ দেয়া, সংগ্রহ করা এবং তা সংশোধনের মাধ্যমে সমাপ্তি ও গ্রেড প্রদান করার মাধ্যমে।

৪। নির্দিষ্ট সময় অন্তর শিখন সামগ্রী সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উপলব্ধি পর্যালোচনা করা এবং শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও বোধগম্যতার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের মাধ্যমে।

৫। অভীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষা পরিচালনা, সংশোধন এবং প্রাপ্ত স্কোর রেকর্ডকরণের মাধ্যমে।
৬। শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনার মাধ্যমে।

এক কথায় অগ্রগতি ও কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা পরিবীক্ষণ পর্যায়ে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে-

১। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা, কার্যাবলি সম্পাদনের সময়সীমা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রভৃতি তথ্য সংগ্রহ করা
২। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা
৩। বাস্তবায়নাধীন পরিকল্পনার অগ্রগতি ও পরিকল্পিত কাজের অগ্রগতির মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করা
৪। পার্থক্য থাকলে তা নিরসনের যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

এভাবে ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠা সম্ভব যা সময়, অর্থ, শ্রমের অপচয় রোধ করে।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- খ

শিক্ষার্থীদের ফলাফল রেকর্ডে যেসব অন্তর্ভুক্ত থাকবে তা হচ্ছে-

১। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থী মূল্যায়নে প্রদত্ত নম্বর এবং (ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণি এবং নবম-দশম শ্রেণি বিদ্যালয়ভিত্তিক মান যাচাই) এবং গঠনকালীন মান যাচাই।
২। শিক্ষার্থীদের সাময়িক বা বার্ষিক পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর-চূড়ান্ত মান যাচাই।

পর্ব- গ

প্রগতি সারণী, সর্বাত্মক পরিচয়পত্র ইত্যাদি।

পর্ব- ঘ

পরিবীক্ষণ

পরিবীক্ষণ একটি চলমান প্রক্রিয়া যা শিখন-শেখানো কার্যাবলি পূর্ব পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হচ্ছে কিনা তা যাচাই করে।

অর্জন পরিবীক্ষণ

অর্জন পরিবীক্ষণ বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীদের শিখন সঠিক পথে রাখার জন্য এবং নির্দেশনামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতির ফলাবর্তন সরবরাহ করতে শিক্ষক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদারকি কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া।

অর্জন পরিবীক্ষণের প্রক্রিয়াসমূহ হচ্ছে- প্রশ্নকরণ, শ্রেণিকক্ষের চতুর্দিকে ঘুরে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ

কাজ পর্যবেক্ষণ, বাড়ির কাজ প্রদান, সংগ্রহ, সংশোধন ও গ্রেড প্রদান ইত্যাদি।

পর্ব- ঙ

দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য গৃহীতব্য সহায়তামূলক কার্যক্রম।

- উঁচু ও নিচু কৃতিত্বধারী শিক্ষার্থীদের একত্রে জোড়াবদ্ধ করে কাজ দেওয়া।
- নিয়মিত ক্লাসের বাইরে বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করানো।

উঁচু কৃতিত্বধারী শিক্ষার্থীদের জন্য গৃহীতব্য সহায়তামূলক কার্যক্রম।

- আগ্রগামী পাঠদান।
- ব্যক্তিগত অনুসন্ধানমূলক বাড়ির কাজ প্রদান।
- নিচু কৃতিত্বের শিক্ষার্থীদের একাডেমিক সহায়তা প্রদান।

মূল্যায়ন

১। শিক্ষার্থীদের ফলাফল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন। ফলাফল রেকর্ডে যে সকল তথ্য সংরক্ষণ করা উচিত তা উল্লেখ করুন।

২। শিক্ষার্থীদের অর্জন পরিবীক্ষণ বলতে কী বোঝায়? অর্জন পরিবীক্ষণের প্রক্রিয়াসমূহ উল্লেখপূর্বক কার্যক্রমের বিবরণ দিন।

৩। উচু কৃতিত্বধারী ও দুর্বল মেধার শিক্ষার্থীদের বিশেষ চাহিদাকে কেন গুরুত্ব দেওয়া উচিত? কীভাবে তা পূরণ করা যায়?

ইউনিট ৭ **অধিবেশন- ২৫**

এসএসসি পরীক্ষার সামাজিক বিজ্ঞানের (সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল) প্রশ্নপত্র পরীক্ষাকরণ

ভূমিকা

বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণিতে সামাজিক বিজ্ঞান পড়ানো হচ্ছে। সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়টিতে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি ও অর্থনীতির মৌল বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া জনসংখ্যা শিক্ষা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিষয় দুটিও সামাজিক বিজ্ঞানে সংযোজিত হয়েছে। সকল শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের প্রশ্নপত্র প্রণয়নকালে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ থেকে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়। সামাজিক বিজ্ঞানের সকল অধ্যায়ের প্রতিটি পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তুর পর অনুশীলনী দেয়া হয়েছে। অনুশীলনীতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ও রচনামূলক প্রশ্নসমূহ দেয়া হয়েছে। প্রতিটি পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তুর আলোকে অনুশীলনীর প্রশ্নসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে। নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও অনুশীলনীতে প্রদত্ত প্রশ্নের আলোকে এসএসসি পরীক্ষার সামাজিক বিজ্ঞানের প্রশ্নসমূহ প্রণয়ন করা হয়। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানগত, আবেগিক ও মনোপেশীজ ক্ষেত্রের মূল্যায়নে এসকল প্রশ্নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের মাঝে কাঙ্ক্ষিত শিখনফলের অর্জনমাত্রা নির্ণয়ে প্রশ্নসমূহ যথার্থ ভূমিকা পালনে সক্ষম হচ্ছে কিনা তা নির্ণয়ে বর্তমান অধিবেশনে আলোচনা করা হয়েছে। তাই এই অধিবেশনে এসএসসি পরীক্ষার সামাজিক বিজ্ঞানের (সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল) প্রশ্নসমূহ পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে অতীত, নমুনা ও স্বতন্ত্র প্রশ্ন পর্যালোচনার যৌক্তিকতা ও কৌশল নির্ণয় করতে পারবেন।
- নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান-এর সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয় এর মূল শিখনফল নিরূপণ করতে পারবেন।
- সামাজিক বিজ্ঞানের সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ের পুরাতন প্রশ্নপত্রের ত্রুটিসমূহ শনাক্ত করতে সক্ষম হবেন।

- সামাজিক বিজ্ঞানের সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল-এর পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত নমুনা প্রশ্ন ও শিখনফলের তুলনা করতে পারবেন।
- ঢাকা বোর্ডের ২০০৫ সালের এস.এস.সি. পরীক্ষার সামাজিক বিজ্ঞানের প্রশ্নের সাথে শিখনফল ও পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত নমুনা প্রশ্নের তুলনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে অতীত, নমুনা এবং স্বতন্ত্র প্রশ্ন পর্যালোচনার যৌক্তিকতা ও কৌশল নির্ণয়করণ

প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি, জ্ঞান চর্চাকে উৎসাহিত করা, স্ব-লিখন ও আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করতে প্রশ্নপত্র পর্যালোচনা এবং সে অনুসারে নমুনা পরীক্ষা ও স্বতন্ত্র প্রশ্ন প্রস্তুতকরণের দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। এছাড়া প্রশ্নপত্র যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল ব্যবহারের প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষার্থীবৃন্দ নিম্নে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে অতীত, নমুনা ও স্বতন্ত্র প্রশ্ন পর্যালোচনার যৌক্তিকতা বর্ণনা করুন। আপনাদের সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেয়া হলো।

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে অতীত, নমুনা ও স্বতন্ত্র প্রশ্ন পর্যালোচনার যৌক্তিকতা:

- প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়।
-
-
-
-
-
-

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, মূল্যযাচাইয়ের জন্য নানা ধরনের প্রশ্নপত্র বা কৌশল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের মূল্যযাচাই-এর কৌশলগুলো বা প্রশ্নপত্রগুলো কী ধরনের হতে পারে নিম্নের ছকে লিখুন। আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে একটি উত্তর দেয়া হলো:

শিক্ষার্থীদের মূল্যযাচাইয়ের কৌশলসমূহ/প্রশ্নপত্রসমূহ

- নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন: তুলনামূলকভাবে সঠিক উত্তর নির্বাচন।

পর্ব- খঃ নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান-এর সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ের মূল শিখনফল নিরূপণ

নবম-দশম শ্রেণিতে সামাজিক বিজ্ঞান নামক একটি পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা করেছেন- রওশন আরা বেগম, আব্দুল হাই শিকদার ও ড. ক্ষণদা মোহন দাশ। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে পুস্তকটি নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশ ও সমাজের চাহিদার প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে পাঠ্যপুস্তকটি উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানে যে সকল বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা শিখনের পর শিক্ষার্থীদের যে সকল আচরণিক পরিবর্তন হতে পারে তাকে শিখনফল বলা হয়। নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানে সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি, জনসংখ্যা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শিক্ষার্থীবৃন্দ- আপনারা পুস্তকটির বিষয়বস্তুসমূহ পরীক্ষা করে দেখুন এবং সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ের মূল শিখনফলসমূহ নিরূপণ করুন। আপনাদের সুবিধার্থে প্রত্যেকটি বিষয়ের একটি করে উদাহরণ দেয়া হলো।

সামাজিক বিজ্ঞানের মূল শিখনফল: সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা-

- সমাজবিজ্ঞান,সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবে।
-
-
-

-
-
-

ইতিহাসের মূল শিখনফল: ইতিহাস শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত ফকির বিদ্রোহ, তিতুমীরের আন্দোলন ও বিদ্রোহ, ফরায়েজী আন্দোলন, নীল বিদ্রোহ সম্পর্কে এবং এসব আন্দোলনের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র সম্পর্কে বুঝতে পারবে।
-
-
-
-

ভূগোলের শিখনফল: ভুগোলের শিখন শেষে শিক্ষার্থীরা-

- মানচিত্রের সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ, অঙ্কন কৌশল ও অঙ্কনে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির বর্ণনা করতে পারবে।
-
-
-
-

পর্ব- গঃ সামাজিক বিজ্ঞানের- সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ের পুরাতন প্রশ্নপত্রের ত্রুটিসমূহ শনাক্তকরণ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সামাজিক বিজ্ঞানের পুরোনো ধাঁচের প্রশ্নগুলো কেমন হতো একটু ভেবে নিন। এসকল প্রশ্নের ত্রুটিগুলো শনাক্ত করার চেষ্টা করুন এবং নিম্নে লিখুন। আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেয়া হলো।

সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ের পুরাতন প্রশ্নপত্রের ত্রুটিসমূহ:

- পুরাতন প্রশ্নপত্র হতো রচনামুলক এবং একটি বিষয়ে (যেমন সামাজিক বিজ্ঞান) সাধারণত ৯/১০ টি প্রশ্ন প্রণয়ন করা হতো যা পাঠ্যপুস্তকের সামান্য পরিমাণ বিষয়বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করতো।
-
-
-
-
-
-

পর্ব- ঘঃ সামাজিক বিজ্ঞানের সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল-এর পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত নমুনা প্রশ্ন ও শিখনফলের তুলনাকরণ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকটি হাতে নিন। পাঠ্যপুস্তকের সমাজবিজ্ঞান অংশের সামাজিক পরিবর্তন, ইতিহাস অংশের বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং ভূগোল অংশের বাংলাদেশ-এর একটি করে নমুনা নৈর্ব্যক্তিক, সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন ও রচনামূলক প্রশ্ন নিয়ে এসব প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শিখনফল উল্লিখিত পরিচ্ছেদগুলোতে থাকলে অথবা না থাকলে পাশের কলামে লিখুন।

বিষয়	প্রশ্ন	শিখনফল
সমাজবিজ্ঞান	▪ নৈর্ব্যক্তিক-সামাজিক পরিবর্তনের হার কোন অঞ্চলে দ্রুত?	
	▪ সংক্ষিপ্ত- সামাজিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝ?	
	▪ রচনামূলক-সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও শহরায়নের ভূমিকা বর্ণনা কর।	
ইতিহাস	▪ নৈর্ব্যক্তিক-কিসের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম হয়?	
	▪ সংক্ষিপ্ত- যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা কখন গঠিত হয়? কখন এ মন্ত্রীসভা বাতিল ঘোষিত	

বিষয়	প্রশ্ন	শিখনফল
	হয়?	
	▪ রচনামূলক- পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ দাও।	
ভূগোল	▪ নৈর্ব্যক্তিক- বাংলাদেশের প্রায় মধ্য ভাগ দিয়ে কোন রেখাটি অতিক্রম করেছে ▪ সংক্ষিপ্ত- পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়? ▪ রচনামূলক- বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির বিবরণ দাও।	

পর্ব- ৬: ঢাকা বোর্ডের ২০০৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার সামাজিক বিজ্ঞানের প্রশ্নের সাথে শিখনফল ও পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত নমুনা প্রশ্নের তুলনাকরণ

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ঢাকা বোর্ডের ২০০৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার সামাজিক বিজ্ঞানের সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং ভূগোল বিষয়ের একটি করে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও রচনামূলক প্রশ্ন নিন। এসকল প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদের নমুনা প্রশ্ন ও শিখনফলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে নিম্নের ছকে লিখুন।

বিষয়	প্রশ্ন ২০০৫ সালের ঢাকা বোর্ড	নমুনা প্রশ্ন	শিখনফল
সমাজ বিজ্ঞান	নৈর্ব্যক্তিক- সংস্কৃতি হলো মানুষের .....।	নৈর্ব্যক্তিক- এ ধরনের প্রশ্ন নেই	▪
	সংক্ষিপ্ত- সমাজ গঠনে ধর্মের ভূমিকা লিখ।	সংক্ষিপ্ত- প্রশ্ন রয়েছে	▪
	রচনামূলক- সংস্কৃতি ও সভ্যতা কী? সংস্কৃতি ও সভ্যতার পার্থক্য লিখ।	রচনামূলক- প্রশ্নটি নমুনায় নেই	▪
ইতিহাস	নৈর্ব্যক্তিক-তিতুমীর কোথায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন?	নৈর্ব্যক্তিক- রয়েছে	▪
	সংক্ষিপ্ত- বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া লিখ।	সংক্ষিপ্ত- রয়েছে	▪
	রচনামূলক- ৬-দফা আন্দোলন কী? ৬-দফা কর্মসূচি ও ৬-দফার তাৎপর্য লিখ।	রচনামূলক- রয়েছে	▪
	নৈর্ব্যক্তিক- মানচিত্র আঁকতে প্রয়োজন হয় কোনটি?	নৈর্ব্যক্তিক- রয়েছে	▪

বিষয়	প্রশ্ন ২০০৫ সালের ঢাকা বোর্ড	নমুনা প্রশ্ন	শিখনফল
ভূগোল	সংক্ষিপ্ত- শতকরা হিসেবে বায়ুর বিভিন্ন উপাদানের নাম ও পরিমাণ লিখ।	সংক্ষিপ্ত- আংশিক রয়েছে	▪
	রচনামূলক- সৌরজগতে গ্রহের সংখ্যা কত? পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের বিবরণ লিখ।	রচনামূলক- আংশিক রয়েছে	▪

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ২৫**

মূল শিখনীয় বিষয়

এসএসসি পরীক্ষার সামাজিক বিজ্ঞানের (সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল) প্রশ্নপত্র পরীক্ষাকরণ

প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী শিক্ষকদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধিতে প্রশ্নপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণিতে সামাজিক বিজ্ঞান একটি পাঠ্যবিষয় হিসেবে পড়ানোর কারণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। সামাজিক বিজ্ঞানের প্রতিটি অধ্যায়ের প্রতিটি পরিচ্ছেদের পর অনুশীলনীতে পরিচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও অনুশীলনীতে প্রদত্ত প্রশ্নের আলোকে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয় এবং এসকল প্রশ্নপত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানগত, আবেগিক ও মনোপেশীজ ক্ষেত্রের মূল্যায়ন করা হয়। প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ এসকল প্রশ্নপত্র পর্যালোচনা করতে পারেন, অতীত ও নমুনা প্রশ্নের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করতে পারেন এবং এভাবে অধিক গুণগত মানসম্পন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়নের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন।

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে অতীত, নমুনা ও স্বতন্ত্র প্রশ্ন পর্যালোচনার যৌক্তিকতা

- এতে প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়।
- প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান চর্চা ও স্ব-শিখন উৎসাহিত হয়।
- প্রশিক্ষণার্থীগণ স্বতন্ত্র প্রশ্নপত্র প্রণয়নে আগ্রহী হন।
- এতে প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণার্থী উভয়েই উপকৃত হন।
- নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক ছাড়াও এ্যাসাইনমেন্ট, সাক্ষাৎকার, প্রদর্শন, সতীর্থ আলোচনা প্রভৃতি পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের যৌক্তিকতা সৃষ্টি হয়।
- অতীত, নমুনা ও স্বতন্ত্র প্রশ্ন পর্যালোচনার মাধ্যমে এগুলোর সবলতা ও দুর্বলতা নিরূপণ ও দুর্বলতা সংশোধনে সক্ষম হন।

- এতে প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশ্নপত্রের কারিগরি সংগঠনের (কাগজের মান, মুদ্রণের মান প্রভৃতি) প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সক্ষম হন।
- প্রশ্নপত্রের ভাষার স্পষ্টতা, সরলতা ও সংক্ষিপ্ত করার উপযোগিতা সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারবেন।
- প্রশ্নপত্রে সাধারণ নির্দেশনা ও বিশেষ নির্দেশনা থাকার উপকারিতা সম্পর্কে বুঝতে পারবেন।
- প্রশ্নপত্র সহজ থেকে জটিল করার যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পারবেন।
- প্রশ্নপত্রে নম্বর বণ্টনের যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পারবেন।

শিক্ষার্থীদের মূল্যযাচাইয়ের কৌশলসমূহ/প্রশ্নপত্রসমূহ

- নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন: তুলনামূলকভাবে সঠিক ও সুনির্দিষ্ট উত্তর নির্বাচন করা সম্ভব।
- সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন: নির্ধারিত নম্বরের প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক, সংক্ষিপ্ত, সীমিত বর্ণনা, সুনির্দিষ্ট শব্দ, গুণগত মানের বিবরণ দেয়া হয়।
- রচনামূলক প্রশ্ন: রচনামূলক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থীগণ তথ্য, তত্ত্ব, ধারণা, তুলনা, পার্থক্য, সারমর্ম, ব্যাখ্যা, তাৎপর্য, বর্ণনা, যুক্তিতর্কসহ মতামত বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন।
- প্রদর্শন: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জরিপ কার্যের ফলাফল প্রদর্শন করা হয়।
- এ্যাসাইনমেন্ট: বিভিন্নধর্মী প্রশ্নের উপর তথ্য নির্ভর উত্তরপত্র প্রণয়ন এবং মতামত গ্রহণ করা যায়।
- সতীর্থ আলোচনা: সতীর্থদের মতামত ও বিচার বিশ্লেষণ গ্রহণ।

মূল্যায়ন কৌশলের ক্ষেত্রে কিছু মনোবিজ্ঞানসম্মত নির্ধারক বিবেচনায় রাখা যেতে পারে-

- বিষয়বস্তুর সামগ্রিক সিলেবাস সম্পর্কে ধারণা অর্জন
- সকল অধ্যায় থেকে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়।
- প্রশ্নের বিস্তৃতি অনুসারে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়।
- সহজের পর জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়।
- উত্তরের ব্যাপ্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে নম্বর বণ্টন করা হয়।

- মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের ধারণা ব্যবহার করা হয়।
- অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মবিশ্লেষণ করা হয়।
- শিক্ষার্থীদের কৃতকার্যতা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়।

স্বতন্ত্র প্রশ্ন পর্যালোচনা

প্রশ্নমালা প্রণয়ন শেষে প্রত্যেকটি প্রশ্নকে স্বতন্ত্রভাবে তার উত্তরের প্রকৃতি, পরিধি, উত্তরদানের সময়, সব ধরনের শিক্ষার্থীর উপযোগিতা ইত্যাদি সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করাকেই স্বতন্ত্র প্রশ্ন পর্যালোচনা বলা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রশ্ন প্রণয়নে পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা করে স্বতন্ত্র প্রশ্নগুলোর ব্যাপ্তি ও পরিসর এবং এদের সবল ও দুর্বল দিক সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। শিখনফল যাচাইয়ের জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে প্রশ্ন করলে প্রশ্নগুলোতে পক্ষপাতদুষ্টতা থেকে যাবে। প্রশ্নগুলোর গুণগত মান ও বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রশ্ন প্রণয়নের চেষ্টা করার প্রয়োজন রয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানের মূল শিখনফলঃ সমাজবিজ্ঞান-এর শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা –

১। সমাজবিজ্ঞান, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।

২। সমাজ ও সংস্কৃতির উপাদানসমূহ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্পর্ক, সমাজ ও সভ্যতার ধাপগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

৩। আদিম সমাজের পোশাক, হাতিয়ার, অর্থনৈতিক অবস্থা, জীবনমান প্রভৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪। সমাজ ও সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক যুগের অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।

৫। আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং মানব সমাজের বিকাশে ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রভাব নির্ণয় করতে পারবেন।

৬। সামাজিকীকরণ-এর সংজ্ঞা, মাধ্যম, পরিবারের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, কার্যাবলি, গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা, গোষ্ঠীর প্রকারভেদ, সম্প্রদায়ের ভিত্তি বর্ণনা করতে পারবেন।

৭। প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ, শ্রেণিবিভাগ, ধর্মের সংজ্ঞা, উৎপত্তি, বিকাশ বিবৃত করতে পারবেন।

৮। সমাজ কাঠামোর সংজ্ঞা, উপাদান, সামাজিক স্তর বিন্যাস-এর সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ, কারণ উল্লেখ করতে পারবেন।

৯। সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, উপাদান এবং বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের ধারা বর্ণনা করতে পারবেন।

১০। সামাজিক প্রগতির পূর্বশর্তসমূহ, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাবলি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ, প্রতিকারের পদক্ষেপ প্রভৃতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ইতিহাসের মূল শিখনফলঃ ইতিহাসের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা-

১। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত ফকির বিদ্রোহ, তিতুমীরের আন্দোলন ও বিদ্রোহ, ফরায়েজী আন্দোলন, নীল বিদ্রোহ সম্পর্কে এবং এসব আন্দোলনের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র সম্পর্কে বুঝতে পারবেন।

২। বাংলাদেশের সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারে রাজা রামমোহন রায়, ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হাজী মুহম্মদ মহসীন, নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলীর অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।

৩। ১৮৫৭ সালে সিপাহীদের মহাবিদ্রোহের কারণসমূহ, বিস্তার, ফলাফল এবং সৈয়দ আহমদ খান ও আলীগড় আন্দোলনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য; ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ গঠনের কারণ; বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশি, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন।

৪। ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা, লাহোর প্রস্তাব, মহাত্মাগান্ধীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলন, পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে বিবৃত করতে পারবেন।

৫। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট বিশেষত : ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, যুক্তফ্রন্ট গঠন, ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূগোলের মূল শিখনফলঃ ভূগোলের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা-

১। মানচিত্রের সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ, অঙ্কন কৌশল ও অঙ্কনে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির বর্ণনা করতে পারবেন।

২। সৌরজগৎ-এর সংজ্ঞা ও গ্রহসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন।

৩। ভূ-পৃষ্ঠে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা রেখা, নিরক্ষরেখা, স্থানীয় সময়, প্রমাণ সময় সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

৪। পৃথিবীর গতি পরিবর্তন, আহ্নিক গতি, দিন রাত্রির সংঘটন, বার্ষিক গতি, ঋতু পরিবর্তন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

৫। ভূ-ত্বক ও শিলার সংজ্ঞা, উপাদান, শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৬। ভূ-ত্বকের আকস্মিক পরিবর্তন, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, পর্বত– এগুলোর শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

৭। বায়ুমন্ডলের ধারণা, উপাদান ও স্তরের বর্ণনা দিতে পারবেন।

৮। সৌরতাপ, তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর আর্দ্রতা, বাষ্পীভবন, ঘনীভবন, বৃষ্টিপাতের কারণ ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

৯। মহাসাগরের নাম, বারিমন্ডল, জোয়ার ভাটার কারণ ও প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন।

১০। বাংলাদেশের অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, নদীগুলোর নাম- উৎপত্তি, কৃষিজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, শক্তি সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, বনজ সম্পদ, শিল্প, যাতায়াত ব্যবস্থা, প্রধান শহর, প্রধান বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্রের বর্ণনা দিতে পারবেন।

সামাজিক বিজ্ঞানের-সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ের পুরাতন প্রশ্নপত্রের ত্রুটিসমূহ

১। পুরাতন প্রশ্নপত্র হতো রচনামুলক এবং একটি বিষয়ে (যেমন সামাজিক বিজ্ঞান) সাধারণত ৯/১০ টি প্রশ্ন প্রণয়ন করা হতো যা পাঠ্যপুস্তকের সামান্য পরিমাণ বিষয়বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করত।

২। পুরাতন পদ্ধতির প্রশ্নের উত্তরগুলো হতো আকারে বড় যা মুখস্থ নির্ভর শিক্ষার্থী তৈরি করত।

৩। একটি প্রশ্নের উত্তর কতটুকু লিখতে হবে অনেক সময় শিক্ষার্থীদের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব হতো না।

৪। পুরাতন রচনামূলক প্রশ্নের উত্তরপত্র পরীক্ষণ ও নম্বর প্রদান পরীক্ষকের ঝোঁক, মেজাজ, খেয়াল প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হত।

৫। এতে উত্তরের অংশবিশেষ সঠিক অথবা ভুল হতে পারে।

৬। এতে উত্তরের বিশ্বাসযোগ্যতা ও বৈধতা কম থাকে।

৭। শিক্ষার্থীরা ব্যস্ততা ও দুশ্চিন্তায় ভোগে।

৮। শিক্ষার্থীরা পুরো বছর পড়া-লেখা না করে পরীক্ষার পূর্বে পড়া-লেখা করে।

৯। রচনামূলক প্রশ্নপত্রে শিক্ষার্থীদের অধিক সময় বসে পরীক্ষা দিতে হয়।

১০। এতে পুস্তকের কোনো কোনো অধ্যায় এবং প্রশ্ন উপেক্ষিত থেকে যায়।

১১। রচনামূলক প্রশ্নপত্রের উত্তর লেখার সময় শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে চিন্তা করার জন্য সময় পায় না।

১২। শিক্ষার্থীদের জন্য রচনামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি সহজতর হয়। কারণ শিক্ষার্থীগণ পাঠ্যপুস্তকের অংশবিশেষ অধ্যয়ন না করে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়।

১৩। শিক্ষার্থীরা কী প্রশ্ন পরীক্ষায় আসতে পারে পূর্বেই সে সম্পর্কে ধারণা পোষণ করতে পারে।

১৪। রচনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা দেয়ার কারণে উত্তরপত্র পরীক্ষণের জন্য অধিক সময় ব্যয় হয়।

১৫। রচনামূলক প্রশ্নের উত্তরগুলো অনেক সময় না বুঝে মুখস্থ করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাধ্য করে যা মনোবৈজ্ঞানিক শিক্ষণ পদ্ধতি বিরুদ্ধ।

১৬। রচনামূলক প্রশ্নগুলো সমন্বিত (Comprehensive) নয় বলে অনেক সময় কোনো শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তকের সামান্য অংশ পড়েও অধিক নম্বর পেতে পারে।

১৭। রচনামূলক প্রশ্নগুলো শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি এবং শিক্ষাক্রমের উন্নতি বিধানের জন্য যথোপযুক্ত নয়।

সামাজিক বিজ্ঞানের- সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল-এর পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত নমুনা প্রশ্ন ও শিখনফলের তুলনাকরণ

বিষয়	প্রশ্ন	শিখনফল
সমাজ বিজ্ঞান	নৈর্ব্যক্তিক- সামাজিক পরিবর্তনের হার কোন অঞ্চলে দ্রুত?	উল্লেখ নেই
	সংক্ষিপ্ত- সামাজিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝ?	উল্লেখ করা হয়েছে
	রচনামূলক- সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও শহরায়নের ভূমিকা বর্ণনা কর।	সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানে উল্লেখ করা হয়েছে
ইতিহাস	নৈর্ব্যক্তিক- কিসের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম হয়?	উল্লেখ নেই
	সংক্ষিপ্ত- যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা কখন গঠিত হয়? কখন এ মন্ত্রীসভা বাতিল ঘোষিত হয়?	উল্লেখ নেই
	রচনামূলক- পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিন।	উল্লেখ করা হয়েছে
ভূগোল	নৈর্ব্যক্তিক- বাংলাদেশের প্রায় মধ্য ভাগ দিয়ে কোন রেখাটি অতিক্রম করেছে?	উল্লেখ করা হয়েছে
	সংক্ষিপ্ত- পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়?	উল্লেখ করা হয়েছে
	রচনামূলক- বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির বিবরণ দাও।	উল্লেখ করা হয়েছে

মন্তব্য

পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত নমুনা প্রশ্নগুলো এবং শিখনফলের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সমাজ বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের উল্লিখিত পরিচ্ছেদে বিবেচিত প্রশ্নগুলোর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রশ্নের সাথে শিখনফলের মিল রয়েছে। তবে দুএকটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হচ্ছে। আবার ভূগোলের পরীক্ষিত সবগুলো প্রশ্নের সাথেই শিখনফলের মিল রয়েছে। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রদত্ত প্রশ্নের সাথে শিখনফলের মিল থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত শিখনফল অর্জন করবে।

ঢাকা বোর্ডের ২০০৫ সালের এস.এস.সি পরীক্ষার সামাজিক বিজ্ঞানের- সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোলের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও রচনামূলক প্রশ্নের সাথে শিখনফল ও পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত নমুনা প্রশ্নের তুলনাকরণ

বিষয়	প্রশ্ন ২০০৫ সালের ঢাকা বোর্ড	নমুনা প্রশ্ন	শিখনফল
সমাজ বিজ্ঞান	নৈর্ব্যক্তিক- সংস্কৃতি হলো মানুষের .....। সংক্ষিপ্ত- সমাজ গঠনে ধর্মের ভূমিকা লিখ। রচনামূলক- সংস্কৃতি ও সভ্যতা কী? সংস্কৃতি ও সভ্যতার পার্থক্য লিখ।	নৈর্ব্যক্তিক- এ ধরনের প্রশ্ন নেই সংক্ষিপ্ত - প্রশ্ন রয়েছে রচনামূলক- নমুনায় নেই	▪ শিখনফলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ▪ সামঞ্জস্যপূর্ণ ▪ সামঞ্জস্যপূর্ণ
	নৈর্ব্যক্তিক- তিতুমীর কোথায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন?	নৈর্ব্যক্তিক- রয়েছে	▪ সামঞ্জস্যপূর্ণ
ইতিহাস	সংক্ষিপ্ত- বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া লিখ।	সংক্ষিপ্ত- রয়েছে	▪ সামঞ্জস্যপূর্ণ

	রচনামূলক- ৬-দফা আন্দোলন কী? ৬-দফা কর্মসূচি ও ৬-দফার তাৎপর্য লিখ।	রচনামূলক- রয়েছে	▪ সামঞ্জস্যপূর্ণ
ভূগোল	নৈর্ব্যক্তিক- মানচিত্র আঁকতে প্রয়োজন হয় কোনটি?	নৈর্ব্যক্তিক- রয়েছে	▪ সামঞ্জস্যপূর্ণ
	সংক্ষিপ্ত- শতকরা হিসেবে বায়ুর বিভিন্ন উপাদানের নাম ও পরিমাণ লিখ।	সংক্ষিপ্ত- আংশিক রয়েছে	▪ সামঞ্জস্যপূর্ণ
	রচনামূলক- সৌরজগতে গ্রহের সংখ্যা কত? পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের বিবরণ লিখ।	রচনামূলক- আংশিক রয়েছে	▪ সামঞ্জস্যপূর্ণ

মন্তব্য

ঢাকা বোর্ডের ২০০৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার সামাজিক বিজ্ঞানের সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক, সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন এবং রচনামূলক প্রশ্নসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বোর্ডের কিছু সংখ্যক প্রশ্নের সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত নমুনা প্রশ্নের আংশিক মিল রয়েছে। কিছু সংখ্যক প্রশ্নের সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত নমুনা প্রশ্নর হুবহু মিল রয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত নমুনা প্রশ্নের সাথে মিল না থাকলেও পরীক্ষিত কোনো প্রশ্নই শিক্ষাক্রমে বর্ণিত সামাজিক বিজ্ঞানের শিখনফলের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে না। এ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি শিক্ষাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সুযোগ রয়েছে। তা হলো বর্তমান ধারায় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করলে শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিখনফল অর্জিত হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের সমগ্র পাঠ্যপুস্তকের ওপর জানার প্রয়োজন রয়েছে এবং শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত নমুনা প্রশ্ন ছাড়া আরো নানা ধরনের প্রশ্নের উত্তরদানে তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

মূল্যায়ন

১. সমাজবিজ্ঞানের পুরাতন ধারার প্রশ্নপত্রের ত্রুটিসমূহ লিখুন।

২. ভূগোল বিষয়ের নতুন ধরনের প্রশ্নপত্রসমূহের ধনাত্মক দিকগুলো কী কী?

৩. সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোলের যে কোন একটি পরিচ্ছেদের শিখনফলগুলো লিখুন।

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ২৬**

এসএসসি পরীক্ষার সামাজিক বিজ্ঞানের (পৌরনীতি, অর্থনীতি, জনসংখ্যা শিক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা) বিষয়ের প্রশ্নপত্র পরীক্ষাকরণ

ভূমিকা

বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের নবম-দশম শ্রেণিতে সামাজিক বিজ্ঞান নামের যে পাঠ্যপুস্তকটি পড়ানো হচ্ছে তাতে পৌরনীতি, অর্থনীতি, জনসংখ্যা শিক্ষা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষার বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসকল বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়। প্রশ্নপত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিক্ষার্থীগণ নির্দিষ্ট শিখনফল অর্জনে কতটুকু সক্ষম হয়েছেন তা এ সকল প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে যাচাই করা হয়। প্রশ্নপত্র প্রণয়নের কতকগুলো মূলনীতি রয়েছে। এসকল মূলনীতির আলোকে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়। প্রশ্নপত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন থাকে। বর্তমান অধিবেশনে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বিষয়ের প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- এসএসসি পরীক্ষার সামাজিক বিজ্ঞানের প্রশ্নগুলোর ধরন/প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রশ্নপত্র প্রণয়নের মূলনীতিগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- এসএসসি পরীক্ষায় সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের প্রশ্নের ধারা ও মানবণ্টন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়সমূহের মুদ্রিত পৃষ্ঠা এবং ২০০৪ সালের ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় প্রদত্ত প্রশ্নের ও মানের/নম্বরের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান-এর পৌরনীতি, অর্থনীতি, জনসংখ্যা শিক্ষা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিষয়ের মূল শিখনফল শনাক্ত করতে পারবেন।
- ঢাকা বোর্ডের ২০০৪ সালের এসএসসি পরীক্ষার সামাজিক বিজ্ঞানের পৌরনীতি, অর্থনীতি, জনসংখ্যা শিক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষার প্রশ্নসমূহের সাথে শিখনফল ও পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত নমুনা প্রশ্নগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ এসএসসি পরীক্ষার সামাজিক বিজ্ঞানের প্রশ্নগুলোর ধরণ/প্রকারভেদ পরীক্ষাকরণ

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আপনারা জানেন বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যযাচাই-এর লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়। এসএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রেও নানা প্রকার প্রশ্নপত্র ব্যবহৃত হয়। এসএসসি পরীক্ষার সামাজিক বিজ্ঞানের প্রশ্নগুলোর ধরন সম্পর্কে আপনারা একটু ভেবে নিন এবং নিচের ছকে লিখুন।

এসএসসি পরীক্ষার সামাজিক বিজ্ঞানের প্রশ্নপত্রের ধরন

-
-
-
-
-
-
-

পর্ব- খঃ প্রশ্নপত্র প্রণয়নের মূলনীতিগুলো নিরূপণ

যে কোনো বিষয় ও শ্রেণির প্রশ্নপত্র সাধারণত শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতাকে পরিমাপের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ সকল প্রশ্নপত্র প্রণয়নের কতকগুলো মূলনীতি রয়েছে। এসকল মূলনীতির উপর নির্ভর করেই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়। শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রশ্নপত্র প্রণয়নের মূলনীতিগুলো কী হতে পারে ভেবে নিন এবং নিচের ছকে লিখুন। আপনাদের সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেয়া হলো।

প্রশ্নপত্র প্রণয়নের মূলনীতিসমূহ

১. শিক্ষার্থীদের সাধারণ ও সমন্বিত দক্ষতা পরীক্ষাকরণের অথবা একটি বিষয়বস্তু আয়ত্তকরণের মান যাচাই এর লক্ষ্যে প্রশ্নপত্র বা অভীক্ষা প্রণয়ন করা হয়।

২.

পর্ব- গঃ এসএসসি পরীক্ষায় সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের প্রশ্নের ধারা ও মানবণ্টন

এসএসসি পরীক্ষায় সামাজিক বিজ্ঞানে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নপত্র থাকে। প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, এসএসসি পরীক্ষায় সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়ানুযায়ী নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রশ্নের সংখ্যা ও মান/নম্বর সম্পর্কে ভেবে নিন এবং নিচের ছকে লিখুন। আপনাদের সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেয়া হলো।

এসএসসি পরীক্ষায় সামাজিক বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রশ্নের সংখ্যা ও মান/নম্বর বণ্টন

বিষয়	প্রশ্নের সংখ্যা	প্রশ্নের মান/নম্বর
সমাজবিজ্ঞান	৮টি	১×৮=৮
মোট		

শিক্ষার্থীগণ এসএসসি পরীক্ষায় রচনামূলক অভীক্ষাও ব্যবহার করা হয়। আপনারা ভেবে দেখুন রচনামূলক অভীক্ষার প্রতিটি বিষয়ে কয়টি প্রশ্ন থাকে এবং তন্মধ্যে কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। তাছাড়া প্রশ্নসমূহের নম্বর বণ্টন সম্পর্কেও ভেবে নিন এবং উল্লিখিত তথ্যসমূহ নিচের ছকে লিখুন। আপনাদের সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেয়া হলো-

এসএসসি পরীক্ষায় সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়ানুযায়ী প্রশ্ন ও উত্তরের সংখ্যা ও নম্বর বণ্টন

বিষয়	**প্রশ্নের সংখ্যা**	**উত্তর দিবে**	**প্রশ্নের মান/নম্বর**
সমাজবিজ্ঞান	২টি সাধারণ ২টি সংক্ষিপ্ত	১টি সাধারণ ১টি সংক্ষিপ্ত	৫×১=৫ ৩×১=৩
মোট			

পর্ব- ঘঃ সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়সমূহের মুদ্রিত পৃষ্ঠা এবং ২০০৪ সালের ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় প্রদত্ত প্রশ্নের ও মানের/নম্বরের তুলনাকরণ

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, আপনারা ২০০৪ সালের ঢাকা বোর্ডের সামাজিক বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক, সাধারণ রচনামূলক ও সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন হাতে নিন। সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকটিও হাতে নিন। দেখুন পাঠ্যপুস্তকটিতে মোট ২৬০টি মুদ্রিত পৃষ্ঠা রয়েছে। আপনারা সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়ানুযায়ী মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলোর শতকরা হার নির্ণয় করুন। অতঃপর আপনারা ঢাকা বোর্ডের ২০০৪ সালের **এসএসসি পরীক্ষার সামাজিক বিজ্ঞানের প্রশ্নসমূহের বিষয়ানুযায়ী শতকরা হার ও নম্বরের শতকরা হার নির্ণয় করুন। অতঃপর এগুলোর একটি তুলনামূলক** পর্যালোচনা লিখুন।

সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়সমূহের মুদ্রিত পৃষ্ঠা এবং ঢাকা বোর্ডের ২০০৪ সালের এসএসসি পরীক্ষায় প্রদত্ত প্রশ্নের ও মানের/নম্বরের তুলনা

বিষয়সমূহ	মুদ্রিত পৃষ্ঠা (%)	২০০৪ সালের ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন (%)	২০০৪ সালের ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার নম্বর (%)
সমাজবিজ্ঞান	১৬.১৫	১৬.২১	১৬.০
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

মন্তব্যঃ

পর্ব- ৬: নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের পৌরনীতি, অর্থনীতি, জনসংখ্যা শিক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিষয়ের মূল শিখনফল শনাক্তকরণ

শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে শিখনফল অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষণ-শিখন কার্যাদি সম্পন্ন হওয়ার পর একজন শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে আচরণিক পরিবর্তন হতে পারে বলে পূর্ব থেকে ধারণা করা হয় তাকে শিখনফল বলা যেতে পারে। শিক্ষার্থীবৃন্দ, নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের পৌরনীতি, অর্থনীতি, জনসংখ্যা শিক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা শিখনের পর শিক্ষার্থীদের যে আচরণিক পরিবর্তন হতে পারে নিম্নে সেগুলো শনাক্ত করুন। প্রতিটি বিষয়ের একটি করে শিখনফল আপনাদের সুবিধার্থে উল্লেখ করা হলো।

পৌরনীতির মূল শিখনফলঃ পৌরনীতি শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা-

১। পৌরনীতির সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু, নাগরিকের সংজ্ঞা, নাগরিকতা লাভের পদ্ধতি, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, সুনাগরিকের গুণাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

৭।

৮।

অর্থনীতির মূল শিখনফলঃ অর্থনীতি শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা-

১। অর্থনীতির সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু, পাঠের প্রয়োজনীয়তা, মৌল অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারবে।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

৭।

জনসংখ্যা শিক্ষার শিখনফলঃ জনসংখ্যা শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা-

১। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সম্পর্কে জানতে পারবে।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

৭।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষার শিখনফলঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা-

১। দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারবে।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

৭।

পর্ব- চঃ ঢাকা বোর্ডের ২০০৪ সালের সামাজিক বিজ্ঞানের পৌরনীতি, অর্থনীতি, জনসংখ্যা শিক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন এবং রচনামূলক প্রশ্নের সাথে শিখনফল ও পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত নমুনা প্রশ্নের তুলনাকরণ

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, আপনারা প্রথমেই ঢাকা বোর্ডের ২০০৪ সালের এসএসসি পরীক্ষার সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের একটি প্রশ্নপত্র এবং নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের একটি পাঠ্যপুস্তক হাতে নিন। অতঃপর আপনারা প্রথমে পৌরনীতির ও পরে অর্থনীতির একটি করে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও রচনামূলক প্রশ্ন নিন। অত:পর জনসংখ্যা শিক্ষা বিষয়ের একটি রচনামূলক, একটি নৈর্ব্যক্তিক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিষয়ের একটি নৈর্ব্যক্তিক ও একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন নিন। এসব প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদের নমুনা প্রশ্ন ও শিখনফলের

তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে নিম্নের ছকে লিখুন এবং অতঃপর মন্তব্য লিখুন।

বিষয়	প্রশ্নঃ ২০০৪ সালের ঢাকা বোর্ড	নমুনা প্রশ্নঃ আছে অথবা নেই	শিখনফল
পৌরনীতি	নৈর্ব্যক্তিক: বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্নে আছেন .....। সংক্ষিপ্ত: ভোট বলতে কি বুঝায়? রচনামূলক: গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দাও। এর দোষ-গুণ বর্ণনা কর।	নৈর্ব্যক্তিক: এ ধরনের প্রশ্ন নেই সংক্ষিপ্ত: রচনামূলক:	সামঞ্জস্যপূর্ণ
অর্থনীতি	নৈর্ব্যক্তিক: অর্থনৈতিক কাজ কোনটি? সংক্ষিপ্ত: বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? রচনামূলক: বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ বর্ণনা কর।	নৈর্ব্যক্তিক: সংক্ষিপ্ত: রচনামূলক:	
জনসংখ্যা শিক্ষা	নৈর্ব্যক্তিক: ১৯০১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল .....। রচনামূলক: সমাজ জীবনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষতিকর প্রভাবগুলো বর্ণনা কর।	নৈর্ব্যক্তিক: রচনামূলক:	
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা	নৈর্ব্যক্তিক: বাংলাদেশের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভাপতি কে? সংক্ষিপ্ত: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য কী কী?	নৈর্ব্যক্তিক: সংক্ষিপ্ত:	

মন্তব্য:

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ২৬**

মূল শিখনীয় বিষয়

এসএসসি পরীক্ষার সামাজিক বিজ্ঞানের (পৌরনীতি, অর্থনীতি, জনসংখ্যা শিক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা) বিষয়ের প্রশ্নপত্র পরীক্ষাকরণ

বাংলাদেশের এসএসসি পর্যায়ের প্রশ্নপত্র দুরকম হয়ে থাকে। যেমন- (১) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র এবং (২) রচনামূলক প্রশ্নপত্র। রচনামূলক আবার দুধরনের (ক) বড় প্রশ্ন ও (খ) ছোট প্রশ্ন। নুমনা প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে কতকগুলো ধাপ অনুসরণ করার প্রয়োজন রয়েছে। যেমন: প্রশ্নের সংখ্যা, প্রশ্নের নম্বর বন্টন, সকল বিষয়বস্তু থেকে প্রশ্ন প্রণয়ন, প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নীতি অনুসরণ, অভীক্ষা আইটেম প্রস্তুতকরণ, বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা অনুসরণ, সর্বোপরি সিলেবাস অনুসরণ করা। প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনেকগুলো মূলনীতি রয়েছে।

প্রশ্নপত্র প্রণয়নের মূলনীতিসমূহ

১। শিক্ষার্থীদের সাধারণ ও সমন্বিত দক্ষতা পরীক্ষাকরণের অথবা একটি বিষয়বস্তু আয়ত্তকরণের মান যাচাই-এর লক্ষ্যে প্রশ্নপত্র বা অভীক্ষা প্রণয়ন করা হয়।

২। অভীক্ষা শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য অনুযায়ী ছয় থেকে দশটি বা দশোধিক বিভিন্ন প্রশ্নে বিভক্ত করা হয়।

৩। অভীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নপত্রকে যত বেশি পরিমাণে সম্ভব নৈর্ব্যক্তিক (Objective) করা হয়।

৪। অন্যান্য বিষয় একই রকম রেখে যে অভীক্ষা স্বল্পতম সময়ে এবং স্বল্পতম ক্লান্তিতে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে বা বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করে থাকে শিক্ষার্থীদের জন্য তা সর্বোত্তম।

৫। অভীক্ষা সৃজনশীল ও স্বনির্ভর কাজকে উৎসাহিত করে এবং যান্ত্রিক মুখস্থকরণকে নিরুৎসাহিত করে।

৬। অভীক্ষা এমন ধরনের হবে যা শিক্ষার্থীদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টাকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট করে।

৭। অভীক্ষা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ত্রুটিসমূহ সম্পর্কে বুঝতে এবং তা দূরীকরণে উৎসাহিত করে।

৮। সম্পর্কিত বিষয়ের অভীক্ষায় যা পরীক্ষা করার কথা সঠিকভাবে তা পরীক্ষিত হওয়া উচিত। খেয়াল রাখতে হয় যাতে বিষয় বহির্ভূত বিষয়বস্তুতে শিক্ষার্থীদের ত্রুটিসমূহ অভীক্ষায় উদঘাটনের চেষ্টা করা না হয়।

৯। শিক্ষার্থীদের বাস্তব আচরণের ওপরই যেন অভীক্ষার মান নির্ভর করে সেভাবে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হয়।

১০। অভীক্ষার আকার যেন অতি ছোট অথবা অতি বড় না হয় এবং কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য ও শিখনফল যেন পরিমাপ করা হয় সে নিরিখেই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হয়।

১১। একদল শিক্ষার্থীর নিম্নমানের ফলাফল হলে বুঝতে হবে অভীক্ষাটি ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে অথবা এমন বিষয়বস্তু অভীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয় নি।

১২। প্রশ্নগুলোতে প্রথমে সহজ প্রশ্ন এবং পরে কঠিন প্রশ্ন দিতে হয়।

১৩। আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অনুমান নির্ভর উত্তর দিতে হবে এমন ধরনের প্রশ্ন বর্জন করা বাঞ্ছনীয়।

১৪। অভীক্ষার নির্দেশনা হতে হয় সুস্পষ্ট।

১৫। প্রশ্নের ভাষা পরীক্ষার্থীর ভাষার দক্ষতা অনুযায়ী প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

অভীক্ষা প্রণয়নের পরিকল্পনা

১। অভীক্ষার প্রাথমিক ধারণা গঠন: অভীক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Test Conceptualization: Specification of Test Purpose)

২। অভীক্ষা প্রণয়ন: অভীক্ষার পদ বন্টন (Test Construction: Item Generation)

৩। অভীক্ষার কার্যকারিতা যাচাই (Try Out)

৪। অভীক্ষার পদ বিশ্লেষণ (Item Analysis)

৫। অভীক্ষা পুনরালোচনা (Test Revision)

এসএসসি পরীক্ষায় সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের প্রশ্নের ধারা ও মানবণ্টন

এসএসসি পরীক্ষায় সামাজিক বিজ্ঞানে মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় ৫০টি প্রশ্ন থাকে। এতে ৫০ নম্বর থাকে। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। কোনো বিকল্প প্রশ্ন থাকে না। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় বিষয়ানুযায়ী প্রশ্নের ধারা ও মানবণ্টন নিম্নরূপ:

বিষয়	প্রশ্নের সংখ্যা	প্রশ্নের মান/নম্বর
সমাজবিজ্ঞান	৮টি	১×৮=৮
ইতিহাস	৯টি	১×৯=৯
ভূগোল	৮টি	১×৮=৮
পৌরনীতি	৯টি	১×৯=৯
অর্থনীতি	৯টি	১×৯=৯
জনসংখ্যা শিক্ষা	৫টি	১×৫=৫
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা	২টি	১×২=২
মোট	৫০টি	৫০

রচনামূলক অভীক্ষায় ১২টি সাধারণ রচনামূলক এবং ১২টি সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন থাকে। এতে ৫০ নম্বর থাকে। নিম্নের তালিকায় বিষয়ানুযায়ী প্রশ্নের সংখ্যা ও মানবণ্টন উপস্থাপন করা হলো:

বিষয়	প্রশ্নের সংখ্যা	উত্তর দিবে	প্রশ্নের মান/নম্বর
সমাজবিজ্ঞান	২টি সাধারণ ২টি সংক্ষিপ্ত	১টি সাধারণ ১টি সংক্ষিপ্ত	৫×১=৫ ৩×১=৩
ইতিহাস	২টি সাধারণ ২টি সংক্ষিপ্ত	১টি সাধারণ ১টি সংক্ষিপ্ত	৬×১=৬ ৩×১=৩
ভূগোল	২টি সাধারণ ২টি সংক্ষিপ্ত	১টি সাধারণ ১টি সংক্ষিপ্ত	৫×১=৫ ৩×১=৩

পৌরনীতি	২টি সাধারণ ২টি সংক্ষিপ্ত	১টি সাধারণ ১টি সংক্ষিপ্ত	৬×১=৬ ৩×১=৩
অর্থনীতি	২টি সাধারণ ২টি সংক্ষিপ্ত	১টি সাধারণ ১টি সংক্ষিপ্ত	৬×১=৬ ৩×১=৩
জনসংখ্যা শিক্ষা	২টি সাধারণ	১টি সাধারণ	৫×১=৫
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা	২টি সংক্ষিপ্ত	১টি সংক্ষিপ্ত	২×১=২
মোট	**১২+১২**	**৬+৬**	**৫০**

সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়সমূহের মুদ্রিত পৃষ্ঠা এবং ২০০৪ সালের ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় প্রদত্ত প্রশ্নের ও মানের/নম্বরের তুলনাকরণ

বিষয়সমূহ	মুদ্রিত পৃষ্ঠা (%)	ঢাকা বোর্ডের ২০০৪ সালের এসএসসি পরীক্ষা, প্রশ্ন (%)	এসএসসি পরীক্ষা, ঢাকা বোর্ড-২০০৪, নম্বর (%)
সমাজবিজ্ঞান	১৬.১৫	১৬.২১	১৬.০
ইতিহাস	১৮.৪৬	১৭.৫৭	১৮.০
ভূগোল	২৮.৪৬	১৬.২১	১৬.০
পৌরনীতি	১৭.৩১	১৭.৫৭	১৮.০
অর্থনীতি	১২.৬৯	১৭.৫৭	১৮.০
জনসংখ্যা শিক্ষা	৩.৮৫	৯.৪৬	১০.০
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা	৩.০৮	৫.৪১	৪.০
মোট	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**

মন্তব্য

১। সামাজিক বিজ্ঞানের সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের মুদ্রিত পৃষ্ঠা এবং ২০০৪ সালের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের হারের মধ্যে সমতা পরিলক্ষিত হলেও এ ক্ষেত্রে পরীক্ষায় বণ্টিত নম্বরের হার কম বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

২। ইতিহাসে মুদ্রিত পৃষ্ঠার হারের চেয়ে পরীক্ষার প্রশ্নের হার কম, আবার নম্বরের হার

প্রশ্নের হারের চেয়ে বেশি হলেও মুদ্রিত পৃষ্ঠার তুলনায় কম দেখা যাচ্ছে।

৩। ভূগোল বিষয়ে মুদ্রিত পৃষ্ঠার হারের তুলনায় নম্বরের হার প্রায় ৪৩.৭৮% কম। তাই এক্ষেত্রে মুদ্রিত অংশের বিষয়বস্তুর পরিমাণ সুচিন্তিতভাবে কমানো যেতে পারে।

৪। পৌরনীতিতে মুদ্রিত পৃষ্ঠা ও এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নের হারের তুলনায় নম্বরের শতকরা হার বেশি। এক্ষেত্রে মুদ্রিত বিষয়বস্তু যৌক্তিকভাবে কিছুটা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৫। অর্থনীতি, জনসংখ্যা শিক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষায় পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রিত উপকরণের তুলনায় বোর্ডের প্রশ্ন ও নম্বরের হার বেশি। এসব বিষয়ে মুদ্রিত উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে।

নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের পৌরনীতি, অর্থনীতি, জনসংখ্যা শিক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিষয়ের মূল শিখনফলসমূহ নিরূপণ

পৌরনীতির মূল শিখনফলঃ পৌরনীতি শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা-

১। পৌরনীতির সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু, নাগরিকের সংজ্ঞা, নাগরিকতা লাভের পদ্ধতি, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, সুনাগরিকের গুণাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, উপাদান, মুখ্য ও ঐচ্ছিক কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে।

৩। সরকারের শ্রেণিবিভাগ, অঙ্গসমূহ এবং অঙ্গসমূহের কার্যাবলি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে।

৪। নির্বাচন, এর উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, নির্বাচনী অপরাধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

৫। রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, কার্যাবলি, আইনের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, অনুশাসন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

৬। বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে।

৭। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ও এর কার্যাবলি, বিচার বিভাগ ও এর গঠন এবং বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

৮। বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো এবং এগুলোর কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে।

৯। জাতিসংঘ গঠনের প্রেক্ষাপট, এর উদ্দেশ্য ও অবদান সম্পর্কে জানতে পারবে।

অর্থনীতির মূল শিখনফলঃ অর্থনীতি শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা-

১। অর্থনীতির সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু, পাঠের প্রয়োজনীয়তা, মৌল অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারবে।

২। অর্থনীতির মৌলিক ধারণা (ক) অভাব ও এর শ্রেণিবিভাগ, (খ) দ্রব্য ও এর শ্রেণি বিভাগ, (গ) সম্পদ ও সম্পদের শ্রেণি বিভাগ, (ঘ) উপযোগ, (ঙ) চাহিদা, (চ) যোগান, (ছ) সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, (জ) বাজার, (ঝ) জাতীয় উৎপাদন ও (ঞ) জাতীয় আয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

৩। উৎপাদন, উৎপাদনের উপকরণসমূহ এবং এদের ভূমিকা, সুযোগ ব্যয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৪। অর্থ আবিষ্কারের পূর্বাবস্থা, অর্থ আবিষ্কার, অর্থের কার্যাবলি, ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও এর কার্যাবলি এবং বিশেষ ধরণের কয়েকটি ব্যাংক সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

৫। সরকারি আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।

৬। বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাবলি ও তা সমাধানের উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবে।

৭। বৈদেশিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা, বাংলাদেশের প্রধান আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্য সম্পর্কে বলতে পারবে।

জনসংখ্যা শিক্ষার শিখনফলঃ জনসংখ্যা শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা-

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যাবলি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণসমূহ, সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনে এর ফলাফল এবং জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের পথ ও পদ্ধতিগুলো নিরূপণ করতে পারবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষার শিখনফলঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা-

দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের সংজ্ঞা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ও উপাদানসমূহ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি ও এদের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে।

ঢাকা বোর্ডের ২০০৪ সালের সামাজিক বিজ্ঞানের পৌরনীতি, অর্থনীতি, জনসংখ্যা শিক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষার নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন এবং রচনামূলক প্রশ্নের সাথে শিখনফল ও পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত নমুনা প্রশ্নের তুলনাকরণ

বিষয়	প্রশ্ন ২০০৪ সালের ঢাকা বোর্ড	নমুনা প্রশ্ন	শিখনফল
পৌরনীতি	নৈর্ব্যক্তিক: বাংলাদেশের সচিবালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্নে আছেন .....।	নৈর্ব্যক্তিক: এ ধরনের প্রশ্ন নেই	সামঞ্জস্যপূর্ণ
	সংক্ষিপ্ত: ভোট বলতে কী বুঝায়?	সংক্ষিপ্ত: প্রশ্ন রয়েছে	সামঞ্জস্যপূর্ণ
	রচনামূলক: গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দাও। এর দোষ-গুণ বর্ণনা কর।	রচনামূলক: প্রশ্ন রয়েছে	সামঞ্জস্যপূর্ণ
অর্থনীতি	নৈর্ব্যক্তিক: অর্থনৈতিক কাজ কোনটি?	নৈর্ব্যক্তিক: রয়েছে	সামঞ্জস্যপূর্ণ
	সংক্ষিপ্ত: বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?	সংক্ষিপ্ত: রয়েছে	সামঞ্জস্যপূর্ণ
	রচনামূলক: বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ বর্ণনা কর।	রচনামূলক: আংশিক রয়েছে	সামঞ্জস্যপূর্ণ
জনসংখ্যা শিক্ষা	নৈর্ব্যক্তিক: ১৯০১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল .....।	নৈর্ব্যক্তিক: নেই	সামঞ্জস্যপূর্ণ
	রচনামূলক: সমাজ জীবনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষতিকর প্রভাবগুলো বর্ণনা কর।	রচনামূলক: রয়েছে	সামঞ্জস্যপূর্ণ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা	নৈর্ব্যক্তিক: বাংলাদেশের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভাপতি কে?	নৈর্ব্যক্তিক: রয়েছে	সামঞ্জস্যপূর্ণ
	সংক্ষিপ্ত: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য কী কী?	সংক্ষিপ্ত: নেই	সামঞ্জস্যপূর্ণ

বিষয়	প্রশ্ন ২০০৪ সালের ঢাকা বোর্ড	নমুনা প্রশ্ন	শিখনফল

মন্তব্য

ঢাকা বোর্ডের ২০০৪ সালের এসএসসি পরীক্ষার সামাজিক বিজ্ঞানের পৌরনীতি, অর্থনীত, জনসংখ্যা শিক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিষয়সমূহের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ও রচনামূলক প্রশ্নসমূহের তুলনামুলক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বোর্ডের প্রশ্নপত্রে দেয়া অধিকাংশ প্রশ্নের সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত নমুনা প্রশ্নের সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। বোর্ডের কিছু সংখ্যক প্রশ্নের সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদের শেষে দেয়া প্রশ্নের আংশিক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আবার বোর্ডের এমনও কিছু প্রশ্ন রয়েছে যেগুলোর সাথে পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত নমুনা প্রশ্নের কোনো মিল নেই। বোর্ডের যেসব প্রশ্নের সাথে পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত নমুনা প্রশ্নের মিল নেই অথবা আংশিক মিল নেই- পাঠ্যপুস্তকে এসকল প্রশ্নের উত্তরের বিষয়বস্তুর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ এসকল প্রশ্নের উত্তর পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুতে রয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের নমুনা প্রশ্নে একেবারেই নেই, আংশিক রয়েছে এবং সম্পূর্ণ রয়েছে বোর্ডের এরূপ সকল প্রশ্নেরই কাঙ্ক্ষিত শিখনফলের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। প্রশিক্ষণার্থীগণ নিঃসন্দেহে বুঝতে পারবেন যে, পাঠ্যপুস্তকের নমুনা প্রশ্নের বাইরেও প্রশ্ন পরীক্ষায় দেয়া যেতে পারে, তবে এক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে মিল থাকতে হবে এবং শিখনফলে কাঙ্ক্ষিত জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জিত হতে হবে।

মূল্যায়ন

১। এসএসসি পরীক্ষার সামাজিক বিজ্ঞানের প্রশ্নগুলোর প্রকারভেদ বর্ণনা করুন। শিক্ষার্থীদের মূল্য যাচাইয়ের জন্য আর কোনো নতুন প্রশ্ন যোগ করার প্রয়োজনীয়তা থাকলে যৌক্তিকতাসহ লিখুন।

২। প্রশ্নপত্র প্রণয়নের মূলনীতিগুলো বর্ণনা করুন।

৩। এসএসসি পরীক্ষায় সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের প্রশ্নের ধারা ও মানবন্টন সম্পর্কে আপনার মতামত বিবৃত করুন।

৪। সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের মুদ্রিত পৃষ্ঠা এবং ২০০৪ সালের ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় প্রদত্ত প্রশ্নের নম্বরের তুলনামূলক পর্যালোচনা করুন।

৫। নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের পৌরনীতি, অর্থনীতি, জনসংখ্যা শিক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিষয়ের মূল শিখনফলসমূহ বর্ণনা করুন।

৬। ঢাকা বোর্ডের ২০০৪ সালের সামাজিক বিজ্ঞানের পৌরনীতি, অর্থনীতি, জনসংখ্যা শিক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিক্ষার নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন, এবং রচনামূলক প্রশ্নের সাথে শিখনফল ও পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত নমুনা প্রশ্নের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আপনার মন্তব্য বিবৃত করুন।